কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

আমিই রানা-২



সেবা প্রকাশনী

রানা-৭১

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

আমিই রানা-২

জটিল এক ইসরায়েলী চক্রান্তের
অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে মাসুদ রানা।
গভীর সম্মোহনের সাহায্যে স্মৃতিভ্রষ্ট করা হয়েছে ওকে।
প্লাস্টিক সার্জেনের সাহায্যে বদলে দেয়া হয়েছে চেহারা।
ওর ধারণা, ও একজন ইসরায়েলী এজেন্ট।
ডক্টর আনাতোলি ফিলাতভ সেজে শত্রুপক্ষদের
ধোঁকা দেবে ও, সরিয়ে নিয়ে যাবে বিপথে।
সেই সুযোগে রাশান বর্ডারের ওপার থেকে একটি
গুরুত্বপূর্ণ থিসিস উদ্ধার করে আনবে আসল ফিলাতভ।
রওনা হলো রানা।
ওকে রক্ষার ভান করছে ছয়জন দুর্ধর্ষ ইসরায়েলী এজেন্ট।
আসলে তাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে, ঠিক বাহাত্তর ঘন্টা
পর হত্যা করতে হবে মাসুদ রানাকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১

বিশ টাকা

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর * সাগর-সঙ্গম-১,২
রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ * রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২
কায়রো * মৃত্যুপ্রহর * গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র
রাত্রি অন্ধকার * জাল * অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা
ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত * এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ?
বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২ * অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর-১, * ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা
তিনশত্রু * অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২ * হংকং সম্রাট-১, ২
কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩ * প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২
গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২ * পপি * জিপসী-১, ২ * আমিই
রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২ * হ্যালো সোহানা-১, ২ * হাই-
জ্যাক-১, ২ * আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১,

পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২ * স্বর্ণ
সংকট ১,২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা * নিরাপদ কারাগার-১,২
স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২ * হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২
মেজর রাহাত-১, ২ * লেনিনগ্রাদ-১, ২ * অ্যামবুশ-১, ২
আরেক বারমুডা-১, ২ * বেনামী বন্দর-১, ২ * নকল রানা-১, ২
রিপোর্টার-১, ২ * মরুযাত্রা-১, ২ * বন্ধু * সংকেত-১, ২, ৩
স্পর্ধা-১, ২ * চ্যালেঞ্জ * শত্রুপক্ষ * চারিদিকে শত্রু -১, ২
অগ্নিপুরুষ-১, ২

আমিই রানা-২

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-৭১

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৭৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুন, ১৯৮৬
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান
রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে
মুদ্রণে :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪, সেগুন বাগিচা,
ঢাকা-২
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
ফোন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০
শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১
AMIYEE RANA-2
by Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো অদ্ভুত সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

সেবা
প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

ঢাকা।

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিস। মস্ত বিল্ডিংটার আণ্ডার গ্রাউণ্ড এবং ছয় ও সাত তালা জুড়ে ফার্স্ট আওয়ারের দারুণ কর্মব্যস্ততা।

ছয় তালা। লম্বা করিডোরের দু'পাশে সারি সারি অফিসরুম। টেলেক্স, অয়্যারলেস, কমপিউটর, টিভি ও নানান রকম ইলেকট্রনিকস্ যন্ত্রপাতি নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছে অপারেটররা। নানারকম যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছে। সব শেষে বারটা কামরা, অনেক বাছাই ও পরীক্ষার পর মনোনীত দুঃসাহসী, প্রতিভাবান এজেন্টদের। করিডোরের এপাশে ছয়টা, ওপাশে ছয়টা। প্রয়োজনে মানুষ হত্যার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এদের। এ পাশের ছয়টা কামরায় বসে রূপা, পাশা, শাহেদ, জিয়া, শান্তি, শিউলী। ওপাশে রাশেদ, তারেক, সাঈদ, মামুন, প্যাটেল, পারভিন। অজ্ঞাত সংখ্যক আরও অনেক এজেন্ট সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। তারা ক'জন, কে কোথায় আছে, কি করছে ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার চীফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ছাড়া আর জানে মাত্র একজন—চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ।

উপস্থিত এজেন্টরা সবাই ফাইল-ওঅর্ক নিয়ে ব্যস্ত। কাজের যত

চাপই থাকুক, চা খাবার ফাঁকে ছোটখাট আড্ডা, লাঞ্চের সময় হৈ-হট্টগোল রোজকার ব্যাপার, একঘেয়ে কর্মব্যস্ততার মাঝখানে টক-ঝাল-মিষ্টির মত চাটনি—কিন্তু গত ক'দিন থেকে এসব একেবারে বন্ধ। কেউ নিষেধ করেছে বা কিছু, তা নয়। আসলে মন ভাল নেই কারও, মুড অফ। নাক-মুখ গুঁজে কাজ করছে সবাই, কিন্তু হলে হবে কি, কেন যেন কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছে বিস্তর।

এই বারজন এজেন্টের ইমিডিয়েট বস এখন সোহানা চৌধুরী। কাজের ফাঁকে অবসর মুহূর্তে বেদম হাসি ঠাট্টা চলে ওর সাথে, ভাবী বলতে সবাই অজ্ঞান। কিন্তু কাজের সময় খাপ মুক্ত তলোয়ারের মত ধারাল সোহানা, পান থেকে চুন খসলে রক্ষে নেই, নির্মম কথার ছুরি সেঁধিয়ে দেয় কলজের মধ্যে, অবস্থা খারাপ করে দেয়। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন ঘটেছে। ভুল দেখে ভুরু কুঁচকে উঠছে তার, বিরক্তির ভাব ফুটছে চেহারায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই, পরমুহূর্তে মুখের চেহারা দাঁড়াচ্ছে ভাবলেশহীন। একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করছে সে নিঃশব্দে। সকলের মনের অবস্থা যে কি, তা তো তার অজানা নেই কিছু।

অদ্ভুত একটা ভৌতিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গোটা অফিসে। কাজ থেকে হাত গুটিয়ে বসে নেই কেউ, কিন্তু থমথম করছে পরিবেশটা।

সাত তালায় চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেলের মুখোমুখি কামরাটাই এখন রানার। বর্তমানে খালি। দরজা বন্ধ। তালা মারা। রানার পাশের কামরাটা জাহেদের। পদোন্নতির সাথে সাথে দুটো গুরু দায়িত্ব বর্তেছে জাহেদের কাঁধে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা এজেন্টদেরকে সরাসরি পরিচালনা করা ছাড়াও

অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সাহায্য করছে সে সোহেলকে। জাহেদের পাশে সলীলের কামরা। সে এখন ইউরোপের অপারেশন্যাল চীফ। ইউরোপের তেষট্টিজন অপারেটার মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে—ওর মুখের সামান্য হাসি আর মৃদু পিঠ চাপড়ানির জন্যে। তার পাশের কামরাটা সোহানার। হেড কোয়ার্টারের স্পেশাল এজেন্টদের ইমিডিয়েট বসই নয় শুধু, ওর কাঁধে গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অপারেশন্যাল চীফের দায়িত্বও চেপেছে। ওর পাশে আরও দুটো কামরা রয়েছে বিভিন্ন এলাকার অপারেশন্যাল চীফদের। জাহেদ-সলিলদেরই সমসাময়িক এরা—হাসান আর তিমির।

দশটা উনষাট মিনিট। সোহেলের চেম্বার। রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে সোহেল। গালে হাত। ঝুঁকে পড়েছে ডেস্কের উপর। সামনেই অনেকগুলো টেলেক্স মেসেজ। আবার এক এক করে সবগুলোয় চোখ বুলাল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল নিজের অজান্তে। হেলান দিল চেয়ারে। সিলিঙের দিকে চোখ। গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবছে। একটু পর বন্ধ করল চোখ দুটো। কপালে চিন্তার রেখাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এক মিনিট পর চোখ মেলল সে। রিস্টওয়াচ দেখল। তড়াক করে চেয়ার ছাড়ল। সর্বনাশ ঠিক এগারটায় যাবার কথা বসের চেম্বারে। পনের সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেছে।

টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে দ্রুত বেরিয়ে এল সোহেল করিডরে। পাশেরটাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেম্বার। পর্দা সরিয়ে বাইরের কামরায় ঢুকল সোহেল।

সোহানা, রূপা এবং ইলোরা। তিন মাথা এক করে কি যেন

আলাপ করছে নিজেদের মধ্যে। মন মেজাজ খারাপ, কারও মুখে হাসি নেই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সোহেল, কিন্তু হাঁটার গতি একটুও শ্লথ হল না। কামরাটা পেরিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। নক করল মৃদু। সাথে সাথে জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'কাম ইন।'

ভিতরে ঢুকে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে নিবিষ্ট মনে একটা ফাইলে মুখ গুঁজে থাকতে দেখল সোহেল। চোখ না তুলেই বললেন, 'বসো।'

একটা চেয়ারে বসল সোহেল।

ধীরেসুস্থে ফাইলটা বন্ধ করলেন রাহাত খান। বাঁ হাতে একটা হাভানা চুরুট জ্বলছে। 'কোন খবর পেলে ওর?' কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট বিরক্তি।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সোহেল। 'না, স্যার। কেউ কোন খবর দিতে পারছে না।'

'শেষবার কবে কোথায় ওকে দেখা গেছে তাও জানতে পারনি?' প্রশ্ন তো নয়, ধারাল ছুরির ফলার মত তিরস্কার।

'তা জানা গেছে, স্যার,' ঢোক গিলে বলল সোহেল। নার্ভাস ফিল করছে সে। একটা অপ্রীতিকর তথ্য প্রকাশ করতে হবে এখন ওকে সে-কথা ভেবেই ঘামছে। 'ছয় দিন আগে শেষবার দেখা গেছে তেলআবিবে।'

'তেলআবিবের কোথায়?'

'জাফার একটা ফ্ল্যাটে, স্যার।'

'কারও সাথে, নাকি একা?'

'রাত দশটা এগারটার দিকে ফ্ল্যাটে ফেরে ও, সাথে···মানে, রানার সাথে একজন ছিল···মানে, একটা মেয়ে। নাম তাতিনা, সোসাইটি গার্ল···'

'বুঝেছি। তারপর?' দ্রুত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন রাহাত খান। মুখের চেহারায় একটা প্রকট অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছে।

'মেয়েটিকে আমাদের লোক ধরেছিল,' বলল সোহেল। 'তার বক্তব্য, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায়, পাশে রানাকে সে দেখতে পায়নি···

হাত নেড়ে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেন মেজর জেনারেল, 'ডিটেলসে যাবার দরকার নেই।'

'ভয় পেয়ে যায় মেয়েটা। কোন গোলমাল হয়েছে বুঝতে পেরে ফ্ল্যাট থেকে পালিয়ে যায় একা। পুলিশ বা আর কাউকে কিছু জানায়নি। আমাদের লোক খবর নিয়ে জেনেছে মেয়েটা এসপিয়োনাজের সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়।'

'সেই শেষ? তারপর থেকে আর কারও চোখে পড়েনি রানা?'

'না, স্যার।'

'রানা এজেন্সির এজেন্টরাও কিছু বলতে পারছে না?'

'সবাইকে অ্যালার্ট করে দিয়েছিলাম। প্রায় সব বড় শহর থেকেই রিপোর্ট পেয়েছি ওদের। কেউ কিছু বলতে পারছে না। হেড অফিস থেকে প্রত্যেক এজেন্টের কাছে ইমার্জেন্সী রেড সিগন্যাল পাঠান হয়েছে।'

'হুঁ,' এই প্রথম ভুরু কুঁচকে মৃদু একটু উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন রাহাত খান। চুরুটে ঘন ঘন টান দিলেন ক'বার। সোহেলের দিকে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। 'তুমি কিছু অনুমান করতে পার? গেল কোথায়?'

একটু অসহায় দেখাল সোহেলকে। ঠিক কি বলবে, মনস্থির করতে পারছে না। ইতস্তত করছে। 'এর আগে এমন কখনও হয়নি, স্যার। আমার বিশ্বাস রানা কোন বি...'

'কি ধরনের বিপদ?'

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠল সোহেল। বলল, 'আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স...'

এবারও সোহেলকে কথা শেষ করতে দিলেন না মেজর জেনারেল। 'তোমার এ বিশ্বাসের কারণ?'

'কোন তথ্য এখনও পাইনি, স্যার,' মৃদু কণ্ঠে বলল সোহেল। 'কিন্তু তেলআবিব থেকে নিখোঁজ হয়েছে...'

'এত সহজে ধরা পড়বে রানা, আমি বিশ্বাস করি না,' কণ্ঠস্বরে বিরক্তির কোন কমতি নেই, কিন্তু সেই সাথে রানার প্রতি অগাধ বিশ্বাসেরও ভাব ফুটে উঠল তাঁর বলার ভঙ্গিতে। 'জায়গাটা তেলআবিব বলেই অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করবে রানা। ও জানে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়া মানে অবধারিত মৃত্যু।' কি যেন ভাবলেন তিনি, আপন মনে বললেন, 'উঁহুঁ,' তারপর কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কিন্তু তোমার সন্দেহ কখনও মিথ্যে হয় না, এটাই যা দুশ্চিন্তার কথা। শোন,' কথা শেষ না করে নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলেন তিনি।

সোহেল দেখল বসের ডান কপালে একটা রগ তিড়িক তিড়িক করে লাফাচ্ছে। 'সারা পৃথিবীর সমস্ত এজেন্ট আর অপারেটরদের...'

'ইমার্জেন্সী সিগন্যাল পাঠাব ?'

'হ্যাঁ। আর শোন, খবর নাও, রানা যেদিন থেকে নিখোঁজ তার আগে এক হপ্তার মধ্যে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স বড় ধরনের কোন কাজে হাত দিয়েছে কিনা। ওদের নাম করা এজেন্টদের গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট চাই—রানা নিখোঁজ হবার আগে এবং পরে ওরা কে কোথায় ছিল, কি করছিল—ডিটেলস।'

'ইয়েস, স্যার।'

সামনের ফাইলটা আবার খুলছেন রাহাত খান। তার মানে, এবার তুমি যেতে পার।

বস এখন একা অস্থির ভাবে পায়চারি করবেন, জানে সোহেল। ইচ্ছা হল আশ্বাস দিয়ে কিছু বলে, কিন্তু রানার মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠল চোখের সামনে। আবেগে গলাটা বুজে এল সোহেলের। যদি সত্যিই ও ধরা পড়ে থাকে···আর ভাবা যায় না। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে চট্ করে চেয়ার ছাড়ল ও, দরজার দিকে এগোল। ভাবছে, রানা নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে। ওকে সাহায্য করতে হবে। সবচেয়ে আগে ওর খোঁজ চাই। প্রয়োজন হলে গোটা বি. সি. আই. এর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে···।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সোহেল। সামনেই সোহানা। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। সোহেলকে দেখল, কিন্তু ঠিক যেন চিনতে পারছে না। চট্ করে রূপা আর ইলোরার দিকে তাকাল সোহেল।

নিজের চেয়ারে বসে আছে ইলোরা। মাথাটা ডেস্কের উপর নামান।

আর রূপা, অফিসের সবচেয়ে বাস্তববাদী, ভাবাবেগশূন্য ব্যক্তিত্ব

হিসেবে যার খ্যাতি, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে পিঠটা।

'কি হয়েছে, সোহানা?'

তিন সেকেণ্ড কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না সোহানার মধ্যে। উদ-ভ্রান্ত দৃষ্টি অপরিবর্তিতই রইল। শুধু বাঁ হাতটা উঠে এল পাশ থেকে। হাতটা কাঁপছে, কাঁপছে হাতে ধরা কাগজটাও।

ছোঁ মেরে সোহানার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিল সোহেল। দেখেই বুঝল, এটা একটা টেলেক্স মেসেজ।

মেসেজটা পড়ল সোহেল। একবার, দুবার, তিনবার। চোয়াল দুটো উঁচু হল। চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। কারও দিকে না তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল দরজার দিকে মুখ করে। দরজার কবাট ধরে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। তারপর নক করল, উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

পায়চারি থামিয়ে নিঃশব্দে তাকালেন মেজর জেনারেল। সোহে-লের রক্তশূন্য মুখের চেহারা দেখে কাঁচাপাকা ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোহেল। 'আমরা বোধহয় চিরকালের জন্যে হারিয়েছি ওকে, স্যার,' চেষ্টা করেও কণ্ঠস্বরের কাঁপুনিটা রোধ করতে পারল না সে। 'রানা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের হাতে ধরা পড়েছে।'

মেসেজটা হাত বাড়িয়ে নিলেন মেজর জেনারেল। শান্তভাবে এগিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন। কাগজটা ডেস্কে রেখে ঝুঁকে পড়লেন সেটার দিকে। কপালে চিকচিক করছে চিকন ঘাম।

ফিনল্যাণ্ড। ইসরায়েলি দুতাবাস।

সুসজ্জিত একটি কামরা। সবুজ রেক্সিনে মোড়া ডেস্কের ওধারে বিশাল শরীর, চৌকো মাথায় গোল করে ছাঁটা ধবধবে সাদা চুল নিয়ে বসে আছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইন্টারন্যাশনালের স্ক্যাণ্ডা-নেভিয়ান চীফ কার্ল পপকিন। ডেস্কের এধারে বসে আছে সাই-কিয়াট্রিস্ট কোগিন, অপারেটর জুনেস্কি, অপারেটর ম্যাক, অপারেটর ফেজ।

'আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না,' কোগিনের দিকে তাকিয়ে বলল পপকিন। 'রানাকে আবার একবার ভাল করে চেক করে দেখতে হবে আপনার। সেজন্যেই আপনাকে ডেকে আনা হয়েছে।'

'ঠিক কি...'

'বলছি,' কোগিনকে বাধা দিয়ে বলল পপকিন। 'আমি জানতে চাই অতীত-স্মৃতি অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা রানার আছে কিনা। সে ধরনের কোন সম্ভাবনা থাকলে সাথে সাথে আবার পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন প্রয়োগ করবেন আপনি।' কোগিন অবাক হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল তাকে পপকিন। 'প্লিজ, সব কথা জানতে চাইবেন না। আমরা টপ সিক্রেট একটা কাজে জড়িত রয়েছি।'

কোগিনের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। পপকিনের কথার অর্থ বুঝে নিয়েছে সে: রানার ভাল মন্দ সম্পর্কে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে দেয়া হল তাকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল সে।

জুনেস্কির দিকে তাকাল পপকিন। 'রানা এখন কোথায়?'

'দেখে এসেছি লরেলিকে নিয়ে ওর কামরায় ঢুকেছে,' বলল জুনেস্কি। 'স্টকটন তার লোকজন নিয়ে আশপাশেই আছে।'

'ফোন কর ওকে। বল, আমি ডাকছি।'

'ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্রেডল্ থেকে রিসিভারটা নিতে যাবে জুনেস্কি, সবাইকে চমকে দিয়ে ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। দ্রুত চোখাচোখি হল পপকিনের সাথে জুনেস্কির। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল সে। পাঁচ সেকেণ্ড শুনল, তারপর বাড়িয়ে ধরল রিসিভার পপকিনের দিকে। 'আপনার, স্যার। স্টকটন কথা বলতে চাইছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল পপকিনের। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, স্টকটন?'

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল স্টকটন, 'আমার কামরায় ছিলাম আমি, খোলা দরজা দিয়ে রানার কামরার দরজা দেখতে পাচ্ছিলাম। এই একটু আগে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এল লরেলি। তাকে দেখেই করিডরে বেরুলাম আমি। আমাকে খামচে ধরে সে বলল, রানা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার জ্ঞান নেই। রানার কামরায় গিয়ে দেখি মেঝেতে লম্বা হয়ে পড়ে আছে সে। এইমাত্র ওর জ্ঞান ফিরেছে।'

'এখন কেমন? সুস্থ?'

'বলছে।'

'সেক্ষেত্রে তোমরা ওকে এক্ষুণি এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। এখানে কোগিন আছেন, ওকে পরীক্ষা করবেন।'

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি, তারপর স্টকটন বলল, 'লরেলি বলছে সে-ও যাবে রানার সাথে।'

'অসম্ভব!' বলল পপকিন। 'যেভাবে হোক ওকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে এস তোমরা।'

'সমস্যাটা বোধহয় আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারিনি আমি,

স্যার,' বলল স্টকটন। 'করিডোরে লরেলি আমাকে বলেছে রানা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে—ফিলাতভ বা আব্বু নয়।'

কপালে উঠে গেল পপকিনের ভুরু জোড়া। 'কি!'

'জ্বী স্যার।'

আক্রোশে মুখের চেহারাটা হিংস্র হয়ে উঠল পপকিনের। দশ সেকেণ্ড লাগল চেহারাটা স্বাভাবিক হতে। 'ওকে নিয়ে এস,' শান্ত গলায় নির্দেশ দিল সে, 'কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে এস। দু'জন যেন কথা বলতে না পারে, সেদিকটাও দেখতে হবে।' রিসিভার রেখে দিয়ে কোগিনের দিকে তাকাল সে। 'আবার সেই টিপিক্যাল হিস্টিরিক্যাল সিম্পটম দেখা দিয়েছে রানার, শঙ্কায় জর্জরিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে তন্দ্রায়। ঘুমটা অবশ্য ইতিমধ্যে ভেঙেছে। আসছে ও।'

অদ্ভুত একটা খুশির ভাব ফুটে উঠেছে পপকিনের চেহারায়। এর অর্থটা বুঝতে পারল কোগিন। রানা এখনও তার অতীত স্মৃতি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছে, এটা বুঝতে পেরেই তার এই আনন্দ।

'মেয়েটাও আসছে, তাই না?' জানতে চাইল কোগিন।

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে সে।'

'ওই দায়ী,' বলল কোগিন। 'নিশ্চয়ই বিপজ্জনক কিছু প্রশ্ন করে রানার মনে প্রচণ্ড একটা আলোড়ন তুলেছে সে।'

চুপচাপ বিশ মিনিট অপেক্ষা করল ওরা। ঘন ঘন টান দিয়ে চুরুটের অর্ধেকটা ছাই করে ফেলল পপকিন। কোগিন পা লম্বা করে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে, চোখের দৃষ্টি সিলিঙের দিকে। কপালে একসারি চিন্তার রেখা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে জুনেস্কি। নিঃশব্দে

পায়চারি করছে।

টোকা পড়ল দরজায়। সবাই সচকিত হয়ে উঠল। জুনেস্কি দরজা খুলে সরে দাঁড়াল একপাশে। প্রথমে রানা, তারপর লরেলি এবং সবশেষে কামরায় ঢুকল স্টকটন।

পপকিন একদৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। 'পাশের কামরায় তোমার সাথে কোগিন কিছু কথা বলবেন, কিছু মনে করবে তুমি, রানা ?'

'না,' শান্তভাবে বলল রানা। কোগিন চেয়ার ছেড়ে একটা দর-জার দিকে এগোচ্ছে দেখে তার পিছু নিল ও।

ওদের পিছনে দরজা বন্ধ হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পপ-কিন, লরেলিকে উদ্দেশ করে বলল, 'মিস লরেলি, আমার নাম কার্ল পপকিন। ইসরায়েল সরকারের একজন স্পেশাল অফিসার। এরা আমার অধীনস্থ কর্মচারী, মিঃ জুনেস্কি, মিঃ ফেজ, মিঃ ম্যাক, এবং মিঃ স্টকটন।'

পপকিনের কথা শেষ হতেই কামরায় ঢুকল জুলি। তাকে দেখে মুখের চেহারা আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল লরেলির। পপকিন বলল, 'মিস জুলিকে তো আগে থাকতেই তুমি চেন।'

'লোকটার শত্রু হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবে চিনতাম.' সাথে সাথে উত্তর দিয়ে জুলির দিক থেকে ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিল লরেলি। রানা যে কামরায় ঢুকেছে সেটার দিকে হাত লম্বা করে দিয়ে বলল, 'কে ওই লোক ? আমার আব্বু কোথায় ?'

'শান্ত হয়ে বস,' বলল পপকিন। ইঙ্গিতে একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে বলল জুনেস্কিকে।

জুনেস্কি একটা চেয়ার টেনে দিল লরেলির সামনে। কিন্তু লরেলি বসল না। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন,' বলল সে। 'কি চলছে এখানে,

কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। লোকটা বলল ওর নাম নাকি মাসুদ রানা, তারপর যে কাহিনী শোনাল তা অবিশ্বাস্য…'

'কিন্তু মিথ্যে নয়,' বলল পপকিন। তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বসলেই সব বুঝিয়ে দিতে পারি আমি।'

বসল তো-নাই, গলা চড়ে গেল লরেলির। 'আমার আব্বু কোথায়? আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন আগে।' ঋজু দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। অনমনীয়, উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পপকিনের চোখের দিকে। এতগুলো বয়স্ক, বিশালদেহী পুরুষকে অতটুকুন মেয়েটা একেবারেই গ্রাহ্য করছে না।

'ছিঃ, লরেলি,' দ্রুত পায়ে লরেলির পাশে এসে দাঁড়াল জুলি, 'ভুল বুঝে এতটা উত্তেজিত হওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না.' তার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'বস। সব বলা হবে তোমাকে। তোমার আব্বু সুস্থ আছেন, ভাল আছেন। যা কিছু ঘটছে, দেশেরই স্বার্থে ঘটছে। এবং এতে তোমার আব্বুর সম্মতি আছে পুরোপুরি।'

জুলির দিকে ঝট্ করে ফিরল লরেলি। 'কোথায় তিনি?'

'তেলআবিবে,' বলল পপকিন। 'কিছু সময় দাও, তার সাথে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগও তুমি পাবে।'

'তাহলে ওই লোক যা বলছে সব সত্যি?'

'ঠিক কি বলেছে ও তোমাকে?

নিঃশব্দে শুনল ওরা। লরেলির কথা শেষ হতে উপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল পপকিন রানার উপর খুশি হয়েছে সে, লরোলিকে ওর পিতামহের কাগজপত্র সম্পর্কে কিছুই বলেনি ও। 'হ্যাঁ এই হল প্রকৃত ঘটনা। সবই তুমি জেনেছ, এবং যা জেনেছ তা সবই সত্য। এখন, ভেবে দেখ, এই পরিস্থিতিতে তোমার কি উত্তেজিত হবার

সঙ্গত কোন কারণ আছে?'

লরেলির চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পপকিন আরও কিছু বলবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে।

'আচ্ছা, রানার পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর তুমি ওকে কিছু প্রশ্ন করেছ? ওর অতীত ইতিহাস জানতে চেয়েছ বা কিছু?'

'চেয়েছি। কিন্তু পুরোপুরি উত্তর দিতে পারেনি ও। কে ও?'

উত্তরটা এড়িয়ে গেল পপকিন। চেহারায় থমথমে একটা গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলল সে। 'কাজটা ভাল করনি,' বলে একটু বিরতি নিল। ধীরে ধীরে বসল আবার চেয়ারে। প্যাকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল, 'অবশ্য অতীত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে ওর ক্ষতি হতে পারে তা তোমার জানা ছিল না। যাকগে, যা হবার হয়েছে। কিন্তু সাবধান, ভবিষ্যতে এমন মারাত্মক ভুল আর কখনও কর না। সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে ওর।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল লরেলি। 'ও যা বলছে তার চার ভাগের একভাগও যদি সত্যি হয়, ওর সর্বনাশ করে ছেড়েছেন আপনারা। ক্ষতি হবে? সাংঘাতিক বিপদ হবে? ক্ষতি আর বিপদ হতে কিছু বাকি আছে ওর? আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝেছি, এই মুহূর্তে ওকে কোন মেন্টাল হসপিটালে পাঠিয়ে দেয়া দরকার।'

'ডক্টর কোগিন একজন সাইকিয়াস্ট্রিস্ট,' বলল পপকিন। 'তিনি ওর চিকিৎসা করছেন। ভাল কথা, হঠাৎ রানা সব কথা তোমাকে বলতে গেল কেন?'

'আমার ফাঁদে ধরা...

'ফাঁদ?'

একটু নরম হল লরেলি। ওর সন্দেহের কথাটা বলল, তারপর

কিভাবে ফাঁদে ফেলেছে রানাকে তা-ও ব্যাখ্যা করল।

মৃদু হাসল পপকিন। 'একেই বলে বাপকা বেটি। সত্যি, দারুণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ। তবে, বেশি দিন ফাঁকি দিতে পারা যাবে না, তা আমরাও জানতাম। কিন্তু আশা করেছিলাম, অন্তত আরও একটা দিন সময় পাব। আগামীকাল তোমাদের দু'জনকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার ইচ্ছা ছিল আমার।'

'আশ্চর্য!' আবার রাগে লাল হয়ে উঠল লরেলির মুখের চেহারা। 'কি ভেবেছেন আপনি? আমরা কি আপনার দাবার ঘুঁটি?'

হাসি হাসি মুখ করল পপকিন। 'লরেলি, একটা কথা তোমার জানা নেই। রানাকে জোর করে কিছু করাচ্ছি না আমরা। আমাদের কাজটা সম্পর্কে সব কথা জানার পর স্বেচ্ছায় ও রাজি হয়েছে সহ-যোগিতা করতে।'

'বাজে কথা! পাগল বানাবার পর সব কথা জানান হয়েছে ওকে—এখন ওর একমাত্র আশ্রয় আপনারা, সহযোগিতা না করে উপায় কি ওর? ব্ল্যাকমেইলিং ছাড়া কি বলবেন আপনি একে?'

পপকিনের পিছনের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে এল কোগিন। সন্তর্পণে দরজাটা ভিজিয়ে দিচ্ছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে কোগিনকে একা দেখেই বলল পপকিন, 'স্টকটন, রানার কাছে যাও।'

'দরকার নেই,' বলল কোগিন, 'একটু পরই বেরিয়ে আসছে ও। চিন্তা করার কিছু খোরাক দিয়ে এসেছি ওকে আমি।'

'কেমন বুঝলেন?'

'সব ঠিক আছে,' সংক্ষেপে বলল কোগিন। ডেস্ক ঘুরে এসে

পপকিনের সামনের একটা চেয়ারে বসল।

'লরেলিকে কি বলেছে না বলেছে সব মনে করতে পারছে?'

'তা পারছে,' কোগিন গম্ভীর। 'তবে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মিস লরেলি কি জিজ্ঞেস করেছিল মনে করতে পারছে না।' পাশে দাঁড়ান লরেলির দিকে তাকাল সে। 'কি জানতে চেয়েছিলে তুমি?'

'ওর পরিচয়।'

এদিক ওদিক মাথা দোলাল কোগিন। 'এমন ভুল দ্বিতীয়বার কর না। এ ব্যাপারে তোমার সাথে কথা বলব আমি।'

'তার দরকার হবে না,' কড়া মেজাজের সাথে বলল পপকিন। 'তেলআবিবে, ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।'

ঠাণ্ডা চোখে কোগিনকে লক্ষ্য করছে লরেলি। 'আপনি ডাক্তার?'

সিগারেট ধরাচ্ছে কোগিন। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'সার্টিফিকেটগুলো জাল নয় তো?' স্পষ্ট গলায় জানতে চাইল লরেলি। 'আমার তো সেইরকমই সন্দেহ হচ্ছে। তা নাহলে নিজের পেশেণ্টকে কোন ডাক্তার জেনেশুনে এইরকম সর্বনাশের পথে পা বাড়াতে দেয়?' কোগিনের চেহারা লাল হয়ে উঠছে, কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই ঝট্ করে পপকিনের দিকে তাকাল লরেলি, বলল, 'আপনার কথার উত্তরে বলছি, তেলআবিব নয়, আমি এখান থেকে সোজা জেনেভায় যাচ্ছি। সমস্ত খবরের কাগজ, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংরক্ষণ সমিতি এবং প্রত্যেক কলেজ আর ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের এখানে যা ঘটছে তা জানা দরকার। জানাবার দায়িত্বটা আমিই নিতে যাচ্ছি।'

'তোমার জায়গায় আমি হলে সে চেষ্টা করতাম না,' শান্তভাবে

বলল পপকিন।

'কিন্তু আমি করব.' দৃঢ় চ্যালেঞ্জের সুরে বলল লরেলি। 'কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিল পপকিন। তাকাল জুনেস্কির দিকে। 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এখান থেকে ওকে বেরুতে দেয়া উচিত হবে না, জুনেস্কি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এক্ষুণি। হোটেলের বুকিং বাতিল করা, ইত্যাদি।'

'কিন্তু তারপর কি?' ডান হাত ছুঁড়ে জানতে চাইল লরেলি। 'ক'দিন এখানে আমাকে আটকে রাখবেন? জেনেভায় একদিন আমি যাবই। খবরের কাগজগুলো লুফে নেবে আমার কাহিনী।'

'মাই গড!' বলল জুনেস্কি। 'সর্বনাশ করে ছাড়বে দেখছি। সব জানাজানি হয়ে গেলে...'

'তুমি চুপ কর।' ধমক মারল পপকিন।

'তাহলে? তাহলে কি করবেন আমাকে নিয়ে? বলুন?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইল পপকিনের মুখের দিকে। 'খুন করবেন?'

'তোমাকে নিয়ে ওরা কিছুই করতে যাচ্ছে না,' পপকিনের পিছন থেকে শান্ত গলায় বলল রানা। দরজাটা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'আমি যা বলব তাই হবে। তা নাহলে আমার বদলে অন্য লোক খুঁজতে হবে ওদের।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না পপকিন। বলল, 'একটা চেয়ার টেনে বস, রানা। এর একটা সমাধান চাই আমরা।'

পপকিনের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল রানা, 'গায়ের জোরে সমাধান আসবে না। আমাকে হারাতে হবে তাহলে।'

'বেশ,' বলন পপকিন। 'এবার না হয় যুক্তি দিয়ে চেষ্টা করা

যাক। ঠিক কি চাও তুমি, লরেলি ?'

হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ল লরেলি। 'চাই··· আমি চাই আপনারা ওর ওপর যে অন্যায়টা করছেন তা বন্ধ করুন।' কাঁপা একটা হাত তুলে দেখাল রানাকে।

'ওর ওপর কোন অন্যায় আমরা করছি না। এটা তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ও একজন স্বেচ্ছাসেবক। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলেই তো পার।'

'কি জিজ্ঞেস করব ? নিজের পরিচয়ই যার জানা নেই, ভাল-মন্দ বোঝার কতটুকু ক্ষমতা রাখে সে ? আইনের দৃষ্টিতে এটা একটা ক্রাইম।'

'সাবধান!' হঠাৎ বলল কোগিন, তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে রানাকে।

'ওর চিকিৎসা দরকার, আর দেরি না করে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন,' আবেদনের সুরে বলল লরেলি।

'চিকিৎসা করা হচ্ছে,' কোগিনকে দেখিয়ে বলল পপকিন। 'কোগিন একজন বিখ্যাত সাইকিয়া···'

'ওর সম্পর্কে আমার ধারণা কি তা তো আমি আগেই জানিয়েছি।'

'আচ্ছা,' ভুরু কুঁচকে বলল পপকিন। 'রানার ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন তুমি ? এখন তো জেনেছ, সে তোমার বাবা নয়। একজন অপরিচিত লোক, তার বিষয়ে···'

মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকাল লরেলি। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'অপরিচিত বলছেন কেন ?' মাথা তুলে পপকিনের চোখে চোখ রাখল। 'বাবাকে সারা জীবনে যতটুকু ভালবেসেছি, এই ক'দিনে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবেসে ফেলেছি ওকে। তাছাড়া,' তীব্র ভর্ৎসনার

সুরে বলল লরেলি, 'অনাত্মীয় হলেই কি তার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হবে ? প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রতিটি মানুষের একটা দায়িত্ব আছে. স্কুলে থাকতেই তো এ কথাটা শেখান হয়েছে আপনাকে, ভুলে গেছেন সব ?'

নিরাশ ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিল পপকিন। 'আমি হার মানছি। এবার তুমি চেষ্টা করে দেখ, রানা।'

ডেস্কের ওধারে দাঁড়ান লরেলির দিকে তাকাল রানা। 'বসবে, লরেলি ?' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

যন্ত্রচালিতের মত বসে পড়ল লরেলি চেয়ারে। রানার মুখের দিকে অদ্ভুত এক সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা কি তা জানার পরই সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছি এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ—দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর সাফল্যের ওপর।'

'কাজটা ভাল কি মন্দ, নিরাপদ কি বিপজ্জনক তা তুমি জানছ কিভাবে ?' লরেলি ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল। 'বিচার করে দেখার যোগ্য এখনও নও তুমি।'

'সব দিক থেকে যোগ্য ও,' বলল পপকিন। 'দুঃখিত, রানা। আর বাধা দেব না।'

'ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই, তোমার একথা ঠিক নয় লরেলি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'নিজের পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানি না, তাও নয় ব্যাপারটা। তোমাকে তো জানিয়েছি, আমি মাসুদ রানা। ইসরায়েলের একজন দেশপ্রেমিক নাগরিক। সরকারের একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি।'

'কিন্তু ওরা তোমাকে তোমার অজান্তে…

'সেকথা ঠিক,' বলল রানা। 'অনুমতি নিয়ে বা আগে থাকতে কিছু জানিয়ে এর মধ্যে জড়ান হয়নি আমাকে। কিন্তু কাজটা সম্পর্কে বিস্তারিত সব মিঃ পপকিনের মুখে শোনার পর তার সাথে একমত হয়েছি আমি। অপারেশনটাকে সফল করতে হলে ডক্টর ফিলাতভ হিসেবে তোমার বাবার অভিনয় করে যেতে হবে আমাকে। ইচ্ছে করলে মিঃ পপকিনকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কারণ, দেশের ভালটা আমার কাছে সবচেয়ে বড়। কাজটার গুরুত্ব তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, এই অপারেশন যদি সফল হয় তাহলে পৃথিবীর বুকে স্বনির্ভর জাতি হিসেবে আমরা শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারব। একলাফে একশো ধাপ এগিয়ে যাব আমরা। এই একই উদ্দেশ্যে তোমার আব্বুও কাজ করছেন। আমিও আমার নগণ্য ক্ষমতা দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করছি। আমি চাই তুমিও সহযোগিতা কর। দেশ আমাদের সবার কাছে ঋণী থাকবে।'

চুপ হয়ে গেছে লরেলি। পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। আবার কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল রানা। কেউ কথা বলছে না। চঞ্চল হয়ে উঠেছে জুলি কিছু একটা করার জন্যে, কিন্তু সে-ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে পপকিন। কামরায় পিন-পতন স্তব্ধতা। দু'গাল বেয়ে নেমে আসছে চোখের পানি চিবুকের কিনারা থেকে। টপ্ টপ্ করে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে লরেলির কোলে। 'আমাকে কেন এভাবে ঠকান হল?' রুদ্ধ গলায় জানতে চাইল সে। 'যে বাপের কাছ থেকে কোনদিন একটা নরম আদরের কথা শুনিনি, শোনার আশা করিনি, কেন তা আমাকে শোনান হল? কেন আমাকে ভুল বোঝান হল?' পপকিনের বুকের দিকে

তর্জনী তুলল সে। 'জবাব দিন। আব্বু বদলে গেছে ভেবে এই যে আমি তাকে এত ভালবাসলাম, তাকে নিয়ে এত স্বপ্ন দেখলাম - বাপ-মেয়ে একসাথে কত সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব - তার কি হবে?' ডেস্কের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল লরেলি। অদম্য কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘাড়, পিঠ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রানা। জুলি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে লরেলিকে, 'ওঠ, চল লরেলি, পাশের কামরায় যাই।'

চোখে হাত রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠল লরেলি। জুলি তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দে ওদের পিছু নিল কোগিন। সবাই দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে ওদেরকে।

দরজাটা ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে যেতেও কথা বলল না কেউ। ধীরে ধীরে আবার চেয়ারে বসল রানা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও। বলল, 'মেয়েটার ওপর অন্যায় করা হয়েছে।'

'ফিলাতভ যে এতবড় পাষণ্ড, জানা ছিল না আমার,' রানার দিকে ফিরল পপকিন। দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়, শয়তানি মাখা হাসিটা চেপে রাখল সে, বলল, 'তোমার দায়িত্ব আরও বাড়ল, রানা। ডাইভারশন থেকে ফিরে ওকে কিছুদিন সঙ্গ দিলেই ধীরে ধীরে ওর মনটা হালকা হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ডক্টর ফিলাতভের সাথেও হয়ত তোমার আলাপ করা দরকার হতে পারে।'

'অবশ্যই,' গম্ভীরভাবে বলল রানা, 'কাজটা সেরে ফিরে আসি, তারপর লোকটাকে কড়া ভাষায় কিছু...'

একটা হাঁফ ছেড়ে পপকিন বলল, 'এবার তাহলে আমরা কাজের কথা শুরু করতে পারি।' পায়ের কাছ থেকে একটা ব্রীফকেস তুলে ডেস্কে রাখল সে। খুলল সেটা। 'জুনেস্কি, জুলিকে ডাক। সব কথা

ওরও জানা দরকার।'

উঠে দাঁড়াল জুনেস্কি, এগোল পাশের কামরার দিকে।

প্রতিবাদ করল রানা. 'বিপদ-আপদে মেয়েমানুষকে না জড়ালেই নয়?'

'সবাই জানে ফিলাতভের বান্ধবী ও,' বলল পপকিন। 'ও সাথে থাকলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক দেখাবে।' মুচকি হাসল সে। 'বিপদ-আপদ থাকলেই বা, ফিলাতভের ছদ্মবেশে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট তো সাথেই থাকছে, ওর ভয় কি?'

একটা গর্বের ভাব ফুটে উঠল রানার চেহারায়। 'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

পাশের কামরা থেকে জুনেস্কির পিছু পিছু বেরিয়ে এল জুলি। জানতে চাইল রানা, 'লরেলি শান্ত হয়েছে?'

চিন্তা কর না,' জুনেস্কির পাশের চেয়ারে বসে বলল জুলি। 'ডক্টর কোগিন ওকে বোঝাচ্ছেন।'

কেশে উঠল পপকিন। অমনি সবাই চুপ হয়ে গেল। 'আমরা জানি,' শুরু করল সে, 'বেশ কয়েকটা দল ফিলাতভের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। এখন আমাদের লক্ষ্য হবে রানার আচরণ এবং গতিবিধি যাতে ওদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক হয় তার আয়োজন করা।'

ফিনল্যাণ্ডের বড় একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে ডেস্কের উপর বিছাল সে। মুখ তুলে তাকাল ফেজ আর ম্যাকের দিকে। কামরায় ঢোকার পর থেকে ওরা একটাও কথা বলেনি কারও সাথে। 'রানা,' বলল পপকিন, 'এদের দু'জনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ম্যালকম ফেজ, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সে তোমার সহকারী।' একটা

বদ চরিত্রের সবরকম চিহ্ন, ভাব এবং লক্ষণ ফুটে আছে লোকটার চেহারায়। নিচের ঠোঁটটা মাঝখানে কাটা, প্রায় দু'ভাগ করা, মুখের চেহারায় কুৎসিত একটা কলঙ্ক। চোখ দুটো ছোট ছোট। নীচ স্বভাবের লোক, দেখেই বোঝা যায়। শরীরটা নাদুসনুদুস। 'আর ও হল মাইকেল ম্যাকগ্রে, এও তাই. তোমার সহকারী।' ছুঁচোর মত মুখ এর, প্রায় ছয় ফিট লম্বা, মস্ত দুই কাঁধ। এ লোক সাংঘাতিক নিষ্ঠুর, ঢলু ঢলু চোখ দুটো জাত খুনীর। 'মোট ছয়জন যাচ্ছ তোমরা···

'কে কে?' জানতে চাইল রানা।

'স্টকটন, ফেজ, ম্যাক, ডন, জুলি এবং তুমি। ডন তোমাদের সাথে পরে যোগ দেবে।'

অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা। 'জুনেস্কি যাচ্ছে না?'

'না। ওকে অন্য কাজে পাঠাচ্ছি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে গেল।

'দলের নেতৃত্বে থাকছে স্টকটন···'

প্রতিবাদের সুরে বলল রানা, 'স্টকটন? কেন?'

রানার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে আছে পপকিন।

মিঃ পপকিন, আপনিই বলেছেন আমি জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম দুর্ধর্ষ স্পাই.' বলল রানা। 'এখন আপনিই বলুন, স্টকটনের অধীনে কাজ করা কি আমার উচিত হবে?'

'কিন্তু শত্রুরা সে কথা জানে না.' বলল পপকিন। 'তাদের চোখে তুমি একজন গোবেচারা বিজ্ঞানী।'

'তাতে কি? নেতৃত্ব যদি আমাকে দেয়া হয়, সেটাও তারা জানছে না।' একটু বিরতি নিল রানা। 'এটা আমার প্রেসটিজের প্রশ্ন। আমি

আপোষ করতে পারব না। দুঃখিত।'

জুনেস্কির সাথে দৃষ্টি বিনিময় হল পপকিনের। সকলের অজ্ঞাতে মাথাটা একচুল নাড়ল জুনেস্কি।

'ঠিক আছে,' গম্ভীর হয়ে বলল পপকিন। 'তোমার দাবির মধ্যে যুক্তি আছে বুঝতে পেরে দলের নেতৃত্ব তোমার হাতেই তুলে দিচ্ছি। কিন্তু, সাবধান, দলের আর সকলের পরামর্শ ছাড়া তুমি কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে বস না। এবং লক্ষ্য রাখবে, সর্দারী ফলাতে গিয়ে শত্রুদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিও না যে তুমি বিজ্ঞানী নও, একজন স্পাই। তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

একগাল হাসল রানা। 'পাগল হয়েছেন! এমন অভিনয় করব যে...'

'আগামীকাল প্লেনে নর্দান ল্যাপল্যাণ্ডের ইভালোয় চলে যাচ্ছে ম্যাক,' ম্যাপের এক জায়গায় তর্জনী দিয়ে দেখাল পপকিন. 'এই-খানে। ফিনল্যাণ্ডের এর চেয়ে উত্তরে প্লেন যায় না। ওখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করবে ওর জন্যে। সেটা নিয়ে আরও উত্তরে, নরওয়ে-জিয়ান বর্ডারের কাছে, কেভোন টুচকিমুসাসেমায় চলে যাবে ও। কেভো নেচার প্রিজার্ভ-এর অনুসন্ধান ঘাঁটি ওটা, ওখান থেকে একটা লাফ দিলেই আদিম, বুনো জগতে গিয়ে পড়বে।'

ম্যাকের দিকে তাকাল পপকিন। 'তোমার কাজ হবে বাইরে থেকে গোটা দলটাকে কাভার দেয়া। প্রথমেই কেভো ক্যাম্পটা চেক করে নেবে, অনাকাঙ্খিত কেউ বা কোন দল আগে থাকতে গিয়ে ওত পেতে আছে কিনা। রানার অধীনে দলটা ওখানে যাবার পর থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরাবে না তুমি। কিন্তু, কোনরকম সিগন্যাল দেবে না বা যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না, ওদেরকে তুমি যেন

চেনই না। বুঝেছ?'

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরুল শুধু ম্যাকের গলার অনেক গভীর অঞ্চল থেকে।

'রানা, তুমি তোমার দল নিয়ে হেলসিঙ্কি থেকে রওনা হবে গাড়িতে। সম্ভবত পরশু দিন। কেভো ক্যাম্পে পৌঁছুতে তোমাদের দু'দিন লাগবে।' ম্যাককে ওখানে পাবে তোমরা, কিন্তু ওকে না চেনার ভান করবে। তোমরা বিপদে পড়লে ও তোমাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করবে বাইরে থেকে।' পপকিনের তর্জনী ম্যাপের সামান্য দক্ষিণ দিকে সরে গেল। 'এরপর তোমরা কেভো নেচার পার্ক এক্সপ্লোর করতে যাবে। বৈরী এলাকা ওটা তাঁবু ইত্যাদি দরকার হবে।' জুনেস্কির দিকে আঙুল তুলল সে। 'যা যা লাগে, সব জোগাড় করে ফেল।'

'ওখানে যাবার উদ্দেশ্য কি আমাদের?' জানতে চাইল রানা। 'শত্রুপক্ষদের ঠিক কি বোঝাতে চাইছি?'

চেয়ারে হেলান দিল পপকিন। 'ফিলাতভের ডোশিয়ার থেকে যতটুকু জেনেছি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি সম্পর্কে তার কোনই আগ্রহ ছিল না। ঠিক, জুলি?'

'সে একজন নির্ভেজাল টেকনোলজিস্ট, ন্যাচারাল হিস্ট্রি তার কাছে নীরস একটা ব্যাপার।'

'সুতরাং, এখন যদি ফিলাতভ এই সাবজেক্টের ওপর আগ্রহী হয়, লোকের চোখে সেটা বেখাপ্পা ঠেকবে। যারা ওর ওপর লক্ষ্য রাখছে তারা ঘাবড়ে যাবে, ভাববে, এর মধ্যে গভীর কোন রহস্য ও তাৎপর্য আছে। সেটাই আমি চাই।' রানার কাঁধে টোকা মারল পপকিন। 'সাধারণ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট সাথে নেবে তুমি—থিয়োডলাইট ইত্যাদি

এবং এমন আচরণ করবে, কি যেন খুঁজে বের করতে চাইছ। ঠিক কি বলছি, বুঝছ তো?'

'গুপ্তধন জাতীয় কিছু খুঁজছি।'

'ঠিক। কেভোতে একদিন থাকবে তোমরা। দক্ষিণ দিকে, সোম-পিয়োর নেচার পার্কে যাবে। ওখানেও তুমি এই আচরণ করবে। অভিনয়টা চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না আমার ডাক পাও।'

'কিভাবে ডেকে পাঠাবেন আমাদের?' প্রশ্ন করল রানা।

'ভুয়োটসো নামে ওখানে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে,' বলল পপ-কিন। 'পোস্ট অফিসে মাঝে মাঝে খোঁজ নেবে তোমরা। এদিকের কাজ শেষ হলেই আমি একটা টেলিগ্রাম পাঠাব।'

'আর একটু পরিষ্কার বুঝতে চাই,' বলল রানা। 'ফিলাতভ কিছু একটা খুঁজছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোন্ নেচার পার্কে আছে তা তার জানা নেই, এবং যা খুঁজছে তা মাটির নিচে পোঁতা আছে, সূত্র বলতে তার জানা আছে কিছু ল্যাণ্ডমার্ক, সেজন্যেই থিয়োডলাইটের সাহায্যে কোণ মাপামাপির চেষ্টা করছে সে—এই তো ব্যাপারটা?'

'হুবহু,' বলল পপকিন। 'কিন্তু আসলে ওই পার্কগুলোর নিচে কিছুই পোঁতা নেই। কিন্তু সেটা যেন তোমার আচরণে কোনমতে প্রকাশ না পায়। একটা নকশাও তৈরি করে রেখেছি আমি শত্রু-দেরকে ভাঁওতা দেবার জন্যে।'

'মাত্র একটা?' ভুরু কুঁচকে বলল রানা।

তোমার কোন সাজেশন আছে?'

'যদি কারও হাতে ধরা পড়ি, নকশাটা ওরা চাইবে, তাই না?'

'প্রথমে রাজি হবে না, কিন্তু তারপর ওদের হুমকি শুনে ভয় পেয়ে দিয়ে দেবে।'

'কিন্তু দিলেও ওরা বলবে, এটা আসল নকশা নয়।'

'হুঁ,' বলল পপকিন। 'তাহলে একটু অদলবদল করে আরেকটা নকশা তৈরি করাতে হয়।'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'আরও কয়েকটার দরকার। শত্রুপক্ষ তো আর একটা নয়। ভাল কথা, মোট ক'টা দল ওরা?'

'মার্কিন, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান এবং কানাডিয়ান—এই পাঁচটা সম্পর্কে আমি শিওর, আরো গোটা কয়েক দল আছে। সব মিলিয়ে দশটাও হতে পারে। কিন্তু এতে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। তোমাকে ওরা...

'ভয় পাচ্ছি তা কে বলল? তবে, কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'গো অ্যাহেড।'

'ধরুন কোন দলের হাতে ধরা পড়েছি, নকশা পেয়েও ওরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না, আমাকে সাথে নিয়ে মাটি খুঁড়তে চাইছে—কি করব তখন?'

'অগত্যা ওদের সাথে থাকবে।'

'তারপর?' বলল রানা।' শেষ পর্যন্ত তো ওরা কিছুই পাবে না। না পেয়ে যদি...'

হাসল পপকিন। 'একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, রানা। আমাদের কাছে তুমি মহামূল্যবান একটা রত্ন। কোন দল তোমাকে ছিনতাই করে বেশিক্ষণ রাখতে পারবে না। সংকটনের নেতৃত্বে ওরা সবাই তোমাকে উদ্ধার করবে।'

খুশি হল রানা। বলল, 'যাক, এদিকের দুশ্চিন্তা গেল। আরেকটা প্রশ্ন। ধরুন, হিসেবে ভুল হয়েছে আমাদের, ওরা আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা না করে খুন করার চেষ্টা করছে—এই অবস্থায় কি করব আমি?'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড রানাকে দেখল পপকিন। 'না, রানা। হিসেবে ভুল হতে পারে না পৃথিবীর সব সোনার খনির যা দাম, তার চেয়েও বেশি দাম ওদের কাছে ফিলাতভের। তাকে ওরা খুন করবে না।'

'তা জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু ওরা ফিলাতভকে নয়, মাসুদ রানাকে যদি খুন করতে চায়?'

চোখ কপালে তুলে পপকিন বলল 'বলতে চাইছ, তোমার পরিচয় যদি জেনে ফেলে...?'

'হ্যাঁ। ভুল তো মানুষেরই হয়, আমি তো আর ফেরেশতা নই।'

হাসল পপকিন। 'তোমার সাথে এত লোককে পাঠাচ্ছি তো সে কথা ভেবেই। যদি ভুল কর, তোমাকে ওরা রক্ষা করবে। আবার বলছি, তুমি আমাদের মহামূল্যবান একটা সম্পদ, রানা। তোমাকে হারাবার ঝুঁকি নিতে পারি না। যে কোন হামলা থেকে ওরা তোমাকে রক্ষা করবে।'

'গুড,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল রানা। হঠাৎ খাদে নেমে গেল ওর কণ্ঠস্বর, পপকিনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বলল, 'আরও কিছু গোপন প্রশ্ন আছে আমার কারও সামনে সেসব আমি জিজ্ঞেস করতে চাই না।'

চোখের ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলল পপকিন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সকলে। দরজা খুলে জুলি ছাড়া সবাই বেরিয়ে গেল করিডোরে। পাশের কামরায় লরেলির কাছে গেল জুলি।

'কি, রানা?'

'আমার অভিনয়ের ওপর নির্ভর করছে গোটা অপারেশন,' বলল রানা। 'ডক্টর ফিলাতভ এবং আপনার নিরাপত্তাও, ঠিক কিনা?'

'নিশ্চয়।'

'শত্রুরা যদি জানতে পারে আমি ফিলাতভ নই, তাহলে আপনাদের দু'জনের নিরাপত্তা চুরমার হয়ে যাবে।'

'কিন্তু···

'আমার সাথে যাদেরকে পাঠাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কেউ যদি ডাবল ক্রস করে? শত্রুপক্ষরা যদি লোভ দেখিয়ে আসল কথাটা জেনে নেয় ওদের কারও কাছ থেকে···'

'রানা! তোমার কি মাথা খারাপ হল?' আঁতকে উঠে বলল পপকিন। 'ম্যাক, ফেজ, ডন, জলি—এরা জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের অনেক পুরনো এজেন্ট, এদেরকে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি অহেতুক ভয় পাচ্ছ···'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, দেশের স্বার্থটা আমার কাছে সবচেয়ে বড়,' বলল রানা। 'সম্ভাব্য বিপদের কথাটা বললাম শুধু।' ওরা বিশ্বস্ত না হলে এ কাজে ডাকতেন না, জানি, তবু সাবধানের মার নেই, তাই না? তেমন যদি কিছু টের পাই '

'অসম্ভব!' বলল পপকিন। 'এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কেউ থাকতেই পারে না। এদের দেশপ্রেম তোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়, রানা। সন্দেহটা মন থেকে মুছে ফেল। ভুলে যাও। ওরা সবাই দেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।'

হাসল রানা। 'ভেরি গুড! এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম আপনার মুখ থেকে। আর কোন দুশ্চিন্তা নেই আমার।'

'আর কোন প্রশ্ন?'

'আচ্ছা, আমরা তো চলে যাচ্ছি, এ সময়টা আপনি কি করবেন?'

পপকিনের মুখ দেখে রানার মনে হল, প্রশ্নের উত্তরটা দিতে রাজি নয় সে। কিন্তু পপকিন সহজ গলায় বলল, 'ফিলাতভ এসে

পৌছুলেই ওকে নিয়ে আমি রওনা হব সভেটোগোরস্কে। মাটি খুঁড়তে। বর্ডারের দিকে ইতিমধ্যে দু'জন লোককে পাঠিয়ে দিয়েছি, তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছে।'

'ফিলাতভ আর আপনি?' বিস্মিত দেখাল রানাকে। 'সাথে আর কেউ থাকবে না?'

'দরকার কি? কেউ জানছেই না আমরা কে, কোথায় যাচ্ছি।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা।

'কি ভাবছ?'

'ফিলাতভ···ওর সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, নিতান্তই ভীতু-প্রকৃতির, দুর্বল এক লোক। কতটুকু সাহায্য করতে পারবে আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, ওর কাছ থেকে যা জানার জেনে নিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে গেলেই বোধহয় ভাল হত। এ ধরনের কাজের উপযুক্ত লোক বিজ্ঞানী ফিলাতভ নন। কেন যেন খুঁতখুঁত করছে মনটা। মনে হচ্ছে, দায়িত্বটা আমি নিলেই ভাল হত।'

'তাহলে ডাইভারশানে পাঠাব কাকে?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো। 'আরে, কথাটা তো মনেই পড়েনি আগে। আসল ফিলাতভকে ডাইভারশনে পাঠিয়ে দেয়া যাক। আপনার সাথে আমি যাই, কি বলেন?'

অবিশ্বাসভরা চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল পপকিন। এমন একটা প্রস্তাব দিয়ে হকচকিয়ে দেবে তাকে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি সে। ব্যাটার বুদ্ধির নাগাল পাওয়া সম্ভবই নয়. ভাবছে মনে মনে। 'ওয়াণ্ডারফুল আইডিয়া!' মনের রাগ মনে চেপে রেখে উৎফুল্ল ভাব দেখাল পপকিন। পরমুহূর্তে ঝাঁঝের সাথে বলল,

'কিন্তু কি জান, পরিকল্পনাটা আমার নয়। হেড কোয়ার্টারে যারা আমার বস, এটি তাদের কীর্তি। দেখা যাচ্ছে, তুমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিসুদ্ধি রাখ।' হাসল সে। 'ভবিষ্যদ্বাণী করছি, খুব দ্রুত আরও উন্নতি করবে তুমি।' সকৌতুকে চোখ মটকাল, 'এক-দিন হয়ত দেখা যাবে তুমিই আমার বস হয়ে বসেছ।'

'দোয়া করবেন,' সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল রানা।

দুই

কোথায় কান্না, কোথায় কি, রানার হাত ধরে সম্পূর্ণ অন্য এক মেয়ে হয়ে বেরিয়ে এল থিয়েটার থেকে লরেলি। 'জান আব্বু, রানার কাঁধে থুতনি রেখে আড়চোখে তাকাল ওর মুখের দিকে, 'তুমি সত্যি যদি আমার আব্বু হতে, বড় ভাল হত।'

মৃদু একটা চাঁটি মারল রানা লরেলির মাথার পিছনে। 'ফের?'

'না, মন খারাপ করে বলছি না,' লরেলি হাসছে। 'তোমাকে তো কথাই দিয়ে ফেলেছি, মন খারাপ করব না। বাপ, আমার যত যাই হোক, আফটার অল জন্মদাতা। যেটা সত্য তাকে আমার মেনে নিতেই হবে—তোমার এই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। কিন্তু...'

'সবচেয়ে খুশি হব আমি তাহলে,' বলল রানা। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে

আছে ওরা। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা একমাত্র ট্যাক্সির ড্রাই-ভারের উদ্দেশে হাত নাড়ল ও। জুনেস্কি আগেই জানিয়ে দিয়েছে ওকে, ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করবে ওদের জন্যেই।

হোটেলে ফিরল ওরা। এগারোটা বাজে। করিডোর ধরে লবির দিকে যাচ্ছে। কয়েকটা দোকান এখনও খোলা, সম্ভবত সারারাতই খোলা থাকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। মুচকি হেসে জুয়েলারী শপের শো-কেসের দিকে আঙ্গুল তুলল, 'ওটা, ওই যে হীরে বসান আঙটিটা কেমন মানাবে ভাবছি।'

'ও! ডুবে ডুবে পানি খাওয়া হচ্ছিল অ্যাদ্দিন!' লরেলি কপট রাগে চোখ পাকাল, ছু'কোমরে হাত রাখল। দাঁড়াও, জুলিকে সামনে পেয়ে নিই...'

হাসিটা দমন করে লরেলির একটা হাত ধরে দোকানে ঢুকল রানা। লরেলি নিজেই সেলসম্যানকে ডেকে দেখতে চাইল আঙ-টিটা। হাতে নিয়ে কত ভাবেই না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করছে। কিন্তু দাম শুনে মুখটা ম্লান হয়ে গেল, তাকাল রানার দিকে, 'এত দাম? নয়শো পাউণ্ড!'

কথা না বলে ক্রেডিট কার্ড বের করে দাম চুকিয়ে দিল রানা। বাক্সটা নিল লরেলির হাত থেকে। খুলল। আঙটিটা বের করল। তারপর লরেলির বাঁ হাত ধরে অনামিকায় পরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তোমার জন্মদিনের উপহার।'

স্তম্ভিত হয়ে গেছে লরেলি। ঠোঁট ছুটো ফাঁক হয়ে গেছে। অবি-শ্বাসে চোখ ছুটো বিস্ফারিত।

'আব্ব, তুমি...ঠাট্টা করছ?'

সেলসম্যানের কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে থেকে টেনে সরিয়ে আনল

রানা লরেলিকে। লবিতে পৌঁছুল ওরা। হঠাৎ দাঁড়াল লরেলি। রানার দুই কাঁধে হাত রেখে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হল। চুমু খেল ওর কপালে। 'তোমার এই উপহার আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে, আব্বু!'

'আর কিছু বলে লজ্জা দিয়ো না,' এলিভেটরের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'চল। তোমার কামরায় পৌঁছে দিয়ে আসি। কত রাত হয়েছে খেয়াল আছে? ঘুমুতে হবে না?'

লিফটের দিকে রানাকে নিয়ে এগোল লরেলি। আনন্দ উপচে পড়ছে চোখ মুখ থেকে। 'আহা! তুমি যেন বিশ্বাস করছ আজ আমার ঘুম আসবে!'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল রানা।

চারতলায় পৌঁছে এলিভেটর থেকে নামল ওরা। করিডোর ধরে এগোল, বাঁক নিল। তারপর থামল লরেলির কামরার সামনে। হাতব্যাগ খুলে চাবি বের করল লরেলি। তালা খুলল। কবাট খুলল। অন্ধকার কামরায় ঢুকে আলো জ্বালল। 'ঢুকবে না ভেতরে? আমার হাতের এক কাপ কফি খেতে চাও না?'

'ওটা কাল সকালের জন্যে পাওনা থাকুক, কেমন?' বলল রানা। 'আর হ্যাঁ, শোন লরেলি, কাল সকালে যদি চোখের কোণে কালি দেখি, এমন রাগ করব...'

'আচ্ছা, আচ্ছা—এক্ষুণি ঘুমুতে যাচ্ছি আমি,' খুব জোর দিয়ে বলল লরেলি। রানা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেখে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিল দরজাটা সে।

থমকে দাঁড়াল রানা। ঘুরল। দু'পা এগিয়ে ফিরে এসে বন্ধ দরজার গায়ে কান ঠেকাল। দ্রুত ম্লান, গম্ভীর হয়ে উঠল ওর মুখের

চেহারা। যা সন্দেহ করেছিল, তাই।

অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়েছে লরেলি। ফোঁপাচ্ছে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ভুরু কুঁচকে ভাবছে। কাঁধ ঝাঁকাল অসহায়ভাবে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল করিডোর ধরে। বাঁক নেবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার পিছন ফিরে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। মেয়েটার জন্যে ব্যথায় টনটন করছে বুকটা। যদি সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারত স্নেহ-কাঙাল নিষ্পাপ মেয়েটার!

এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে ও। মেয়েটার কথা মন থেকে সরাতে পারছে না। এই ক'দিনের মধুর স্মৃতি ভবিষ্যৎ জীবনটাকে আরও দুর্বিষহ করে তুলবে বেচারার, কোন সন্দেহ নেই। আবার কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কি করার আছে ওর! সবই মেয়েটার ভাগ্য! বোতাম টিপলো এলিভেটরের।

একটু অন্যমনস্ক ছিল বলেই আধ সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল ওর, এই সুযোগেই জিতে গেল গরিলাটা।

এলিভেটরের দরজা খুলে যাচ্ছে, এমন সময় মুখ তুলল রানা। রিভলভারের বাঁটটা বিদ্যুৎবেগে নেমে আসছে, দেখে মাথাটা সরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না ও। প্রকাণ্ড লোকটাকে ও দেখতেই পায়নি।

চাঁদিতে পড়ল আঘাতটা। দরজা টপকে বেরিয়ে এসে খালি লোমশ হাতটা দিয়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল লোকটা। অচেতন রানাকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করল। রিভলভারটা দ্রুত পকেটে চালান করে দিয়ে করিডোরের এদিক-ওদিক এবং সামনেটা দেখে নিল চট করে, তারপর দু'হাত দিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে কাঁধে তুলে নিল শরীরটা। নিঃশব্দ পায়ে দশ কদম এগোল, থামল একটা দরজার সামনে, হাঁটু ভাঁজ করে মৃদু ধাক্কা মারতেই দু'ফাঁক হয়ে গেল

কবাট দুটো। অন্ধকার কামরায় ঢুকে পড়ল লোকটা রানাকে নিয়ে। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ভিতর থেকে।

রাত এগারোটা সাত মিনিট। ইসরায়েলি দূতাবাস। কার্ল পপ-কিনের সাউণ্ড-প্রুফ চেম্বার। টপ্ সিক্রেট মিটিং চলছে।

'রানাকে নিয়ে স্টকটন রওনা হয়ে যাচ্ছে সম্ভবত আগামীকাল। ওদের সাথে জুলি, ডন এবং ফেজ থাকছে।' চুরুট থেকে মুখ তুলে জুনেস্কির দিকে তাকাল পপকিন। 'তুমি এবং টিটো ওদেরকে অনুসরণ করবে। শত্রুরা তোমাদেরকে দেখবে, তোমাদের সম্পর্কে খোঁজ নেবে, জানবে তোমরাও একটা প্রতিদ্বন্দ্বী দল।' ব্রীফকেস খুলে কয়েকটা পাসপোর্ট, এবং পরিচয়পত্র বের করল সে। বাড়িয়ে দিল জুনেস্কির দিকে। 'তোমার আর টিটোর পাসপোর্ট। তোমরা অ্যারাবিয়ান ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট।'

গতকাল ছদ্মবেশ পরা অবস্থায় যে ফটো তোলা হয়েছে জুনেস্কি আর টিটোর, পাসপোর্টে সেই ফটোই রয়েছে। খুঁটিয়ে সব দেখল জুনেস্কি, তারপর সেগুলো ঠেলে দিল পাশে বসা টিটোর সামনে।

পাকান দড়ির মত শরীর টিটোর, ছয় ফিটের মত লম্বা। ওর সবচেয়ে বড় কুখ্যাতি, দু'হাত চাপড়ে মশা মারার মত মানুষ মারতে ওস্তাদ। টেলিস্কোপ লাগান রাইফেল হাতে থাকলে রেঞ্জের মধ্যে যে কোন টার্গেটের নির্দিষ্ট বিন্দু ফুটো করে দিতে পারে। বোকা বোকা চেহারা, সব সময় একটু হাসছে। আজ সকালেই এসে পৌঁছেচে তেলআবিব থেকে।

'খুনটা ঠিক কখন করব আমরা?' জানতে চাইল জুনেস্কি। 'আসল ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে কাজটা সারতে আপনার ক'দিন

লাগবে ?'

'তিন দিন,' বলল পপকিন। 'কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই তিনটে দিন অপচয় করবে তোমরা। এর মধ্যে সুযোগ এবং পরিবেশ যদি পাও, কাজটা সেরে ফেলবে। তবে, এই সময় রানাকে শুধু খুন করলেই চলবে না, সেই সাথে শত্রুদের ক'টা দলকে কৌশলে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে ফিলাতভ খুন হল তাদেরই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাতে।'

একটু বিরতি নিল পপকিন। চেহারাটা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। চৌকো মুখে দয়াধর্মের কোন ছাপ নেই এখন। 'তিন দিনের মধ্যে সুযোগ যদি না পাও, তারপর আর পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই, সোজাসুজি গুলি করে মেরে ফেলবে ওকে। তোমাদের হাতে ওকে খুন হয়ে যেতে দেখে কে কি ভাবল না ভাবল তাতে তখন আর আমাদের কিছু এসে যায় না। এই নির্দেশ স্টকটন, ডন এবং ফেজকেও দেয়া হয়েছে।'

'জুলিকে ?'

'ওকে এসব কিছুই জানান হয়নি,' বলল পপকিন। 'রানার সাথে ইমোশন্যালি ইনভলভড্ সে। তবে, ওকে বলে দেয়া হয়েছে, স্টকটনই আসলে দলনেতা। রানার নির্দেশ মানার ভান করবে সে, কিন্তু অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করবে না।'

'স্টকটনের সাথে যোগাযোগ রাখব আমরা?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'খুব জরুরী প্রয়োজন ছাড়া যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না ওর সাথে। তোমার ম্যাকের মাধ্যমে খবর নেবে। ভীষণ চতুর রানা, তোমার সাথে খবর বিনিময় করতে গেলে ওর চোখে ধরা পড়ে যাবে স্টকটন।' বিরতি নিয়ে চুরুটে ঘন ঘন টান দিল পপকিন।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'রওনা হবার তিন দিনের মধ্যেই পথে বা কেন্ডো ক্যাম্পে পৌঁছুবার পর চারদিক থেকে ওদের দলটাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো, এদের আশেপাশে তোমরাও থাকবে। সবাই যখন রানাকে কিডন্যাপ করার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে, তোমরাও যেন তাই করতে চাইছ, এই ভান করবে। প্রথম সুযোগেই টিটোকে দিয়ে গুলি করাবে। একটার বেশি গুলি যেন না হয়। শত্রুদের চোখে ব্যাপারটা এইভাবে ধরা চাইঃ তোমরা ফিলাতভের গার্ডকে আহত করতে চেয়েছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ গুলি লেগেছে ফিলাতভের মাথায়। ওদিকে, দলের ভেতর থেকে স্টকটন, ডন এবং ফেজ সন্দেহের উদ্রেক করবে না এমন পরি-বেশ পেলে প্রথম সুযোগেই ঝামেলা চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। পরিষ্কার?'

'জ্বী,' বলল জুনেস্কি। উঠে দাঁড়াতে গেল সে, কিন্তু পপকিন হাত নেড়ে ক্ষান্ত করল তাকে।

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও, চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে পপকিন। 'খুন তো হল, তারপর?'

'তাই তো!' বলল জুনেস্কি। 'লাশের কি হবে?'

'রানা খুন হওয়া মাত্র অ্যারাবিয়ান পক্ষ অর্থাৎ তোমরা দ্রুত সরে আসবে এলাকা থেকে, বাতাসে মিলিয়ে যাবে,' শান্ত, স্থির কণ্ঠ-স্বর পপকিনের, যেন খোশ গল্প করছে। 'লোক দেখান কান্নাকাটি, গোস্যা, শোক—এসব দেখাবার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্টকটনকে। ওদের আসল কাজ শুরু এখান থেকেই। লাশটা ছিনতাই হবার সম্ভাবনা প্রচুর। যে-কোন মূল্যে তা ঠেকাতে হবে।'

'কিন্তু অতগুলো দলকে ঠেকিয়ে রাখা কি সম্ভব...?'

'সবাই লাশটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে তা মনে হয় না,' বলল পপকিন। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। 'খুনটার জন্যে ওরা দায়ী নয়, কর্তৃপক্ষের কাছে সেটা প্রমাণ করার জন্যে কেউ কেউ এ চেষ্টা করতেও পারে। করবেই, এমন কোন মানে নেই। আসল কথা, লাশটা আমাদের দরকার, তাই কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই না।'

'দরকার ?'

'তেলআবিব থেকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে,' বলল পপকিন, 'লাশটা হেডকোয়ার্টারে পাঠাতে হবে। যে কোন মূল্যে।'

'কিন্তু স্টকটন কিভাবে…'

'তোমার কাছ থেকে খবরের অপেক্ষায় থাকব আমরা.' বলল পপকিন। 'অকুস্থল থেকে সরে গিয়ে কাছে পিঠের যে-কোন শহর থেকে টেলিফোন করে খবরটা দিতে পারবে তুমি। লাশটা স্রেফ কড়া পাহারায় আগলে রাখতে হবে স্টকটনকে। সাথে ডন, ফেজ, জুলি থাকছে, বাইরে থাকছে ম্যাক, অসুবিধে হবে না। একটা হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেয়া হবে লাশটা পিক করার জন্যে।'

থামল পপকিন। জুনেস্কি গোটা ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছে। একটু পর মুখ তুলল সে।

'তোমরা রানাকে অনুসরণ করবে,' বলল পপকিন। 'আমার মনে হয় আগামীকালই ওকে রওনা করে দেয়া ভাল।'

অন্ধকারে জ্ঞান ফিরল রানার। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা, কিছু ভাবতে পারছে না। মাথার পিছনে নরম কিছু একটা রয়েছে। বালিশ? হতে পারে। মাথাটা এপাশ-ওপাশ করল। ধীরে ধীরে হালকা হচ্ছে মাথাটা। ব্যথা কমে আসছে।

একটা বিছানায় শুয়ে আছে ও। হাত দুটো নাড়তে গিয়ে ধাতব শব্দ পেল। ধক করে উঠল বুক। এক পলকে মনে পড়ে গেল সব কথা। লিফটের দরজা খুলে যাচ্ছিল, এমন সময় ভেতর থেকে কেউ আক্রমণ করেছিল ওকে। লোকটাকে দেখেনি ও।

হাত দুটো তলপেটের উপর পড়ে আছে। ডান হাতটা তুলতে যাচ্ছে, আবার সেই ধাতব শব্দ, সেই সাথে টান পড়ল বাঁ হাতের কব্জিতে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে রেখেছে কেউ।

নিঃসাড় হয়ে গেল রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এটা একটা কামরা? কামরায় ও একা? কান পেতে কোন শব্দ পেল না। একটা কনুইয়ের উপর শরীরের উপরের অংশের ভর চাপিয়ে মাথাটা তুলল খানিকটা। হাঁটু ভাঁজ করে পা দুটো একটু তুলল। কোন শব্দ নেই। আবার সোজা করল পা দুটো। একটু একটু করে সরাচ্ছে। বিছানা থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল, উঠে বসল ধীরে ধীরে। মাথার ব্যথাটা দপ্ দপ্ করছে।

পা দুটো মুক্ত, সুতরাং অন্তত হাঁটতে কোন বাধা নেই ওর। কিন্তু হেঁটে ও যাবে কোথায়? সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনে। সমতল কি যেন ঠেকল আঙুলের মাথায়। জিনিসটা চৌকো। ছোট্ট একটা বেড সাইড টেবিল।

ধীরে ধীরে মেঝেতে দাঁড়াল ও। অন্ধের মত হাত বাড়াল সামনে। কিছুই ঠেকল না হাতে। এগোল রানা। তৃতীয়বার পা বাড়াতেই কিসের সাথে ধাক্কা খেল হাঁটুর খানিক নিচে। 'উফ্!' মুখ বিকৃত হয়ে গেল ব্যথায়। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছিয়ে এল দ্রুত, বসল বিছানায়। চোট-খাওয়া জায়গাটা ডলছে হাত দিয়ে, হ্যাণ্ডকাফের

সাথে লাগান লোহার শিকলটা বাজছে টুং-টাং।

একটা কোণ থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ ভেসে এল। ঝট্ করে তাকাল রানা। ক্ষীণ একটা আলোর আভাস আরও ফুটতে গিয়েও না ফুটে অন্ধকারের গহ্বরে মুখ লুকাল। ঠিক এক সেকেণ্ড পর ধারাল ছুরির মত চোখে এসে বিঁধল টর্চের তীব্র আলো। অন্ধ হয়ে গেল রানা। চোখ পিটপিট করছে। একটা কণ্ঠস্বর, বাঁকাচোরা ইংরেজি উচ্চারণ ডক্টর ফিলাতভ তাহলে জেগেছেন!'

হাত দুটো তুলে চোখের উপর ছায়া ফেলল রানা।

তীক্ষ্ণ গলায় সাবধান করে দিল লোকটা, 'নড়বেন না। বিছানায় বসে থাকুন।' তারপর, অনেকটা সকৌতুকে জানতে চাইল, 'এবার বলুন, ডক্টর ফিলাতভ, এটা আমার হাতে কি দেখতে পাচ্ছেন?'

ছোট্ট টর্চের সামনে একটা লোমশ হাত দেখতে পাচ্ছে রানা। পিছনের অন্ধকারে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। মস্ত থাবায় নীলচে ইস্পাত চকচক করছে আলোয়। নলের ছোট্ট ফুটোটার ভিতর জমাট অন্ধকার। সামান্য একটু নাড়ল রিভলভারটা। 'কি এটা, ডক্টর ফিলাতভ?' রূঢ় কণ্ঠস্বর।

'কে তুমি?' নিজের কানেই অস্বাভাবিক শান্ত ঠেকল বলার ভঙ্গিটা রানার। 'কি চাও? আমি একজন নিরীহ বিজ্ঞানী, রিভলভার দেখাবার কি মানে?'

মৃদু একটু হাসির শব্দ। গলাটা পরিচিত, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না রানা। লোকটার উচ্চারণ ভঙ্গিটা কৃত্রিম, স্বরটা চিনতে দিতে চাইছে না। 'আপনার শরীরের বাঁ পাশে ক্ষত কেন, ডক্টর ফিলাতভ?'

'তোমার মতই কোন ম্যানিয়াকের কীর্তি ওটা,' বলল রানা। 'নরওয়েতে একদল আরব আমাকে আক্রমণ করেছিল। এখন দেখতে

পাচ্ছি আমেরিকানরাও...

'আমেরিকান ? কে আমেরিকান ?'

'তুমি। তোমার উচ্চারণ ভঙ্গি...'

'কে আমি ?' চাপা কৌতূহলের সাথে প্রশ্ন করল লোকটা।

'চিনতে পারছি না,' সত্যি কথা বলল রানা। 'কিন্তু চেহারাটা লুকিয়ে রাখছ দেখে মনে হচ্ছে তোমাকে আমি চিনি।'

একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পেল রানা, অনেকটা হাঁপ ছাড়ার মত। 'আপনার জন্যে দুঃখ হয়। পদে পদে বিপদে পড়ছেন। তা, হামলার পর খবর দিয়েছিলেন পুলিশে ?'

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ও ? স্টকটন, জুনেস্কি এরা সব করছে কি ? ভাবনাটাকে চেপে রেখে বলল রানা, 'ইসরায়েলি দূতাবাসে দিয়েছিলাম খবর, কিন্তু এসব জেনে তোমার কি দরকার ?'

'নরওয়ের ইসরায়েলি দূতাবাসে কার সাথে দেখা হল আপনার ?'

'জুনেস্কি নামে এক লোক পুলিশ স্টেশন থেকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল...' হঠাৎ থামল রানা। 'যথেষ্ট বলেছি। তোমার আর একটা কথারও জবাব দিচ্ছি না আমি।'

রানার দু'চোখের মাঝখানে রিভলভার তাক করল লোকটা। 'জবাব দেবেন না ?' হাসল সে। 'দেবেন, দেবেন। কার্ল পপকিন কি বলল আপনাকে ?'

'কে ?'

'কার্ল পপকিন। অস্বীকার করবেন না...

'চিনি না।'

'মিথ্যে কথা বলছেন।'

'সত্যটা যদি জানাই থাকে, জিজ্ঞেস করছ কেন তাহলে ? পপকিন

নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'ভুল করছেন আপনি,' বলল লোকটা। 'ওহ্ হো, বলাই হয়নি এখনও! ডক্টর ফিলাতভ, আপনার সবেধন নীলমণি কন্যা, মাঝ-পথে ইচ্ছা করেই চুপ করে গেল লোকটা।

'লরেলি! কোথায় লরেলি? কি···?'

বিকৃত গলায় হাসল লোকটা। 'হ্যাঁ, আপনি যা সন্দেহ করছেন তাই। আপনার মেয়ে এখন আমাদের হাতে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। পেশীগুলোয় টান পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'প্রমাণ কর।'

'জো হুকুম।' উপহাসের সুরে বলল লোকটা। ধীরে ধীরে টর্চের সামনে থেকে নিজের দিকে টেনে নিল রিভলভারটা। টেপ করে রেখেছি কথাগুলো,. শুনলেই বুঝতে পারবেন।' একটা ক্লিক, তার পরই মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল অন্ধকারে। একটা পুরুষের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল রানার।

'এবার বল, তোমার আব্বু ফিনল্যাণ্ডে কি করছেন?'

'ছুটি কাটাতে এসেছেন···' গলার স্বর লরেলির, পরিষ্কার বুঝল রানা। একটু যেন দুর থেকে আসছে তাই অস্পষ্ট. এই যা।

'তাই বলেছেন বুঝি তোমাকে?'

'বলবেন কেন, আমি জানি' গলার আওয়াজেই বোঝা যাচ্ছে, কৌতুক বোধ করছে লরেলি।

'কিন্তু ছুটি কাটাতে এসে থাকলে প্রফেসর ক্যারিয়ানেনের কাছে গেলেন কেন তিনি?'

'আমার দাদু সম্পর্কে কিছু জানার ইচ্ছা ছিল. তাই।'

'কিছু কি?'

দীর্ঘ দশ সেকেণ্ড আর কোন শব্দ নেই। তারপর আবার লোক-টার কর্কশ যান্ত্রিক গলা কানে ঢুকল রানার, 'জবাব দাও, মিস লরেলি। চুপ করে থাকলে লাভ হবে না। তোমার আব্বুর অমঙ্গল হোক, নিশ্চয়ই তা তুমি চাও না। সব প্রশ্নের উত্তর দিলে তোমার বা তোমার আব্বুর কোন ক্ষতি আমরা করব না। কথা দিচ্ছি, তোমা-দেরকে অক্ষত ছেড়ে দেয়া হবে।'

খুট্ করে শব্দের সাথে অচল হয়ে গেল টেপটা।

টর্চের পিছন থেকে বলল লোকটা, 'অক্ষত অবস্থায় আপনা-দেরকে ছেড়ে দেয়া হবে কিনা, তা এখন নির্ভর করছে আপনার ওপর। যা জিজ্ঞেস করব, সঠিক উত্তর দেবেন। কি কি কথাবার্তা হল আপনার সাথে কার্ল পপকিনের?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করায় ধমক দিল শুধু' বলল রানা।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসল লোকটা। 'যাক, স্বীকার করছেন তাহলে।' একটু বিরতি নিয়ে চাপা গলায় হুমকি ছাড়ল সে, 'কিন্তু কচি মেয়ে-টার যদি সর্বনাশ দেখতে না চান, গড় গড় করে বলে ফেলুন ফিন-ল্যাণ্ডে কেন এসেছেন।' রিভলভারটা টর্চের সামনে চলে এল আবার। 'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এমন কিছু নয় ব্যাপারটা। আমরা ফিনিশ সরকারের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'কি জন্যে?'

'একটা ডিফেন্স প্রোজেক্টের ব্যাপারে।'

'সরকারের কার সাথে?'

'ঠিক সরকারের কেউ নয় সে' বলল রানা। মনের ভিতর অজানা একটা উৎস থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে আসছে উত্তরগুলো।

'আর্মিতে চাকরি করে, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের লোক।'

'নাম?'

চুপ করে আছে রানা।

রিভলভারটা নড়ে উঠল। 'নামটা জানতে চাই, ডক্টর ফিলাতভ।'

রানার ঠোঁটের ডগা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল শব্দটা, 'সারিনেন।'

'সারিনেন? সে তো একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট।'

'সে নয়, এ লোক একজন কর্নেল।'

'প্রোজেক্ট সম্পর্কে বলুন।'

একটু ইতস্তত করল রানা। তারপর বলল, 'ইলেকট্রোনিক এসপিয়োনাজ—ইকুইপমেণ্ট ফর মনিটারিং রাশিয়ান ব্রডকাস্টস, স্পেশিয়ালি অন মিলিটারি ওয়েভলেংথ।'

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল লোকটা, তারপর বলল, 'এ কাজ তো আগেই করা হয়ে গেছে আপনার তা অজানা থাকার কথা নয়।

'জানি। কিন্তু আমার পদ্ধতিটা অন্য রকম, আরও উন্নত

'হুঁ। আপনার পদ্ধতিটা কি শোনা যাক। আজেবাজে কিছু বলে বোঝাতে চেষ্টা করবেন না। ধোঁকা দিলে আপনার মেয়ের দাঁত ভাঙব

'একটা অটোমেটিক ডিকোডার আবিষ্কার করেছি আমি,' বলল রানা। কি এক যাদু বলে খুলে যাচ্ছে মাথাটা, অর্থ জানা নেই এমন সব কথা বেরিয়ে আসার জন্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে মনের ভিতর। কেমন যেন আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে। গলা থেকে সড় সড় করে বুক বেয়ে নামছে ঘাম। হঠাৎ আবিষ্কার করল ও, গড় গড় করে বলে যাচ্ছে

এমন সব কথা, যার অর্থ জানা নেই ওর নিজেরই। 'ইটস এ স্টোকাস্টিক প্রসেস এ ডেভেলপমেন্ট অব দ্য মন্টি কার্লো মেথড। দ্য রাশিয়ান আউটপুট ইজ রিপিটেডলি স্যাম্পল্ড অ্যাণ্ড পুট থ্রু এ সিরিজ অব ট্র্যান্সফরমেশন অ্যাট র‍্যাণ্ডম। ইচ ট্র্যান্সফরমেশন ইজ কমপেয়ারড্ উইথ এ স্টোর হেল্ড ইন এ কমপিউটর মেমারি ইফ এ ম্যাচ ইজ মেড এ ট্রি ব্রাঞ্চিং টেকস্ প্লেস লিডিং টু এ ফারদার সেট অব ট্র্যান্সফরমেশনস্। দেয়ার আর এ লট অফ ডেড এণ্ডস্ অ্যাণ্ড ইট নিডস এ বিগ, ফাস্ট কমপিউটর—ভেরি পাওয়ারফুল।'

ঘেমে গোসল হয়ে গেছে রানা। যা বলল মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেনি।

মৃদু বিস্ময় প্রকাশ পেল লোকটার সুরে, 'এটা আপনি আবিষ্কার করেছেন?'

'আমি সার্কিটগুলো নতুনকরে সাজিয়েছি, প্রোগ্রাম তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করেছি।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝছি না। ফিনদের এটা দান করা হচ্ছে কেন?'

'কে বলল দান করছি?' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'ওরাই দিয়েছে আমাদেরকে। বেসিকগুলো ওরাই গড়েছে। ওটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার সুযোগ ওদের নেই, তাই দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছিল।'

'এর মধ্যে প্রফেসর ক্যারিয়ানেন কিভাবে আসছেন? আপনি…'

'থাম' বলল রানা। 'আমার মেয়ের গলাটা আরেকবার শোনাও আমাকে।'

'কেন?' আকাশ থেকে পড়ল লোকটা।

'আমার আদরের…' হঠাৎ থামল রানা, জেদের সুরে বলল, 'ওর কণ্ঠস্বর না শুনে আর একটা কথাও বলব না।

কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থাকল লোকটা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, শুনুন আবার।'

রিভলভারটা টর্চের পিছনে অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেল, শোনা গেল ক্লিক শব্দটা। খানিকটা রি ওয়াইণ্ড করে আবার চালু করে দিল টেপ।

'এবার বল, তোমার আব্বু ফিনল্যাণ্ডে কি করছেন?'

'ছুটি কাটাতে এসেছেন…'

তাই বলেছেন বুঝি তোমাকে?

গভীর মনোযোগের সাথে টেপ করা কথাগুলো শুনছে রানা। কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন দ্রুততা, ভাব এবং অস্পষ্টতা গিলছে যেন গোগ্রাসে। কোলের উপর পড়ে থাকা হাত দুটো তুলল ও, ধীরে ধীরে দু দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। হ্যাণ্ডকাফের শিকলটা টান টান হল।

আমার দাদু সম্পর্কে কিছু জানার ইচ্ছা ছিল তাই।'

'কিন্তু কি?' দশ সেকেণ্ডের বিরতি। 'জবাব দাও, মিস লরেলি। চুপ করে থাকলে লাভ হবে না। তোমার আব্বুর অমঙ্গল হোক, নিশ্চয়ই তা তুমি চাও না? সব প্রশ্নের উত্তর দিলে…'

খাটের নিচে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে পা দুটোর চারভাগের এক ভাগ মেঝেতে ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। আঙুল আর পাতার উপর ভর দিয়ে, উরুর সবটুকু শক্তির সাহায্য নিয়ে লাফ দিল সে ক্যাঙারুর মত, বিদ্যুৎ বেগে। দু'দিকে প্রসারিত দুই হাত, লোকটার দুই কান ধরতে চাইছে যেন। দুই হ্যাণ্ডকাফের মাঝখানের শিকলটা দু'দিকের টানে লোহার রডের মত শক্ত হয়ে আছে। লোকটার কণ্ঠনালীর

ওপর রুলারের প্রচণ্ড একটা বাড়ির মত আঘাত পড়ল।

টেপ রেকর্ডার আর টর্চ, দুটোই পড়ে গেল মেঝেতে। টর্চটা গড়াচ্ছে, কামরার নানান দিকে কিম্ভুতকিমাকার ছায়া আর আলোর প্যাঁচ লেগে গেছে। মাথাটা পিছন দিকে সরে গেছে লোকটার। প্রকাণ্ড শরীর, দাঁড়িয়ে আছে এখনও নিজের জায়গায়। মুখে মুখোশ। তার দুই কানের উপর রানার দুটো হাত, ফুলে উঠেছে পেশীগুলো। লোকটার গলায় চেপে বসেছে শিকলটা। টর্চের আবছা আলোয় চকচকে রিভলভারের নলটা দেখতে পেল রানা। পকেট থেকে বের করে ফেলেছে, তুলে আনছে রানার মুখের দিকে।

রানার বাঁ দিকের চোয়ালে নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপতে যাবে লোকটা, উন্মত্ত দ্রুততার সাথে ওর কব্জিটা ধরে ফেলল রানা। মস্ত এক রাম ধাক্কা দিয়ে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল নিজের হাতটাকে, লোকটার ডান কানের উপর। রিভলভারটা এখনও ধরে আছে সে, নলটা নিজের মাথার পাশে ঠেকে আছে।

আঘাতটা এল অপ্রত্যাশিতভাবে। তলপেটে বাঁ-হাতি একটা ঘুসি খেল রানা। ঠিক এই সময় কানের পাশে গ্রেনেড ফাটার মত প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল, সেই সাথে চোখ ধাঁধানো অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলক।

রিভলভার ছেড়ে দিয়ে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। খুন হয়ে গেল নাকি? রিভলভারটার দিকে ডাইভ দিয়ে ভাবল রানা। পর-মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা, স্যাৎ করে এক পাশে খানিক-টা সরে গিয়েই দরজা খুলে বেরিয়ে গেল করিডোরে।

রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে রানা, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টেপ-রেকর্ডার থেকে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে আসছে এখনও ছুটে গিয়ে দরজা খুলে করিডোরে বেরোল রানা। থামল। কেউ

নেই। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে একটা পায়ের আওয়াজ। এখুনি লোকজন ছুটে আসবে, কেটে পড়া উচিত, ভাবতে ভাবতে এলিভে-টরের দিকে ছুটল ও। পিছন থেকে জুলির গলা পাচ্ছে ও, 'লরেলি, এ তোমার অন্যায় আচরণ! এসব কথা শুনলে কি বলবে আন্তন?'

শব্দগুলোই শুধু ঢুকল কানে, অর্থটা যে কি, তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই রানার। এলিভেটরে ঢুকে বোতামে চাপ দিল ও। তিন তালায় নেমে বাইরে বেরুল। ফাঁকা করিডোর। নিজের কামরায় ঢুকে একটা হাঁফ ছাড়ল। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এগোল টেলি-ফোনের দিকে।

কপালে উঠে গেল পপকিনের চোখ। টেবিলে চাপড় মেরে সবিস্ময়ে বলল, 'অবিশ্বাস্য!'

'তাই ঘটেছে,' মৃদু গলায় বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্টকটনের দিকে তাকাল, 'ওকে জিজ্ঞেস করুন, ডজনখানেক লোককে নিয়ে কি করছিল তখন, কোথায় ছিল?'

কটমট করে স্টকটনের দিকে তাকাল পপকিন।

'মিস লরেলিকে নিয়ে ডক্টর ফিলাতভ চারতলায় উঠে যান,' এতটুকু না ঘাবড়ে বলল স্টকটন, 'মেয়েকে পৌঁছে দিয়েই নেমে আস-বেন মনে করে আমরা কেউ আর চারতলায় উঠিনি।'

'কিন্তু ওঁর নামতে দেরি হচ্ছে দেখেও হুঁশ হল না তোমাদের?' রাগের মাথায় টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বসল পপকিন। পরমুহূর্তে মুখ বিকৃত করল ব্যথায়।

'করার কিছু ছিল না আমাদের,' বলল স্টকটন। 'তিন তালায় তখন চারটে দলকে সামলাতে আমরা ব্যস্ত সিঁড়ি, এলিভেটর, পানির পাইপ এবং চিমনি, এই চার চারটে পথ ধরে ডক্টর ফিলাতভের কামরার দিকে এগিয়ে আসছিল ওরা।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল পপকিন।

মুচকি হাসল স্টকটন। 'চিন্তার কিছু নেই। সব ক'টা লেজ তুলে পালিয়েছে।

রানার দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল পপকিন। 'ডিকোডার সম্পর্কে ঠিক কি বলেছ লোকটাকে রিপিট করতে পারবে তুমি, রানা?'

'ইটস এ স্টোক্যাস্টিক প্রসেস—এ ডেভেলপমেণ্ট অফ দা মন্টি কার্লো মেথড। দ্য রাশিয়ান আউটপুট...গড় গড় করে সবটা মুখস্থ আওড়ে গেল রানা।

চৌকো মুখটা ঝুলে পড়ল পপকিনের। কিছু বলতে গিয়ে থামল, ঢোক গিলল একটা। চেহারায় গাম্ভীর্য এনে বলল, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' অসহায় ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কোত্থেকে বেরুচ্ছে এসব কথা? স্টোক্যাস্টিক মানে কি তাই আমি জানি না।'

ধীরেসুস্থে একটা চুরুটে আগুন ধরাল পপকিন। 'মানে জান না, বলছ?' মৃদু হাসল সে। 'তাহলে ধরে নিতে হবে, তোমার মানে জানাবার দরকার আছে বলে মনে করেনি হেডকোয়ার্টার।'

'হেডকোয়ার্টার?'

'ওখানেই তোমাকে পোস্ট হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হয়েছে,' বলল পপকিন। 'যাতে এ-ধরনের বিপদে পড়লে কথাগুলো আবৃত্তি করে শত্রুদেরকে ধোঁকা দিতে পার। দেখা যাচ্ছে, কাজে লেগে গেছে কৌশলটা।'

একটু শান্ত হল রানা। চেয়ারে হেলান দিল। 'আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম…'

'ঘাবড়াবারই কথা,' বলল পপকিন। 'কিছুই জানা নেই অথচ গড় গড় করে বেরিয়ে আসছে টেকনিক্যাল সব কথাবার্তা মনের ভিতর থেকে…আর কেউ হলে বোধহয় জ্ঞান হারাত।' একটু বিরতি নিল সে, 'লোকটা তোমাকে ফিলাতভ বলেই মনে করেছে তাহলে?'

'কোন সন্দেহ প্রকাশ করেনি।'

'ঝাঁপিয়ে পড়লে কি মনে করে? একে-খালি হাত, তার ওপর হাতকড়া লাগান গুলি লাগবে এই ভয় হয়নি তোমার?'

'রিভলভারটা তখন ওর হাতে ছিল না,' বলল রানা। 'রেকর্ডারটা ছিল। হঠাৎ বুঝলাম, রেকর্ডিংটা খাঁটি নয়, জাল। শেষ দিকের হুমকিটার সুর অন্যরকম—এ ডেড সাউণ্ড। কথাবার্তার বাকি অংশ সাদামাটা, স্বাভাবিক পরিবেশেও এটা টেপ করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে হল। খটকা লাগল, বুঝলাম, ওদের হাতে নেই লরেলি এরপর চুপ করে বসে থাকার আর কোন মানে হয়?'

'হয় না,' গম্ভীরভাবে বলল পপকিন। 'তোমার যুক্তির সাথে

আমি একমত।' রানার পাশে বসা জুনেস্কির দিকে তাকাল সে। জুনেস্কি চুপচাপ বসে পেপার ওয়েট নাড়াচাড়া করছে। এখন পর্যন্ত কোন কথা বলেনি সে। 'শুনছ তো, জুনেস্কি?' বলল পপকিন। 'রানার যোগ্যতা কতটুকু, বুঝে নাও। প্রতিটি কাজের পিছনে অখণ্ড যুক্তি রয়েছে ওর। প্রথমে বুদ্ধি দিয়ে আসল ব্যাপার জেনে নিচ্ছে নিখুঁত ভাবে, তারপর ঝুঁকি নিয়ে ঘোলাপানি খাওয়াচ্ছে অস্ত্রধারী শত্রুকে। ঝুঁকি বটে, কিন্তু তা নিচ্ছে সব দিক বিবেচনা করে। একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল সে, 'আমি এত কথা বলছি শুধু একটি

কারণে, দেখে অন্তত শিক্ষা গ্রহণ কর, সাবধান হও। তাহলে ব্যর্থতা এড়িয়ে যেতে পারবে।'

'জুলির গলাও পেয়েছি আমি টেপে,' বলল রানা। 'রাগ করছিল লরেলির ওপর।'

'এটা গতকালের ঘটনা। হোটেলের লাউঞ্জে ছিল লরেলি, এমন সময় ওর টেবিলে এক লোক এসে বসে। এটা সেটা নানান প্রশ্ন করছিল সে। টেপে তারই গলা শুনেছ তুমি। কাছেপিঠে ছিল জুলি, সে এসে পড়ায় লোকটা কেটে পড়ে। টেপ রেকর্ডারটা নিশ্চয়ই টেবিলেরই কোথাও লুকান ছিল। কিন্তু লরেলি বা জুলি তা জানতে পারেনি। লোকটা পরে সেটা উদ্ধার করে জায়গা বুঝে ধমকের সুরে টেপ করেছে কিছু কথা। সবই বোঝা যাচ্ছে এখন। যাই হোক, জুলিকে দেখে লোকটা কেটে পড়ার পর লরেলি ঝগড়া বাধিয়ে বসে জুলির সাথে। তোমার সাথে জুলির সম্পর্ক নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিল সে। সে-প্রসঙ্গেই রাগ করে থাকবে জুলি। টেপ রেকর্ডারটা তখনও ছিল ওখানে কোথাও, ওদের ঝগড়াটাও তাই টেপ হয়ে গেছে।'

'যা ঘটেছে, লরেলি জানে।'

রিস্টওয়াচ দেখল পপকিন। 'সকাল ছ'টা। এখন ও ঘুমাচ্ছে। না, ওকে এসব জানাবার দরকার নেই। এবার, রানা, লোকটার চেহারার বর্ণনা।'

'জানি না। অন্ধকারে দেখার সুযোগ পাইনি। ঝাঁপিয়ে পড়ার পর অনুভব করলাম মুখে কাপড়ের মুখোশ পরে আছে। কিন্তু ...' কণ্ঠস্বরে সন্দেহের ভাব, কথা শেষ না করে থেমে গেল রানা।

'থামলে কেন?' উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বলল পপকিন, 'বল।'

‘গলার আওয়াজটা পরিচিত মনে হয়েছে,’ বলল রানা। ‘অন্য রকম করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু ধরা পড়ে গেছে আমার কানে। উচ্চারণ ভঙ্গিটা আমেরিকান।’

এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কয়েক ডজন প্রশ্ন করল পপকিন। শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে বলল রানা, ‘বাদ দিন। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। লোকটাকে চিনতে পারিনি, ব্যাস।’

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পপকিন। ‘ঠিক আছে, লম্বা ঘুম দাও। তোমাদের রওনা হবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি।’

রানাকে বিছানায় রেখে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এলিভেটরে চড়ে পপকিন বলল, ‘এ লোক ফিলাতভ নয়, তা আমরা জানি। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, এ লোক মাসুদ রানাও নয়।’

‘কি!’ জুনেস্কি বিষম খেল।

পপকিন গম্ভীর। ‘আমার ধারণা, আসলে ও ক্লার্ক ফেল্ট।’

‘অ্যাঁ!’ গলার আওয়াজ বিকৃত জুনেস্কির। ‘সে আবার কে?’

‘সুপারম্যান।’ বলল পপকিন।

তিন

বাঁকের কাছে ল্যাণ্ডরোভারের স্পীড কমাল রানা। পাশে বসা স্টকটনের দিকে তাকাল। বলল, ‘সামনে বোধহয় মোড় নিতে হবে। ম্যাপটা চেক কর।’

উরুর উপর থেকে ম্যাপটা তুলল স্টকটন। 'হ্যাঁ। এইমাত্র আমরা কামানেন পেরিয়ে এসেছি। এই সাইড রোডের শেষ দিকে কেভো-ক্যাম্প। আশি কিলোমিটার।' রিস্টওয়াচ দেখল সে। 'রাত আটটা দশটার মধ্যে পৌছুবার কথা। পারব ?'

বাঁক নিল গাড়ি। ঝাঁকি খাচ্ছে। হেলে পড়ছে এপাশে-ওপাশে। সামনে চোখ রানার। খানাখন্দ দেখে অনবরত হুইল ঘোরাচ্ছে। ক্রমশ উঠে গেছে রাস্তাটা তারপর আবার নেমে গেছে, কঠিন পাথুরে চড়াই-উৎরাইয়ের উপর দিয়ে সর্পিল ভঙ্গীতে গোটা পথটা এগিয়ে গেছে। দু'পাশে কখনও লম্বা লেক, কখনও বনভূমি, কখনও শুধু নির্জন প্রান্তর। 'আজ আর পৌছুতে পারব না,' বলল ও। 'এটা একটা রাস্তা নাকি !'

মাঝখানের সীট থেকে হাসল জুলি। বলল, 'নামেই পরিচয়।'

'কি রকম ?'

'ম্যাপে রাস্তাটার নাম দেখনি তুমি ? কেলি রিকো

'মানে ?' ঝটকা মেরে একধাপ গিয়ার নামাল রানা।

'বরফ গলে যাবার পর রাস্তার শোচনীয় অবস্থা,' ব্যাখ্যা করল জুলি।

সুমেরু বৃত্ত থেকে কয়েকশো মাইল উত্তরে রয়েছে ওরা। শীত শীত লাগছে। উজ্জ্বল নীল আকাশ। মেঘ নেই। পাখি নেই। সামনে চোখ রেখে ধুলোর উপর চাকার দাগ দেখছে রানা। 'তবু একটা ব্যাপারে খুশি আমি,' বলল ও।

'কি ?'

'রাতের সূর্য। কার সাধ্য অন্ধকারে এই রাস্তায় গাড়ি চালায়।'

মাঝখানের সীটে জুলি একা, পিছনের সীটে ডন আর ফেজ

বসেছে। গতকাল খুব ভোরে হেলসিঙ্কি থেকে রওনা হয়েছে ওরা। দক্ষিণ উপকূল-ঘেঁষা ঘনবসতিগুলোর ভিতর দিয়ে একটানা উত্তর দিকে এগিয়েছে। উর্বর ফার্মল্যাণ্ডগুলো পেরিয়ে এসেছে দ্রুত। প্রবেশ করেছে অদ্ভুত প্রশান্ত আর প্রায় নির্জন এলাকায়। প্রথম দিকে লেক-গুলোর পানি ছিল স্বচ্ছ নীল, পাইন গাছগুলো ছিল আকাশ ছোঁয়া। তারপর যত এগিয়েছে, ধীরে ধীরে লেকের সংখ্যা কমেছে, পানিও এদিকে অগভীর, ঘোলাটে, শ্যাওলায় ঢাকা। একশো ফুট উঁচু পাইন-গুলো পিছনে ফেলে এসেছে ওরা, এদিকের একটা পাইনও বিশ ফুট ছাড়ায়নি।

আউলোয় রাত কাটিয়েছে ওরা আজ খুব ভোরে আবার রওনা হয়ে ইভালো পেরিয়ে এসেছে। সর্ব উত্তরের শেষ এরোড্রাম ওখানেই। ইভালো ছাড়িয়ে আসার পর নতুন এলাকার অধিবাসী ল্যাপদের সাক্ষাৎ পেয়েছে ওরা মাত্র একবার। বিশাল এলাকা, কিন্তু লোক-সংখ্যা খুবই কম। কেভোর ওদিকে লোকজন একেবারে না থাকারই মত।

রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। গাড়ির তীব্র ঝাঁকুনি আর ধুলোর পাহাড় নাছোড়সঙ্গী হয়ে আছে ওদের।

বেশ কয়েকটা জলাশয় চোখে পড়েছে বটে, কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে কেউ সেদিকে পা বাড়াতে সাহস পায়নি রানার ভয়ে ম্যাপে উল্লিখিত সতর্কবাণী সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছে রানা। এদিকের পানি বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। ল্যাবরেটরী টেস্ট না করে ব্যবহার করলে বিপদের ঝুঁকি আছে। ফলে গোসল করার খায়েশ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে।

সকলের ভাল-মন্দ, সুবিধে-অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ন নজর রেখেছে

রানা। নিজের আরামের দিকে কোন খেয়াল নেই। ফেজ এবং স্টকটনের কাজের ভার কমিয়ে দিয়েছে দু'বার একটানা আট ঘণ্টা করে গাড়ি চালিয়ে। 'শত্রুরা যখন চারদিক থেকে আমার ওপর নজর রাখবে তখন তো আর তোমাদের কাজগুলো আমি করে দিতে পারব না,' যুক্তি দেখিয়ে বলেছে সে। 'যতটা পার এখনই খাটিয়ে নাও আমাকে।'

লোকটা কাজ ভালবাসে, প্রথমে এটাই ধরে নিয়েছিল ওরা। কিন্তু সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয়নি ওদের। ফেজ অসুস্থ বোধ করায় নিজের ভাগের পানিটুকু তাকে দিয়ে একটানা পুরো একটা বিকেল পিপাসার জ্বালা সহ্য করেছে বার বার প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে কারও কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। দলের মধ্যে সবচেয়ে বিশালকায় সদস্য ডন। তার খিদেটাও সাংঘাতিক। আর কেউ সেটা লক্ষ্য না করলেও রানার চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। দলের নেতা হিসেবে, এ ব্যাপারেও সে তার কর্তব্য পালনে ভুল করেনি। অন্যদের চেয়ে খাবারের ভাগ তাকে কিছু বেশি দিচ্ছে সে। নিজের ভাগ থেকে প্রতিবারই ডনকে কিছুটা দান করেছে হাসিমুখে।

মাথায় চুল নেই ডনের কামানো। চোখ দুটো লাল আর আকারে গোল, বড় বড় কথা সে প্রায় বলেই না। চব্বিশ ঘণ্টা হয়েছে ওদের সাথে যোগ দিয়েছে সে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাকে নিয়ে সবাই অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে। তার সম্পর্কে কেউ কিছু বললে নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় শুধু, অমনি চমকে ওঠে পিলে। কিন্তু সবাই অবাক হয়েছে রানার আচরণে। ডনের পাঁজরে খোঁচা মেরে এটা কর, ওটা কর নির্দেশ দিয়েছে রানা তাকে নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়েনি। ডন নিঃশব্দে পালন করেছে ওর প্রতিটি আদেশ।

রক্ত চক্ষু মেলে কটমট করে তাকাবার অভ্যাসটি রানার বেলায় প্রকাশ পায়নি।

হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে রানা। এ ব্যাপারে জুলি ওর সহকারিণীর ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু প্রয়োজনে কড়া ধমক, তিরস্কার, গালাগাল করতেও ছাড়ছে না রানা। রাগ করে যা তা বলছে বটে, কিন্তু কেউ ওর উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হতে পারছে না। তার কারণ, বকাঝকা যা করছে ও, তা ওদেরই ভালোর জন্যে।

প্রথম দিকে চুপচাপ, গম্ভীর হয়ে ছিল স্টকটন। রানার সাথে কথাই বলছিল না। সবাই ওর কৌতুকে হাসলেও, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকছিল সে। কিন্তু সকলের ভাল-মন্দের ব্যাপারে ওর টনটনে জ্ঞান, দেশের প্রতি অকৃত্রিম দরদ, বর্তমান অভিযান সম্পর্কে আন্তরিক উৎসাহ ইত্যাদি লক্ষ্য করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি সে। ধীরে ধীরে গাম্ভীর্যের জায়গায় নিখাদ বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেছে তার মুখের চেহারায়। অদ্ভুত লোক! মনে মনে ভাবছে সে। এমন নির্ভেজাল মানুষ চোখে পড়ে না। যোগ্যতার দিক থেকেও আমাদের চেয়ে অনেক বড়। আচরণ, ভঙ্গি, হাবভাব—সবই পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়, এ লোক বর্ন লিডার। নেতৃত্ব দেবার সমস্ত গুণ এর মধ্যে রয়েছে। অথচ আর কয়েক ঘণ্টা পর একে মেরে ফেলতে হবে। যদি একে কাজে লাগান যেত···প্রতিবারই ভাবনার এই পর্যায়ে এসে থেমে গেছে স্টকটন। কাজে লাগান সম্ভব নয়, জানে ও। সম্ভব হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সুযোগটা হাতছাড়া করতেন না। সুতরাং এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

বিশ মিনিট পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করছে ল্যাণ্ড-

রোভার, ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। স্টকটনকে বলল, 'বায়েনাকুলার নিয়ে যাও আর একবার। শালারা এখনও পিছু লেগে আছে কিনা দেখে এস।'

ড্যাশ বোর্ডের খোপ থেকে বায়নোকুলার নিয়ে নেমে যাচ্ছে স্টকটন, কি মনে করে পিছন দিকে তাকিয়ে দ্রুত চোখ টিপল ডনের উদ্দেশ্যে, বলল, 'কারও যদি পানি খরচ করার দরকার থাকে, এই সুযোগ।'

পিছনের দরজা দিয়ে নিচে নামল ডন। স্টকটন যোগ দিল ওর সাথে। ক্রমশ উঠে গেছে গাড়ির পিছনে রাস্তাটা, তারপর আবার নেমে গেছে। রাস্তা থেকে নেমে বড় বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জন।

'রানাকে কেমন বুঝছ বল তো?'

শালা একেবারে খাটি ইসরায়েলি বনে গেছে,' বলল ডন। কাঁধ ঝাঁকাল সে। তা শেষ যখন করতেই হবে দেরি করছি কেন?'

মঞ্চটা ঠিকমত সাজিয়ে নিতে হবে, ভুলে গেছ কথাটা?'

ভুলব কেন? আমি বলতে চাইছি, রানাকে খুন করেও আমরা শত্রুদেরকে এই এলাকায় ধরে রাখতে পারি।'

'কিভাবে?'

'নকশা, মাপজোকের যন্ত্রপাতি তো আছেই. ওগুলো নিয়ে আমরাই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করব।'

'তাই তো!' স্টকটন উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'দারুণ বুদ্ধি বাতলেছ!'

'আমার কথা হল, ডিনামাইট তো, ওকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা উচিত হবে না, ফাটিয়ে দেয়াই ভাল।'

'হুঁ,' ভাবছে স্টকটন। 'কিন্তু...

'খুনটা হতে হবে সুপরিকল্পিত, এই কথা ভাবছ তো?'

'হ্যাঁ। শত্রুরা যেন মনে করে...

'ম্যাককে সিগন্যাল পাঠাও। কোথায় সে এখন, জান?'

'কেভো ক্যাম্পে।'

'ওকে বাদ দাও। জুনেস্কি?'

'পিছনে কোথাও আছে.' বলল স্টকটন।

হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এল ওদের। রাস্তা থেকে একশো গজ সরে এসেছে ওরা। কয়েকটা বড় পাথরের পরই ফাঁকা এলাকা। বুনো ঝোপ টপকে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামল। রাস্তাটা ওদের ডান পাশে দেখা যাচ্ছে। উঁচু-নিচু ঢেউ তুলে উপত্যকার মাঝখান দিয়ে দিগন্তরেখা পর্যন্ত চলে গেছে। বায়নোকুলার চোখে তোলার দরকার হল না, বহুদূরে ছোট্ট একটা ধুলোর মেঘ দেখেই বুঝল স্টকটন, জীপটা এদিকেই আসছে গতকাল থেকে পিছু নিয়েছে ওটা। 'আসছে,' বলল সে। চোখে তুলল বায়নোকুলার।

'প্রশ্ন হল, ওরা কারা? জুনেস্কি আর টিটো নয় তো?'

'না এটা মেটে রঙের, ওদেরটা সবুজ রঙের জীপ।' বায়নোকুলার নামিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল স্টকটন। 'না, ডন ম্যাক আর জুনেস্কি কাছেপিঠে না থাকলে আমি সাহস পাচ্ছি না অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। কাজে যদি একচুল ভুল হয়ে যায় সব ফাঁস হয়ে যাবে।' সব ফাঁস হয়ে গেলে কি শাস্তি নেমে আসবে ওদের মাথায় ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল সে।

'যাই বল, আমি কিন্তু একমুহূর্ত দেরি করার পক্ষপাতী নই,' অসন্তুষ্ট হয়ে বলল ডন। 'কেমন যেন খারাপ লাগছে আমার পরি-

বেশটা অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে ক্রমশ। ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না, কিন্তু আমি বলছি, দেখ, যত সময় নষ্ট করব, ততই কঠিন হয়ে উঠবে কাজটা।'

'একথা বলছ কেন?'

'ও মানুষ? নাকি মহামানব? সকলের জন্যে যা করছে, যতটুকু আন্তরিক দরদ দেখাচ্ছে, তুমি দলনেতা হয়ে তা পারছো দেখাতে? বুকে হাত দিয়ে বলতো—কৃতজ্ঞ বোধ করছো না ওর প্রতি? তাছাড়া, ওর দেশপ্রেমের বহর, কী সাংঘাতিক ব্যাপার ভেবে দেখ। এসব যদি ওর অভিনয় হত…'

'তুমি ভাবাবেগে ভুগছ, ডন,' স্টকটন বিরক্তির সাথে বলল। 'ভুলে যাচ্ছ, লোকটা ইসরায়েলের ভয়ঙ্কর এক শত্রু। ওকে খুন করতে হাত কাঁপবে, এ তোমার দুর্বল মনের পরিচয়।'

'আগেই তো বলেছি, তোমাকে আমি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারব না,' গম্ভীর হয়ে বলল ডন। 'চল, ফেরা যাক দেরি দেখে ইতি-মধ্যেই হয়ত রওনা হয়ে গেছে আমাদের খোঁজে।'

ফেরার পথে স্টকটন জানতে চাইল, ঠিক কিভাবে কি করতে চাইছ তুমি?'

'সংক্ষেপে বলছি,' শুরু করল ডন। 'পিছনে একটা দল রয়েছে, এতে আরও সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাজ। এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ কাজে না লাগালে বোকামি হবে। কিভাবে করতে চাই কাজটা, শোন। গাড়িটাকে খারাপ করে দিয়ে খোলা এবং উঁচু কোন জায়গায় আশ্রয় নেব আমরা। রাস্তা থেকে মেটে রঙের জীপের আরোহীরা দেখতে পাবে গাড়ি এবং আমাদেরকে। সাহায্য করার নাম করে ফিলাডেভের কাছাকাছি পৌছুবার এই সুযোগটা ওরা হাতছাড়া

করবে না, ঠিক ?'

'বলে যাও।'

'তুমি ইতিমধ্যে গা ঢাকা দিয়ে সরে যাবে পিছনে,' দ্রুত বলছে ডন, 'আমার ধারণা যদি মিথ্যে না হয়, মেটে রঙের জীপটার পিছনেই কোথাও আছে জুনেস্কি। মোর্স সিগন্যাল পাঠিয়ে ওকে আমাদের উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেবে। ওরা এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে এগোবে আমাদের দিকে। এরাও পাল্টা গুলি করবে নিশ্চয়ই। এই মহা গোলমালের মধ্যে একটা বুলেট আসল কাজটা সারবে।'

'কার বুলেট ?'

'তোমার হতে পারে, আমার, টিটো বা জুনেস্কির হতে পারে। এমন কি, শত্রুদেরও বুলেট হতে পারে। কে জানে কার গুলি খেয়ে মরেছে শালা ?'

'কিন্তু মেটে রঙের জীপে যারাই থাকুক, তারা জানে সংখ্যায় আমরা পাঁচজন। আমাকে দেখতে না··

'বলব, সাহায্য আনতে গেছ তুমি।'

'রানাকে কি বলবে ?'

'বলব, আমাদেরকে যারা অনুসরণ করছে তারা ইসরায়েলের জন্মশত্রু, ওদেরকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'

'যদি রাজি না হয় ? শিক্ষা দেয়ার এই ব্যবস্থার মধ্যে যদি খুঁত বের করে ? এ ব্যাপারে তো ওর জুড়ি নেই। যে যাই বলুক, ভুল-গুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।'

'রাজি হলে ভাল, তা নাহলে পরে আবার অন্য প্ল্যান করা যাবে,' বলল ডন। 'তবে এখনই চেষ্টা করা সব দিক থেকে ভাল।'

'কিন্তু, আমি যে সিগন্যাল পাঠাবার জন্যে সরে যাব, তার কি

ব্যাখ্যা দেবে রানাকে ?'

'যে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে...'

রাজি হয়ে গেল স্টকটন। 'ঠিক বলেছ। সুযোগটা ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। সুযোগ পেলেই ফেজকে আভাস দিতে হবে।'

'হ্যাঁ!'

কিন্তু ফিরে এসে ওরা দেখল গাড়িতে রানা নেই।

'তোমরা চলে যেতেই গাড়ি থেকে নেমে গেছে রানা,' বলল ফেজ।

'কোন্ দিকে ?'

আঙ্গুল দিয়ে রাস্তার ডান পাশটা দেখাল ফেজ। ওরা দু'জন ওদিক থেকেই এসেছে এইমাত্র। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল দু'জন। ফেজকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল ডন।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। কয়েক মিনিট পর দেখা গেল রানাকে। সামনের রাস্তা ধরে হন হন করে এগিয়ে আসছে ও। গলায় ঝুলছে একটা বায়নোকুলার। মুখটা গম্ভীর। ওদের সামনে এসে থামল।

'মিঃ রানা...

দপ্ করে জ্বলে উঠলো রানার চোখ দুটো, পর মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। পটকা ফাটার শব্দ হল চটাস করে। গালে হাত বুলাচ্ছে স্টকটন। চারটে আঙ্গুলের ছাপ ফুটে উঠেছে সেখানে। পানি বেরিয়ে পড়েছে চোখের কোণে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করছে ব্যথাটা।

'এক কথা কতবার বলব ?' শান্ত গলায় বলল রানা, যেন কিছুই হয়নি। 'এই শেষবার বলছি, আমি ডক্টর ফিলাতভ, মাসুদ রানা

নই।' স্টকটন, ডন এবং গাড়ির ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে যারা তাকিয়ে আছে তাদের প্রত্যেকের দিকে একবার করে তাকাল রানা। 'এই ভুল ফের যদি কেউ করে, জিভ কেটে নেব তার। আমাদের এই অভিযানের উপর নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ, কেউ যদি এটাকে হালকাভাবে নেয় উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে।' স্টকটনের দিকে তাকাল ও। 'হেড কোয়ার্টারে ফিরে তোমার বস মিঃ পপকিনের নামে অভিযোগ করব আমি। প্রতিটি কাজে যে এত ভুল করে, তাকে সে দলের নেতা করতে চেয়েছিল।' স্টকটনের পাশে দাঁড়ানো গম্ভীর ডনের দিকে তাকাল রানা। 'কি দেখেছ, বল।'

'পিছু পিছু আসছে জীপটা।'

'ওটার পিছনে আর কোন গাড়ি দেখনি?'

চোখ দুটো চুল-পরিমাণ বড় হল ডনের। 'না। কেন?'

'ওই জীপের পিছনেও অন্য দল আছে,' বলল রানা। 'আমাদের সামনে আছে একটা দল, কোন সন্দেহ নেই, পেছনে আছে কয়েকটা।'

'আমাদের সামনেও আছে নাকি শত্রুরা?' গাড়ির ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে জানতে চাইল জুলি।

সামনের রাস্তাটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাল রানা। 'চোখ থাকলে এ প্রশ্ন করতে না।'

'ওটা ম্যাকের গাড়ির দাগও হতে পারে,' বলল ডন।

'অসম্ভব, বলল রানা। 'কেভো ক্যাম্পের দিকে এই রাস্তা দিয়ে একদিন আগে গেছে ম্যাক। কিন্তু ধুলোর ওপর এই দাগ বড়জোর কয়েক ঘন্টা আগের। যাই হোক, দৃষ্টিসীমার মধ্যে নেই ওরা, এই যা রক্ষে। আমি একটা জরুরী কাজ করতে যাচ্ছি' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল ও, 'গাড়িতে ওঠো, কুইক!'

নিঃশব্দে রানাকে অনুসরণ করে সামনের সীটে উঠে বসল স্টক-টন। মুখটা লাল হয়ে আছে। পিছনের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হতেই স্টার্ট দিয়ে ল্যাণ্ডরোভার ছেড়ে দিল রানা। হুইল থেকে একটা হাত তুলে রাখল স্টকটনের কাঁধে। 'ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগতভাবে নিও না,' মৃদু গলায় বলল ও। 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের একজন এজেন্ট তুমি, তোমার কাছ থেকে এ ধরনের ভুল আমি আশা করিনি। এ ধরনের ভুল যদি আমি করি, একটা চড় নাহয় লাগিয়ে দিও আমার গালে। যাই হোক, ব্যাপারটা ভুলে যাও। কত দূরে জীপটা?'

'রাস্তার যা হাল, ধীরে ধীরে চালাচ্ছে। এখানে যদি থামি, দশ মিনিটে ধরে ফেলবে আমাদেরকে ওরা।'

পিছনের সীটে বসে সবজান্তার ভঙ্গিতে গম্ভীরভাবে উপর-নিচে একবার মাথা নাড়ল ডন। সে ভাবছে, স্টকটন এখন নিশ্চয়ই টের পাচ্ছে তার কথার মধ্যে কতটা যুক্তি ছিল। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠার আগেই লোকটাকে শেষ করে ফেলা দরকার।

স্টকটন দ্রুত সামলে নিয়েছে নিজেকে। রাগ চেপে বহু কষ্টে চিকন একফালি হাসি ফোটাল ঠোঁটে। ভাবছে, দাঁড়াও, এর উপ-যুক্ত প্রতিরোধ নিচ্ছি। মুখে বলল, 'জরুরী কি একটা কাজের কথা যেন বলছিলেন, ডক্টর ফিলাতভ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'শত্রুরা নিশ্চিন্তে অনুসরণ করছে আমাদের। অথচ আমরা ওদেরকে খসাবার জন্যে কোন চেষ্টা করছি না। যেন, বেড়াতে বেরিয়েছি আমরা, আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এটা মোটেই উচিত কাজ হচ্ছে না, তাই না?'

একটু ইতস্তত করে স্টকটন বলল, 'ঠিক।'

'সুতরাং, কিছু একটা করা দরকার।'

'কি ?'

'সবুর কর, একটু পরই দেখতে পাবে।'

স্টকটন এবং ডন উত্তেজিত হয়ে উঠল, রক্ত চলাচল বেড়ে গেল ওদের শরীরে। কি করতে যাচ্ছে রানা ? ঠিক যা করবে বলে ভেবে ছিল ওরা ? তাই যদি হয় এই সুবর্ণ সুযোগে একটা বুলেট অনায়াসেই সারতে পারে আসল কাজটা।

আড়চোখে তাকাল রানার দিকে স্টকটন। গাড়ি চালাতে মগ্ন রানা, কিছু একটা ভাবছে গভীরভাবে। এই সুযোগে চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় করল ডন এবং ফেজের সাথে। দু'জনই বুঝল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে তখন।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামছে ল্যাণ্ডরোভার। রানার বাঁ দিকে লেক। পাড়টা ক্রমশ নেমে গেছে অনেক নিচে। কচুরিপানা আর শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে আছে লেকের পানি। ঢাল বেয়ে সমতল রাস্তায় নেমে এল গাড়ি। লেকের উঁচু পাড় ধরে, কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। লেকের সাথেই ধনুকের মত বাঁক নিয়ে বড় বড় পাথরের বিশাল স্তূপ, বুনো ঝোপঝাড় আর পাইন গাছের আড়ালে হারিয়ে গেছে।

দুশো গজ এগিয়ে দ্রুত বাঁক নিয়েছে আবার রাস্তাটা। তীক্ষ্ণ নজর না রাখলে হঠাৎ বোঝার কোন উপায় নেই। লেকের পাড় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে থাকতেই এই বাঁক, রাস্তাটা সারি সারি পাথুরে টিলার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, দৃষ্টিসীমার বাইরে। পাথর মেশানো মাটির উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করায় রঙটা একটু লালচে হয়ে আছে। এটুকু দেখেই রাস্তা চিনে নিতে হবে।

দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে কাঠের একটা পোল বহুকাল আগে ছিল। সেটা ভেঙে গেছে, বাতাসের ধাক্কা খেয়ে সরে গেছে এক পাশে। বেপরোয়া গতিতে কোন গাড়ি এলে দুর্ঘটনা এড়াবার কোন উপায় নেই।

বাঁকের মুখে ল্যাণ্ডরোভার থামাল রানা। 'ব্যাগ ব্যাগেজ সাথে নিয়ে নামো সবাই। কুইক।' পাশের দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ও।

একটা অস্বস্তি নিয়ে নামল সবাই। স্টকটনের দিকে তাকিয়ে আছে ডন, ফেজ। জুলিও।

দরজার ভিতর মাথা গলিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সীটের নিচে থেকে ছুটো ব্যাগ টেনে নামাচ্ছে রানা। রাস্তার পাশে রাখল ওগুলো, সিধে হয়ে দাঁড়াল। সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চেহারায়। 'কি ব্যাপার?'

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল স্টকটন। 'ডক্টর ফিলাতভ, ঠিক কি করতে চাইছেন··?'

স্টকটনের বুকের দিকে তর্জনী তুলে দ্রুত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল রানা 'ইডিয়ট। এই গবেট আমাদেরকে ডোবাবে। যা করতে যাচ্ছি তার সাফল্য নির্ভর করছে টাইমিঙের ওপর। অথচ···' মাঝ-পথে থেমে ডনের দিকে তাকাল রানা। ফায়ার আর্মসের বাক্সটা বের করো। কুইক। আমিতো ছাই জানিও না ওটায় কি আছে না আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্টকটন। বুঝে নিয়েছে সে, এই লোকের কথায় নাচতে হবে তাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে চুল-পরিমাণ মাথা নাড়ল সে। অনুমতি পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই রানার কথামত গাড়ি থেকে ব্যাগ ব্যাগেজ ইত্যাদি নামাবার কাজে।

এরপর রানার কোন কথার কোন প্রতিবাদ করল না কেউ। বাক্স খুলে প্রত্যেককে একটা করে রিভলভার দিল রানা। নিজেও নিল একটা। প্রত্যেককে ছয়টা করে বুলেট দিল ও।

দ্রুত নির্দেশ দিল রানা। 'জুলি, অ্যামুনিশনের বাক্সটা নিয়ে ওই পাথরগুলোর আড়ালে চলে যাও। ডন, তুমি রাস্তা পেরিয়ে বোল্ডারের আড়ালে লুকাও, সাথে ফেজকে নাও। স্টকটন, বাঁক নিয়ে একশো গজ এগিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাক। যাবার সময় তোমাকে আমরা তুলে নেব।'

থামল রানা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই ওর মুখের দিকে। 'উঁকি মেরে দেখার ঝুঁকি কেউ নিও না। শত্রুপক্ষ যেন বুঝতে না পারে আমরা সবাই এখানে লুকিয়ে আছি। আমি...'

'কিন্তু খাড়িটা দেখে ওরা...'

'চুপ। ব্যাখ্যা দেবার সময় এটা নয়,' দ্রুত বলল রানা। রিস্ট-ওয়াচ দেখল। 'তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে। যে যার বোঝা নিয়ে ছুট দাও।'

খুশি মনে ছুটল স্টকটন। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। বাকি সবাই যে যার জায়গার দিকে এগোচ্ছে।

সবাই অদৃশ্য হয়ে যেতে গাড়িতে চড়ল রানা। স্টার্ট দিল। নিষেধ করা সত্ত্বেও উঁকি মেরে দেখছে ডন, ফেজ, জুলি। গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রানা।

সবাই স্তম্ভিত। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না রানার উদ্দেশ্য। প্রায় পঞ্চাশ গজ পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে ল্যাণ্ডরোভার দাঁড় করাল রানা। গিয়ার বদল করে রাস্তার উপর দিয়ে সামনে আনছে গাড়িটাকে। দ্রুত বাড়ছে স্পীড। আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গাটা

ঝড়ের বেগে পেরিয়ে গেল ল্যাণ্ডরোভার।

আঁতকে উঠল জুলি। স্রেফ মরতে যাচ্ছে রানা। হায় হায় করে উঠল সে।

বাঁক না নিয়ে নুড়ি ছড়ানো উঁচু নিচু পাথুরে মাটির উপর দিয়ে সোজা ছুটে যাচ্ছে ল্যাণ্ডরোভার। রাস্তা থেকে নেমে গেছে গাড়ি। ত্রিশ গজ সামনে কিনারা, ঝপ্ করে নেমে গেছে খাদ, চল্লিশ গজ নিচে লেকের পানি।

'আস্তন!' একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল জুলির গলা চিরে।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, সেটাকে ফিরিয়ে নেবার আর কোন উপায় নেই। আর মাত্র দুই সেকেণ্ড, মৃত্যু গহ্বরে নেমে যাচ্ছে ল্যাণ্ড-রোভারটা। কিনারা থেকে ছয় সাত গজ দূরে এখন গাড়ি, ব্রেক করলেও শেষ রক্ষা হবে না।

শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল রানা? আড়াল থেকে বেরিয়ে উন্নাদিনীর মত ছুটতে ছুটতে ভাবছে জুলি।

ল্যাণ্ডরোভার ডাইভ দিয়ে পড়ল শূন্যে। সামনেটা নিচু হয়ে যাচ্ছে। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের দিকে, কয়েক সেকেণ্ড পর এল পতনের ভারি আওয়াজ।

রানাকে দেখতেই পায়নি জুলি। গাড়িটা কিনারায় পৌঁছুবার আগেই দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও। মাটিতে গড়ান খেয়ে দ্রুত উঠে একছুটে কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল করে দেখার জন্যে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ও। গলা বাড়িয়ে নিচেটা দেখছে। লেকের পানিতে ডুবে গেছে ল্যাণ্ডরোভার। চারটে চাকা উপর দিকে, এখনও ঘুরছে বনবন করে। পায়ের আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়াল রানা। ঘুরে দাঁড়াল।

'আস্তন!' ছুটে এসে রানার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলি।

খপ্ করে জুলির একটা হাত ধরল রানা, কথা না বলে দৌড়ুতে শুরু করল।

'উফ্। আস্তে। ভেঙে যাবে হাত!' ব্যথায় চিৎকার করে উঠল জুলি

'হাত, পা, মাথা সব ভেঙে দেব তোমার আমি,' রাগের মাথায় বলল রানা। 'আড়াল থেকে বেরুতে নিষেধ করিনি?'

'গাড়িটা ফেলে দিলে কেন?' হাঁপাচ্ছে জুলি। রানার সাথে দৌড়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে। 'এখন কি হবে?'

'কি হবে তা তোমাকে ভাবতে হবে না।' জুলি যেখানে লুকিয়ে ছিল সেই জায়গায় পৌঁছে থামল রানা। জুলির মাথায় মৃদু চাঁটি মেরে বলল 'বসে পড়! খবরদার, টুঁ শব্দ করবে না বা উঁকি ঝুঁকি মারবে না। এখুনি আসছি আমি।' বলেই পাথরের স্তূপগুলোর দিকে ছুটল ও।

এক মিনিটের মধ্যে ফেজ এবং ডনের সাথে দেখা করে জুলির কাছে আবার ফিরে এল রানা। কখন কি করতে হবে জানিয়ে এসেছে দু'জনকে, কিন্তু ওদের কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

হিসেবে ভুল করেছিল স্টকটন, পিছনের দলটা এল ঠিক এগার মিনিটের মাথায়। জীপের ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠে রানার দিকে তাকাল জুলি। মৃদু হেসে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা, কথা বলতে নিষেধ করল।

বাঁকটা দেখতে ভুল করেনি জ্যাক জাস্টিস। জীপের স্পীড কমিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা রানার। বাঁক নিয়ে চলেই যাবে নাকি? হুইল ঘোরাতে শুরু করার ঠিক

আগের মুহূর্তে সামনের নুড়ি ছড়ানো উঁচু-নিচু পাথুরে মাটির উপর চাকার দাগ চোখে পড়ল জ্যাকের। দ্রুত ব্রেক কষল সে। তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাঁকের মুখে জীপ। কর্কশ গলা শোনা গেল জ্যাকের, কিন্তু কথাটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। লাফ দিয়ে নামল সে। ছুটল নাক বরাবর।

নিঃশব্দে হাসছে রানা। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে জুলি।

জীপের পিছন থেকে আরও দু'জন লোক নামল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ওর। জ্যাক জাস্টিস! সেই ওকে হেলসিঙ্কি হোটেলের এলিভেটর থেকে কিডন্যাপ করে একটা কামরায় নিয়ে গিয়েছিল! কণ্ঠস্বরটা তখন ও চিনতে পারেনি, তার কারণ, স্বাভাবিক মার্কিন উচ্চারণটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করেছিল সে।

জ্যাককে অনুসরণ করছে তার সহকর্মীরা। পঁয়ত্রিশ গজ ছুটে গিয়ে কিনারায় দাঁড়াল ওরা। উঁকি মেরে দেখছে নিচের লেকটা।

জুলির হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রানা। বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। ছুটতে শুরু করল। ইতিমধ্যে যে যার আড়াল থেকে ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। প্রায় পৌঁছে গেছে জীপের কাছে।

লাফ দিয়ে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল ডন। তার পাশে ফেজ। পিছনের সীটে জুলিকে তুলে দিল রানা। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ডন ছেড়ে দিল জীপ। পিছু পিছু ছুটছে রানা। তারপর লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাঁক নিচ্ছে ডন। কিন্তু তাকিয়ে আছে বাঁদিকে। জ্যাক জাস্টিস আর তার সঙ্গীরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে মুখ করে।

ঠিক যেন তিনটে পাথরের মূর্তি। পরমুহূর্তে মূর্তি তিনটে শূন্যে কিল-ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করল। সেই সাথে ছুটছে। বাইরে মুখ বের করে ওদের দিকে তাকাল রানা। হাত নাড়ল, বিদায়ের ভঙ্গিতে।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করল জ্যাক জাস্টিস। দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও।

গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

ওদিকে অস্থিরতার চরমে পৌঁছে গেছে স্টকটন। রানার নির্দেশ মত একশো গজ নয়, বাঁক থেকে মাত্র বিশ গজ দূরের একটা উঁচু ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে সে। কান দুটো খাড়া। শক্ত হাতে ধরে আছে লোডেড রিভলভারটা। ঝোপের আড়াল থেকে গলা বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে বাঁকের দিকে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ চাইছে মনে মনে : গুলি হোক, হাঙ্গামা হোক, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটোছুটি শুরু করবে শালা, সেই সুযোগে ওর মগজে ঢুকিয়ে দিই একটা বুলেট।

ঠিক কি করতে যাচ্ছে রানা, অনুমানে বুঝে নিয়েছে স্টকটন। ল্যাণ্ডরোভার লেকে ফেলে দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য অনুসরণরত মেটে রঙের জীপটাকে হাইজ্যাক করে আরোহীদেরকে রাস্তার মাঝখানে অসহায়ভাবে ফেলে যাওয়া। ব্যাপারটা শেষ মুহূর্তে টের পাবে জীপের আরোহীরা। এবং টের পাওয়া মাত্র গুলি ছুঁড়বে। চাকা ফুটো করে দিয়ে জীপটাকে থামাতে চাইবে তারা। থামাতে পারলে ভাল তা নাহলে স্টকটন গুলি করে থামাবে ওটাকে। থামাতে পারলেই পনেরো আনা কাজ শেষ বাকি এক আনা কাজও পানির মত সহজ। গাড়ি অচল হয়ে গেছে দেখে প্রাণ রক্ষার জন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে যে যেদিকে পারে সরে যাবার চেষ্টা করবে। রানাও

তাই করবে, সন্দেহ নেই। এ সময় চারদিক থেকে গোলাগুলি ছুটবে ফেজ এবং ডন ওর গায়ের কাছে আছে, সুযোগ পেলে তারা হাতছাড়া করবে না। ওর আড়াল থেকে সে তো লক্ষ্যভেদ করার চেষ্টা করবেই। ভেতো-বঙ্গসন্তান, চু-চু-চু, তোমার কোন আশাই নেই হে।

হঠাৎ তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। প্রথমে একটা রিভলভারের নিঃসঙ্গ আওয়াজ, পরমুহূর্তে স্টেনগানের তীক্ষ্ণ গর্জন চারদিকের নিস্তব্ধ পাহাড়ী এলাকাটাকে কাঁপিয়ে দিল। শরীরের রক্তে খুশির নাচন শুরু হয়ে গেল স্টকটনের।

গুলি যে হবে, জানত রানা। সবাইকে সাবধান করে দিতেও ভোলেনি সে। জ্যাক জ্যাস্টিসের হাতের রিভলভারটা গর্জে উঠতেই উরুর উপর থেকে স্টেনটা তুলে নিল সে, ব্রাশ করল জ্যাক এবং তার সঙ্গীদের পায়ের দিকে। স্টেনটা সফল হাইজ্যাকিঙের পুরস্কার স্বরূপ জীপ থেকে পেয়েছে ওরা, তার সাথে আরও নানান অস্ত্র এবং গোলা-বারুদও। ঠাস ঠাস গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে জুলি আর ফেজের রিভলভার থেকে।

বাঁক নিচ্ছে জীপ। স্টেনের ব্রাশ বা রিভলভারের বুলেটগুলোকে গ্রাহ্য করছে না জ্যাক জাস্টিস। সঙ্গীদের নিয়ে তীর বেগে ছুটে আসছে তারা।

জীপের স্পীড আরও কমে যাচ্ছে। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। ডন একহাতে স্টিয়ারিঙ ধরে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে, হাতের রিভলভারটা থেকে আগুনের হলকা ছুটল পর পর দু'বার। রানার মাথার একটু উপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট দুটো। হেসে ফেলল রানা। 'দুর বোকা, ওদেরকে ঠেকাতে আমরাই যথেষ্ট, তোমার কাজ তুমি কর

হাতের রিভলভারটা এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ নামিয়ে রানার কপালের মাঝখানটা ফুটো করে দেবার অদম্য ইচ্ছাটা চাপতে চেষ্টা করছে ডন। ঝড় বয়ে যাচ্ছে মনের ভিতর। এক সেকেণ্ডের মধ্যে কত বিচিত্র চিন্তা খেলে যাচ্ছে ওর মাথায়। ট্রিগারটা টিপে দিলেই সব ঝামেলার অবসান হয়। হেডকোয়ার্টার থেকে প্রশংসা আসবে। সেই সাথে পদোন্নতির সন্দেশ। কিন্তু…!

ডনের মত কোন দ্বন্দ্বে ভুগছে না ফেল্প। একটা কাজ কখন কিভাবে করবে তা সে আগেভাগেই ঠিক করে নেয়। মনে মনে তার ঠিক করে রাখা সময়টা না এলে যত স্বর্ণ সুযোগই আসুক, গ্রহণ করে না সে। রানার হাতের স্টেনগান নীরব, লক্ষ্য করলেও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না সে। রিভলভারে এখনও তিনটে বুলেট রয়েছে তার। সে ঠিক করেছে রানার কপাল ফুটো করার জন্যে শেষ বুলেটটাকে কাজে লাগাবে। রানার চোখে চোখ রেখে গুলি করার মধ্যে একটা পুলক থাকবে, তা থেকেও নিজেকে সে বঞ্চিত করতে চায় না।

বাঁক থেকে বিশ গজ দূরে চলে এসেছে গাড়ি। পিছু পিছু ছুটে আসছে প্রতিপক্ষরা, সবার আগে জ্যাক জাস্টিস। পিছন থেকে জীপের চাকায় গুলি করছে তারা, টার্গেট ছোট, তার উপর গাড়িটা চলন্ত, লক্ষ্যভেদ হচ্ছে না কোনমতেই।

ব্যাপারটা ঝোপের আড়াল থেকে বুঝতে পারল স্টকটন। জীপটা তার দশ গজ সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এক পাশের দুটো টায়ারের সবটুকুই ওর টার্গেট। লক্ষ্য স্থির করল সে।

অতিরিক্ত বুলেট দুটো বের করে দেবার জন্যে জ্যাককে লক্ষ্য করে গুলি করছে ফেল্প। প্রথম গুলিটা জ্যাকের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক এই সময় বাঁ পাশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ধরা পড়ল চোখের

কোণে। ঝট্ করে তাকাল সেদিকে। পরিষ্কার দেখতে পেল স্টকটনকে। বোকা বোকা চেহারা হয়েছে স্টকটনের। গুলি করেছিলো, চাকায় লাগেনি। আবার লক্ষ্যস্থির করছে সে। এবার জীপের পিছনের চাকায় গুলি করবে।

দ্বিতীয়বার গুলি করল ফেজ। জ্যাকের একজন সঙ্গী দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার উপর। গুলিটা লেগেছে ঠিক হাঁটুতে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে জ্যাক জাস্টিস। কিন্তু আহত সঙ্গীর দিকে কোন খেয়ালই নেই তার। খেয়াল তার এখন জীপের দিকেও নয়।

কেমন যেন খটকা লাগল ফেজের। কিন্তু ব্যাপারটা বোঝার জন্যে সময় দেয়া এখন তার পক্ষে সম্ভব নয়। রিভলভারে একটাই বুলেট আছে এখন সময় হয়েছে।

ঝট্ করে ফিরল ফেজ। শরীরটা ঘুরে গেল খানিকটা সেই সাথে রিভলভার ধরা হাতটা। রিভলভারের নল রানার বুকের দিকে, মাত্র আধ হাত তফাতে। ডনের চোখে চোখ রাখল সে। চোখে চোখে কথা হল

'বুলেট শেষ বুঝি?' ঝট্ করে ফেজের দিকে ফিরল রানা। 'আমার রিভলভারটা ব্যবহার কর। দু'পায়ের মাঝখানে গাড়ির মেঝেতে পড়ে থাকা রিভলভারটা তোলার জন্যে মাথা নিচু করল ও।

গর্জে উঠল ফেজের হাতের রিভলভার। কান ফাটানো শব্দ হল জীপের ভিতর। চমকে উঠে মুখ তুলল রানা। এক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ফেজ। পিন দিয়ে কেউ যেন আটকে রেখেছে চোখটার দুটো পাতা। আতঙ্কে বিস্ফারিত। অপর চোখটা নেই। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে চোখের জায়গায় সদ্য তৈরি গর্তটা

থেকে। দ্রুত একপাশে সরে বসল রানা, আর একটু হলে রক্তে ভিজে যেত ওর কাঁধ। পাশের ক্যানভাসটা রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। 'ডন, গুলি খেয়েছে ফেজ!' স্টেনটা উরুর উপর থেকে ঝট্ করে তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলল রানা। তাকাল জীপের পিছন দিকে।

'ও মাই গড!' কণ্ঠস্বরে একটা হাহাকার ফুটে উঠল রানার।

চারদিক হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, জীপের পিছু পিছু এখন আর দৌড়াচ্ছে না জ্যাক জাস্টিস বা তার সঙ্গী। ডুকরে কেঁদে উঠল জুলি। পিছন ফিরে রানার মাথার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে ডন স্টকটনের দিকে। বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে চোখ দুটো বিস্ফারিত।

ঝোপের আড়াল থেকে গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে আসছে স্টকটন। দু'হাত দিয়ে বাঁ দিকে বুকের কাছে চেপে রেখেছে। আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসছে তরল রক্ত।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা, 'এর প্রতিশোধ নিতে হবে!' স্টেনগান গর্জে উঠল ওর হাতে।

প্রথম সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে, বুঝতে পেরে দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে জীপের স্পীড বাড়িয়ে দিল ডন। স্টিয়ারিঙ ধরা হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে তার। দুর্ভাগ্য! ভাবছে সে দুর্ভাগ্য ছাড়া কিই বা বলা যায় একে! গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে এখনও ভাসছে তার। এক সেকেণ্ডের এদিক-ওদিকে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কাউকে দোষ দেয়া যায় না। স্টকটন জীপের চাকা লক্ষ্য করেই গুলি করেছিল। কিন্তু তার প্রথম গুলিটার আওয়াজ কানে ঢোকে জ্যাক জাস্টিসের। আওয়াজ শুনে সে মনে করেছে রাস্তার পাশ থেকেও তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। আত্মরক্ষার জন্যে ঝোপের দিকে গুলি করে সে। বুলেটের ধাক্কায় নড়ে যায় স্টকটনের হাত,

চাকায় না লেগে সোজা এসে গুলি ঢোকে ফেজের চোখে। ফেজের হাতও নড়ে গেল, ফলে রানার মাথায় না লেগে তার বুলেটটা বেরিয়ে গেল ক্যানভাস ফুটো করে। দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলা যায় একে! গোলাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে না গেলে শেষ সুযোগটা নিতে পারত সে। কিন্তু এখন আর কোন সুযোগ নেই।

'আমাদের এই ক্ষতি কোনদিন পূরণ হবে না,' সীটের উপর ঢলে পড়া ফেজের শরীরটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে সিধে হয়ে বসল রানা। আবেগে বুঁজে এল ওর গলার স্বর। 'ফেজ আর স্টকটন আমাদের মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসবে না, ভাবতে গিয়ে বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমার।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে জুলি। রানার পিছনে, ক্যানভাসের ফুটোটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আর একটু হলে তুমিও…'

পিছন ফিরে জুলির দিকে না তাকিয়েও ডন বুঝল, ক্যানভাসের গায়ে ফুটোটা দেখে কথাটা বলছে জুলি। একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, ঠিক, কিন্তু বারবার কি বাঁচবে? আপন মনে ভাবছে সে। আর বত্রিশ ঘণ্টা পর তিনদিন পূর্ণ হবে। কোন বাধাই তখন থাকবে না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকার দরকার হবে না। সে, জুনেস্কি, টিটো এবং ম্যাক—চারজনের মধ্যে যার সুযোগ হবে সে-ই গুলি করে গুঁড়িয়ে দেবে ওর মাথার খুলি।

রাস্তা থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নুড়ি পাথরের স্তূপের পাশে নিয়ে এসে নামান হয়েছে স্টকটনকে। চোখ দুটো বন্ধ তার, মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে। ছড়িয়ে আছে হাত-পাগুলো নিশ্চল। ক্ষতের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে জ্যাক জাস্টিস, রক্তপড়া বন্ধ হয়েছে তাতে। তার

বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে সে। ঝুঁকে পড়েছে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখের উপর। দুই হাত দিয়ে তার কাঁধ খামচে ধরল। কানের কাছে মুখ নামিয়ে চিৎকার করছে. 'কথা বল, কথা বল, কথা বল! কোথায় যাচ্ছেন ডক্টর ফিলাতভ? এদিকে কেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন তিনি? নকশা-টকশা…'

স্টকটন ধীরে ধীরে চোখ মেলছে দেখে থেমে গেল জ্যাক জাস্টিস। পিছন থেকে তার সঙ্গীর কাতরানির আওয়াজ ভেসে আসছে। অপর সঙ্গীটি সুশ্রূষা করছে তার।

জ্ঞান হারায়নি স্টকটন, আশপাশে কি ঘটছে, কে কি বলছে সবই বুঝতে পারছে সে।

'বাঁচবে তুমি,' জোর গলায় আশ্বাস দিল জ্যাক জাস্টিস। 'হার্টের কোন ক্ষতি করেনি বুলেট। রক্ত পড়া বন্ধ করে দিয়েছি। চিকিৎসা করলেই বাঁচবে তুমি। করব চিকিৎসা। ভয়ের কিছু নেই। ডক্টর ফিলাতভের কথা বল। কি উদ্দেশ্যে…'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে স্টকটন।

'কি? ভয় হচ্ছে, মারা যাবে?'

জ্যাক জাস্টিসের চোখে চোখ রেখে আবার এদিক-ওদিক মাথা নাড়তে শুরু করল স্টকটন। ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। দু'হাত দিয়ে চেপে রেখেছে বুকের ক্ষতটা। 'জানি। চিকিৎসা হলে '

'হ্যাঁ, বাঁচবে। এবং তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করছি।' ব্যগ্র হয়ে বলল জ্যাক জাস্টিস। কিন্তু তার আগে…'

দীপ নিভু নিভু, তবু মুহূর্তের জন্যে ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা স্টকটনের।

'কি! মুখ খুলবে না?' অবিশ্বাসভরে স্টকটনের মুখের দিকে

তাকিয়ে আছে জ্যাক জাস্টিস। 'তুমি বাঁচতে চাও না?'

নিভে গেল স্টকটনের হাসি। চোখ বুঁজে গেছে। দীপ নিভে যায় যায়। জ্যাক জাস্টিস তার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আই স্যালুট ইউ, স্টকটন। তোমার দেশপ্রেমের প্রশংসা করি। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের এত সুনামের কারণ কি, আজ বুঝলাম।'

জ্যাক জাস্টিসের কথাও শেষ হল, অমনি একপাশে ঢলে পড়ল স্টকটনের মাথা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে দাঁড়াল জ্যাক জাস্টিস। সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল কিছু। ভাষাটা ইংরেজী নয়, রাশান। সংক্ষিপ্ত উত্তরটাও তাই।

হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে ডন, কিন্তু তার কোন প্রকাশ নেই। অন্তত মুখে কিছু বলছে না সে। খানাখন্দ দেখে জীপটাকে তুমুল ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে. এদিক-ওদিক অনবরত ঘুরছে তার হাতের স্টিয়ারিঙ হুইল। একটা ভুল ধারণা ভেঙে গেছে তার। সে ভেবেছিল সমগ্র অভিযানে বাইরে থেকে তেমন বিপদের ঝুঁকি নেই। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। জ্যাক জাস্টিসের জীপে টাইম বোমা গ্রেনেড থেকে শুরু করে টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল, স্টেনগান ইত্যাদি দেখে চোখ খুলে গেছে তার। যে-কোন মূল্যে ডক্টর ফিলাতভকে কেড়ে নেবার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে ওরা। শুধু ওরা নয়, সবগুলো দলই নিশ্চয়ই একই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়ে এসেছে। ডক্টর ফিলাতভকে কব্জা করার জন্যে দু'একটা মানুষ খুন তো মামুলি ব্যাপার, দরকার হলে ওরা ম্যাসাকার করবে। তার ক্ষোভ আর দুঃখের কারণ হল, প্রতিপক্ষের এই বেপরোয়া যুদ্ধ প্রস্তুতির পরিণতিতে

এতটুকু বিপদের ভয় নেই ডক্টর ফিলাতভ, ওরফে রানার। তার গায়ে কেউ আঁচড়টি পর্যন্ত কাটবে না। সমস্ত ঝড়-ঝাপটা যাবে তাদের উপর দিয়ে। প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। জুলি গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু না জানলেও, তাদের দু জনের জীবনই বিপন্ন টিটো, জুনেস্কি এবং ম্যাকের বিপদও কম নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো পরস্পরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করবে, সবাই চাইবে সবার আগে ডক্টর ফিলাতভকে মুঠোয় ভরতে, তাতে সংঘর্ষ অনিবার্য। বুদ্ধি এবং শক্তি যাদের বেশি, তারাই জিতবে। তাই যদি হয় ব্যাপারটা, টিটো-জুনেস্কি থই পাবে না। একজন লোককে খুন করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছে ওরা, কয়েকটা দলের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। যুদ্ধ শুরু হলে পরাজয় বরণ করতে হবে, প্রাণ দিতে হবে।

অপর দিকে, ভাবছে ডন, রানা সম্পর্কে যে ভয়টা সে করেছিল, তা যথার্থই। যত দেরি হবে ওকে খুন করা ততই কঠিন হয়ে উঠবে। যেমন অসম্ভব ক্ষুরধার বুদ্ধি, সেই রকম দুধর্ষ। একে সামলান ছয় জনের একটা দলের পক্ষে কিভাবে সম্ভব! কার্ল পপকিনের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে শুরু করল সে। দূরদৃষ্টি থাকলে বিনা প্রস্তুতিতে এ ধরনের বিপজ্জনক একটা অভিযানে পাঠাত না সে।

মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করল ডন। তিন দিন গত হওয়া মাত্র ঘড়ির কাঁটা দেখে খতম করবে সে রানাকে। কাজটা দশটা দলের সামনে সারতেও দ্বিধা করবে না।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। 'আমার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে গিয়েই মরতে হল স্টকটনকে,' মৃদু গলায় বলল ও। 'ওকে একশো গজ দূরে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মাত্র বিশ গজ দূরে লুকিয়ে ছিল সে।' বিষণ্ণ মুখে

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে ও। 'কেন রে, পাগল, এই অতিরিক্ত কর্তব্যবোধ দেখাতে গেলি তুই।'

'হ্যাঁ,' বলল জুলি, 'ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে তাকে। ইস্, ও যদি তোমার নির্দেশ শুনত, ফেজকেও এভাবে মরতে হত না। খুবই ভাগ্যের জোর, বেঁচে গেছ তুমি।'

ম্যাপ দেখছে রানা। মাঝে মাঝে মুখ তুলে রাস্তার দু'পাশে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ বলল, 'ডন, গাড়ি থামাও।'

ব্রেক কষে জীপ দাঁড় করাল ডন। 'কি ব্যাপার?'

সামনের রাস্তাটা যেখানে চওড়া হয়ে গেছে তার বাঁ দিকের সমতল জায়গাটার উপর দিয়ে প্রায় সিকি মাইল দূরে চলে গেছে রানার দৃষ্টি। পাইন গাছের ভিড় ওদিকে। আঙুল তুলল রানা, 'ওখানে যেতে চাই।'

'কেন?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করল ডন। 'আবার কিছু করার কথা ভেবেছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। স্টকটনের ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই,' বলল রানা, 'ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু ফেজকে আমরা যথাযোগ্য সম্মানের সাথে সমাহিত করব। তাছাড়া, কেভো ক্যাম্পে পরে গেলেও চলবে, তার আগে বিশ্রাম দরকার আমাদের।' একটু বিরতি নিল রানা। 'কিন্তু স্মৃতি হারাবার ফলে ধর্মীয় নিয়ম কানুন কিছুই তো আমার মনে নেই—আমরা লাশ পোড়াই, না মাটি দিই?'

'চিন্তা কর না,' বলল ডন। 'আমরা ত জানি সব।'

'আরও একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। শত্রুপক্ষদের গতিবিধি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চাই ওখান থেকে।' অনেকক্ষণ পর পাইপে টোবাকো ভরতে দেখছে জুলি রানাকে। 'আমি ঠিক করেছি,'

বলল রানা, 'যারা আমাদেরকে অনুসরণ করছে প্রত্যেকের বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। প্রতিশোধ নিতে না পারলে কি করে মুখ দেখাব মিঃ পপকিনকে?'

হেলসিঙ্কি। ইসরায়েলি দূতাবাস।

অফিসরুমে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে পপকিন, কোথাও কোন সন্দেহ নেই, অনুভব করছে সে, একটা মস্ত গোলমাল বেধে গেছে। কিন্তু গোলমালটা কি হতে পারে, গত তিন দিন থেকে হাজারো মাথা ঘামিয়েও বের করতে পারছে না। রানাকে নিয়ে স্টকটন রওনা হয়ে গেছে গতকাল। তার আগের দিনই ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠিয়েছে সে হেডকোয়ার্টারে। মেসেজে পরিষ্কার জানিয়েছে, বার ঘণ্টার মধ্যে ডক্টর ফিলাতভকে পাঠিয়ে দিতে হবে। তার পরিকল্পনা ছিল, রানাকে পাঠিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টা পরই সে রওনা হয়ে যাবে ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে।

হ্যাঁ-না কোন উত্তর আসেনি বার ঘণ্টা পর। ডক্টর ফিলাতভও এসে পৌঁছায়নি। গতকাল আবার মেসেজ পাঠিয়েছে সে। ভেবেছিল রাত্রের মধ্যে পৌঁছে যাবে ডক্টর। কিন্তু এবারও নিরাশ হতে হয়েছে তাকে। তিন এবং চার নম্বর মেসেজ আজ সকাল এবং দুপুরে পাঠিয়েছে—কোন সাড়া নেই হেড কোয়ার্টারের। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এর আগে এমন কখনও ঘটেনি। অবস্থা এমন বিদঘুটে, উদ্ভট সব চিন্তা ঢুকছে তার মাথায়। ইসরায়েল নামক দেশটা কর্পূর হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়নি তো?

কিন্তু এসব আজেবাজে কথা ভেবে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না পপকিন। গতকালই ডক্টর ফিলাতভকে নিয়ে রওনা হয়ে যাবার

কথা ছিল তার।

পায়চারি থামিয়ে ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসল সে। রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল মেসেজ।'রাতের ফ্লাইটে আমি আসছি···'

চার

পাইন গাছের আড়ালে আধখানা সূর্য, মাটিতে রৌদ্রছায়ার চঞ্চল আলপনা। পরনে সাদা কালো ডোরা কাটা ঢিলেঢালা স্লিপিং গাউন রানার, বাতাসভরা রাবারের নরম বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বালিশ বুকে দিয়ে। চোখে বায়নোকুলার। তাকিয়ে আছে রাস্তার দূর প্রান্তে। ওর দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছে জুলি, স্বচ্ছ নাই-লনের ফ্রকের নিচে সাদা অন্তর্বাস এবং ব্রা। গালে একটা হাত রেখে রানার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। ভাঁজ পড়া বয়স্ক মুখটার জায়গায় হয়ত রানার আসল চেহারাটা কল্পনা করেছে।

রাস্তা থেকে ওদের ক্যাম্প তিনশো গজ দূরে। দু'দিকে উঁচু পাথুরে মাটির ঢিবি, আরেক দিকে পাইন গাছের বেড়া। সামনের রাস্তা ধরে কেভো ক্যাম্পের দিকে যারাই যাক, পরিষ্কার দেখতে পাবে ওদেরকে। এখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক পিছনের রাস্তা দেখতে পাওয়া যায়।

আধঘণ্টা আগে তাঁবু গেড়েছে ওরা। জ্যাক জাস্টিসের জীপে প্রচুর রেডিমেড খাবার আবিষ্কৃত হওয়ায় রান্না-বান্নার ঝামেলা থেকে

বেঁচে গেছে জুলি। এখন রাত দশটা। ঠিক হয়েছে একটা পর্যন্ত ঘুমাবে ডন। তারপর রানা ঘুমাতে যাবে। জুলিরও এখন ঘুমাবার পালা। কিন্তু একটু আগে তাঁবু থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সে। হাতে বালিশ। বলেছে, 'মেশিনগান চালাচ্ছে লোকটা। বিশ্বাস না হয়, যাও, শুনে এস নিজের কানে। এর নাম যদি নাক ডাকা হয়...' কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে বিছানার একপাশে সরিয়ে দিয়েছে রানাকে, তারপর শুয়ে পড়েছে গা ঘেঁষে। রানাকে হেসে উঠতে দেখে ঠোঁট উল্টে বলেছে, 'যতই হাসো, ওসব আমি কেয়ার করি না। কিছু ওষুধ থাকলে দাও, তা নাহলে ঘুম আসবে না আমার।'

জ্যাক জাস্টিসের জীপ থেকে স্টেন ছাড়াও ছয়টা গ্রেনেড, ছয়টা টাইম বম্ব, টেলিস্কোপ লাগান রাইফেল এবং বিস্তর গোলাবারুদ পাওয়া গেছে। ডনকে দিয়ে অস্ত্রগুলো চেক করিয়ে নিয়েছে রানা। সমস্ত অস্ত্র এবং গোলাবারুদের দায়িত্ব ডনের উপরই ছেড়ে দিয়েছে ও, নিজের সাথে রেখেছে একটা রিভলভার আর স্টেন। স্টেনটা পড়ে আছে বিছানার পাশে। রিভলভারটা বালিশের তলায়।

এখানে পৌঁছেই তাড়াহুড়ো করে ব্যবস্থা করা হয়েছে লাশের। শোক প্রস্তাবটার উদ্যোক্তা ছিল দলনেতা রানা। এক মিনিট নীরবতা পালন করে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে ম্যালকম ফেজের অমর আত্মার প্রতি।

পাশ থেকে দেখছে জুলি, চোখের কোণ একটু কুঁচকে উঠল রানার। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল সে।

'হুঁ,' দূর-প্রান্তসীমায়, রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেখানে ধুলোর ক্ষীণ একটা মেঘের আভাস দেখতে পাচ্ছে রানা। 'এখনও পরিষ্কার নয়। জীপ বলে মনে হচ্ছে

না।'

'আমার ধারণা, জ্যাক জাস্টিস আসছে,' বলল জুলি।

'কারও গাড়ি যদি ছিনতাই করতে পেরে থাকে।'

'আমাদেরকে তো দেখতে পাবে, প্রতিক্রিয়াটা কি হবে তাই ভাবছি।'

'ওর স্টেন এখন আমাদের কাছে। সে যে স্টকটনকে খুন করেছে তা আমরা দেখেছি জানে। আমার ধারণা, অন্য কোন উপায়ে আমাদের খবর রাখবে সে, কাছে পিঠে সহজে ঘেঁষবে না আর।'

আরও খানিক পর চকচকে বাদামী গাড়িটা স্পষ্ট হল। 'ওরে-ব্বাবা! মার্সিডিস চালিয়ে আসে, এটা আবার কোন্ দল!'

'তাই নাকি?' হাসল জুলি। 'এরা হয়ত আমাদের প্রতিপক্ষ কেউ নয়। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসার, এদেরই তো খোরাক কেভো ক্যাম্প।' রানা বায়নোকুলার চোখ থেকে নামাচ্ছে না দেখে অধৈর্য হয়ে উঠছে জুলি।

খানাখন্দে পড়ে ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়িটা। এখনও অনেক দূরে, ছোট্ট খেলনার মত দেখাচ্ছে।

'লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ?' বিছানার উপর উঠে বসল জুলি।

কথা বলছে না রানা।

'বায়নোকুলারটা একবার দেবে?'

আরও এক মিনিট পর চোখ থেকে সেটা নামাল রানা। 'নাও,' জুলির দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'নয়ন সার্থক কর।'

'ওমা!' বায়নোকুলার চোখে তুলেই বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠল জুলি। 'আকাশ থেকে পরী…এত রূপ হয় কোন মেয়ের! রীতিমত ঈর্ষা হচ্ছে আমার। মেয়েটার পাশে…মাই গড!' দ্রুত চলতি

ধারা-বিবরণী প্রচার করে যাচ্ছে সে, 'কি বিশাল বুকের ছাতি! পুরুষ বটে একটা। কিন্তু যাই বল, ছোকরার বয়স একেবারে কম, ওর পক্ষে এই স্বর্গীয় রূপের মর্যাদা দেয়া কক্ষণো সম্ভব নয়, সামলাতেই পারবে না।'

'আরও একজন আছে,' স্মরণ করিয়ে দিল রানা, 'ওর প্রতি অবিচার করছ কেন?'

'ঠিক,' বলল জুলি। 'কিন্তু বলবটা কি, বল? বয়সের দিক থেকে মেয়েটার উপযুক্ত, কিন্তু একটা হাত যে নেই। নাহ্, কানা-খোঁড়ার সাথে এ মেয়েকে আমি জুটি বাঁধতে কোন মতেই দেব না, জান থাকতে নয়...' নিজের কথায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল জুলি। চোখ থেকে বায়নোকুলারটা নামিয়ে ফেলল। খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে এখন পরিষ্কার। 'আসল ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছ? সামনের সীটে ওরা দু'জন ছাত্র-ছাত্রী, পিছনের নুলো ভদ্রলোক ওদের প্রফেসার। দেখছ! তিনজনই তাকিয়ে আছে এদিকে।'

সামনের রাস্তা দিয়ে দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে মার্সিডিস। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানা। 'সম্ভবত এটাই একমাত্র দল,' বলল রানা, 'যাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। ছাত্র-ছাত্রী? উঁহু, আমার তা মনে হয় না। বিয়ে করা বৌকে নিয়ে হানিমুনে যাচ্ছে ছোকরা। অচেনা জায়গা, তাই হয়ত গাইড বা বডিগার্ড হিসেবে নিয়ে এসেছে পিছনের লোকটাকে।'

'হতেই পারে না!' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল জুলি। 'দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ মেয়ের বিয়ে হয়নি। আর, যার একটা হাত নেই, তাকে তুমি বডিগার্ড ভাবছ কিভাবে?'

হাসল রানা। 'এমন যার সুন্দরী বউ, দু'হাতওয়ালা স্বাস্থ্যবান

বডিগার্ড কোন্ সাহসে আনতে যাবে সে, বল ?'

হাতজোড় করল জুলি। 'মাফ চাই, তর্কে তোমার সাথে আমি পারব না।'

বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মার্সিডিজ। চোখ কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে আছে জুলি, 'ঠাট্টা করছি না,' বলল সে। 'তোমার আসল চেহারার পাশে খুব সম্ভব মেয়েটাকে দারুণ মানাবে।'

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল রানা। উত্তেজিত দেখাচ্ছে ওকে। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল রাস্তার দিকে। কিন্তু গাড়িটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। জুলির দিকে ফিরল ও। 'ইস্।' চোখেমুখে নৈরাশ্য ফুটিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'আগে বললে না কেন!'

পরমুহূর্তে হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলল দু'জনেই।

জুলির হাত থেকে বায়নোকুলারটা নিল রানা। চোখে তুলেই বলল, 'আরেক দল আসছে। এরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপক্ষ কেউ।'

দু'মিনিট পর সবুজ রঙের জীপ এবং আরোহী দু'জনকে পরিষ্কার দেখা গেল। রানার কাছ থেকে বায়নোকুলারটা চেয়ে নিয়ে দেখছে জুলি। আলখাল্লার মত আপাদমস্তক ঢাকা সউদী অ্যারাবিয়ান পোশাক পরা দু'জন আরোহী। ড্রাইভিং সীটের পাশে বসা লোকটা মুখ ভেঙচে আছে। ভুলটা আরও একটু পর ভাঙল জুলির। গুলি খেয়েছে বাহুতে, তাই ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখটা। ব্যাণ্ডেজের গায়ে রক্তের ছোপ। 'শুধু প্রতিপক্ষ নয়, জাত দুশমন, বলল জুলি, 'গুলি খেল কিভাবে বল তো?'

‘পথে কাঁটা পুঁতে রেখে এসেছি আমরা,’ বলল রানা।

‘মানে ?’

‘জ্যাক জাস্টিস,’ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টার মধ্যে একের পর এক সাতটা গাড়ি দেখা গেল সামনের রাস্তায়। তৃতীয় দলটাকে দেখে বিস্মিত হল রানা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে এত দূরে চলে এসেছে চীনারাও। কিন্তু মিঃ পপকিন আর সবার কথা বললেও, এদের কথা তো বলেনি।

‘চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিস!’ বলল জুলি। ‘আমাদেরকে দু’চোখে দেখতে পারে না। হাত দুটো নিশপিশ করছে আমার।’

‘মন খারাপ কর না,’ আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। ‘সুযোগের সন্ধানে আছি, পেলে এদের সবাইকেই এত পরিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার দেব।’

চীনাদের পর এল কানাডিয়ান, ফ্রাঞ্চ, জার্মান, বৃটিশ সুইডিশ দল, বাকি একটা দলকে চিনতে পারা গেল না। যাবার পথে সবগুলো দলই ওদেরকে দেখে গেছে, কিন্তু শেষ দলটা ছাড়া কোন দলই গাড়ি থামায়নি। অপরিচিত দলটার ল্যাণ্ডরোভার দাঁড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু স্টেন নিয়ে জুলিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে গাড়ি থেকে নামতে সাহস পায়নি কেউ। স্টার্ট নিয়ে কেটে পড়েছে তাড়াতাড়ি।

চোখে রোদ লাগছে, একটু সরে বসল জুলি। খুক করে কাশল একবার। ‘আস্তন ?’

‘বল.’ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা। চোখ দুটো বন্ধ।

গলার স্বর শুনে মনে হল মহা এক সমস্যায় পড়েছে জুলি। ‘একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল তোমাকে।’

চোখ খুলে গেল রানার। ভুরু কুঁচকে তাকাল। ‘কি কথা?’

মুখে হাসি নেই জুলির। সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাকে। 'খুব গোপন একটা কথা।'

'গোপন কথা?' উঠে বসল রানা। জুলির একটা হাত ধরল। 'কি গোপন কথা?'

'ভেবেছিলাম চাঁদ-টাঁদ উঠলে বলব,' নৈরাশ্যে মুখের চেহারা বিষণ্ণ করে তুলল জুলি। 'কিন্তু এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে ডুবতেই চায় না সূর্যটা। হ্যাঁ গো, এদিকের আকাশে চাঁদ ওঠে না।'

'ওঠে। কিন্তু আজ উঠবে না। এক আকাশে দুটো চাঁদ ওঠে কখনও?'

'মানে?' রানার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল জুলির মুখের চেহারা।

দু'হাত দিয়ে জুলির মুখটা ধরল রানা। ঠোঁট নামিয়ে আলতো চুমু খেল। বলল, 'তুমি রয়েছ দেখে লজ্জায় উঠছে না আজ।'

চেঁচিয়ে উঠল জুলি, 'কি সংঘাতিক চালু লোকরে, বাবা…!'

জুলির কথা চাপা পড়ে গেল। আবার নেমে এসেছে রানার ঠোঁট জোড়া, মৃদু ধস্তাধস্তি করছে জুলি। রানার হাত থেকে ছুটবার চেষ্টা করছে। মুখটা সরিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'অ্যাই কি হচ্ছে। সব দেখে ফেলবে ডন।'

'দেখবে কি করে? বেঘোরে ঘুমাচ্ছে—আওয়াজ পাচ্ছ না মেশিন-গানের?' বিছানায় গড়িয়ে পড়ল রানা বুকের সাথে চেপে ধরা জুলিকে নিয়ে। হাসল, 'আর দেখে যদি ফেলেই, বলব আস্তন ফিলা-ভভের ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম।'

হেসে উঠল জুলি। তারপর মৃদু কিল দিল রানার বুকে। 'অ্যাই …না ছাড়ো· প্লিজ। এই খোলা মাঠে…'

ততক্ষণে নাইলনের স্কার্ট সরে গেছে শরীরের বিশেষ বিশেষ

জায়গা থেকে, খুলে গেছে ব্রা-র হুক।

'ঘুমের ওষুধ চেয়েছিলে না?' মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা।

'দাও।' রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে অস্ফুট স্বরে চাইল জুলি।

পাহাড়ের উপর থেকেই দিগন্তবিস্তৃত বিশাল উপত্যকাটা দেখতে পেল ওরা। ঢাল বেয়ে নেমে গেছে রাস্তাটা। উপত্যকার মাঝখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে রাস্তা। বামদিকে পনের মাইল সোজা এগিয়ে গেলে কেভো ক্যাম্প। ডানদিকের রাস্তাটা সোমপিয়োর দিকে চলে গেছে।

গাড়ি চালাচ্ছে ডন। পাশের সীটে রানা। পিছনে জুলি।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। পশ্চিম দিকে তাকাল। আর পনের মিনিট পর অস্ত যাবে সূর্য। চোখ ফিরিয়ে নিতে যাবে, হঠাৎ কি যেন ঝিক্ করে উঠল ডান পাশের পাহাড়ে।

'ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে আস্তন,' পিছনের সীট থেকে বলল জুলি। 'উত্তরের পাইন গাছগুলোর কাছে।'

'দেখেছি,' বলল রানা। 'আরও বাঁ দিকে তাকাও। চোখে পড়ছে কিছু?'

'তাই তো। তাঁবু।'

'হ্যাঁ। সবাই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। চোখে বায়নোকুলার এঁটে দেখছে,' বলল রানা। 'আরও উত্তরে নাকি সোমপিয়োর দিকে যাব, জানতে চায়।'

'কি করবেন বলে ঠিক করেছেন?' জিজ্ঞেস করল ডন।

'ম্যাক এখানেই কোথাও আছে,' বলল রানা। 'দুঃসংবাদটা

জানানো দরকার তাকে। তাছাড়া, আমার ওপর মিঃ পপকিনের নির্দেশ আছে, এই কেভো ক্যাম্পেই নকশা বের করে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করতে হবে।'

উপত্যকায় নেমে এসেছে জীপ। সমতল রাস্তা। স্পীড বাড়িয়ে দিল ডন।

'দু'মিনিট এগিয়ে থামো,' বলল রানা। চোখ থেকে বায়নোকুলার নামাল। 'ম্যাকের টু-সীটের ফিয়াট দেখতে পেয়েছি আমি।' বরফের মুকুট পরা পাহাড়টার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'ওটার একশো ফুট ওপরে।'

'ঠিক দেখেছ? গাড়ি নিয়ে চড়ল কিভাবে?' জানতে চাইল জুলি।

'গবেষকদের কথা ভেবে নিশ্চয়ই পাহাড়ে চড়ার রাস্তা তৈরি করা আছে,' বলল ডন।

লেকের পাশে পাইন গাছের ভিড়ে জীপ থামল ওদের। রাস্তার বাঁকটার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তিনজনই ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। দ্রুত খাটান হল তাঁবু। হালকা কিছু নাস্তা তৈরি করল জুলি। তিন মিনিট পর টুপ করে ডুবে গেল দিগন্তরেখার অপরদিকে প্রকাণ্ড সূর্যটা। 'ঠিক দু'ঘণ্টা পর ছয়টার সময় আবার উদয় হবে,' বলল ডন। শুয়ে আছে সে। তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে।

রাইফেলটা তুলে নিল জুলি। 'তোমরা ঘুমাও, আমি

'গার্ড দেবার কোন দরকার নেই,' নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে হাসল রানা। 'আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কি তা না জেনে কেউ চড়াও হবে না। দিব্যি ঘুমানো যেতে পারে সকাল আটটা পর্যন্ত।'

'শুনেছি কেভোয় পাহাড়ী নেকড়ে আছে···

হাসল রানা। 'আছেই তো। কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষতেই পারবে না। তাড়াবার জন্যে সব ক'টা দল জেগে পাহারা দিচ্ছে। ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেবে না ওরা।'

রাইফেল রেখে দিল জুলি। শেষ প্রান্তে নিজের বিছানায় গিয়ে বসল। 'ডন, ঘুমালে নাকি?' ভিতরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে।

জেগেই অছে ডন। কিন্তু ঘুমের ভান করে থাকল। কথা বলার প্রবৃত্তি নেই তার। তাকিয়ে আছে বাইরে। সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু ঠিক যাকে অন্ধকার বলে তার কোন নাম নিশানা নেই এখনও কোথাও। গাঢ় ছায়া ঢেকে রেখেছে চারদিক। ক্রমশ আরও গভীরতর হচ্ছে।

ভিতরটা কেঁপে গেছে ডনের। রানাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার। তার আশাঙ্কাই যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। যত দেরি করা হবে ততই লোকটাকে খুন করা কঠিন হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে ওর প্রতিটি কাজে যে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, রীতিমত ভয়ই করছে তার। ছয় জনের ছোট একটা দলের ঘাড়ে এমন দুর্ধর্ষ আর বুদ্ধিমান লোককে খুন করার দায়িত্ব দেয়া উচিত হয়নি মিঃ পপকিনের। ছয় জনের মধ্যে দু'জন এরই মধ্যে খসে গেছে। টিটো জুনেস্কি আশপাশেই আছে. রানার মুখে গত রাতের বর্ণনা শুনে বুঝে নিয়েছে সে। খবরটা পেয়ে স্বস্তি অনুভব করছে, একটু বেড়েছে আত্মবিশ্বাস। নিজেকে অতটা একা একা লাগছে না এখন আর। কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। কাছাকাছি ম্যাকও রয়েছে, জুলি অবশ্য থাকা না থাকা সমান। কিন্তু ওরা চারজনই বা কি করতে পারবে? তিন দিন পূর্ণ হয়নি এখনও, সুতরাং হাত পা বাঁধা ওদের। কখন পরিবেশ আসবে, যদি আসে তবে···এর কোন মানে হয়?

তবু, শেষ পর্যন্ত একটা সময় আসবে, যখন আর পরিবেশের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। এখন সাড়ে চারটে। আগামীকাল ঠিক এই সময়, ভোর সাড়ে চারটের সময় পূর্ণ হবে মিঃ পপকিনের দেয়া তিনটে দিন। তখন আর কোন বাধাই থাকবে না। কিন্তু, দুরু দুরু করছে বুকটা তার এই ভেবে যে, তার আগে কি না কি ঘটিয়ে বসে রানা। ওর সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। নিজের পরিচয়, আমাদের সাথে শত্রুতার সম্পর্ক, হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র — এসব ব্যাপারে কিছুই ও জানে না, যা কিছু করছে আমাদের সাহায্য করার জন্যেই, এতেই ওকে সামলানো অসম্ভব মনে হচ্ছে. সব জানলে না জানি কি হতো! শিউরে উঠল ডন লোকটার কাছাকাছি এলেই গা ছমছম করে। কিন্তু উপায় নেই, আরও চব্বিশটা ঘণ্টা কাটাতে হবে তাকে এই জলজ্যান্ত আতঙ্কটার সাথে।

রোদ ঝলমলে সকাল। দূর-পাহাড়ের সারির মাথায় বরফের ঝুঁটি সোনালী রোদ লেগে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা বিকিরণ করছে। বরফছোঁয়া বাতাসে হিমেল আমেজ। রোদ পোহাচ্ছে রানা আর ডন। তাঁবুর সামনে বসে কফি খাচ্ছে ওরা। সাথে সারাক্ষণ অস্ত্র রাখার দরকার নেই হালকা ভাবে দু'একবার কথাটা বলেছে রানা, কিন্তু কান দেয়নি ডন। তার পাশেই পড়ে আছে একটা রাইফেল। শোল্ডার হোলস্টারে লোডেড রিভলভারটা তো আছেই।

দু হাতে মুখের সামনে তুলে ধরা একটা বই পড়ছে রানা। আর কোনদিকে খেয়াল নেই।

দ্রুত নানান কথা ভাবছে ডন। জুনেস্কি শালা চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে নাকি? এখন যদি সে গুলি করে মেরে ফেলে

রানাকে, ক্ষতিটা কোথায়? সেইরকম নির্দেশই তো দিয়েছেন মিঃ পপকিন। পরে যদি ব্যাখ্যা দিতেই হয়, বললেই হবে যে গার্ডকে গুলি করে আহত করতে চেয়েছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ গুলি লেগেছে ডক্টর ফিলাতভের মাথায়। এই সহজ ব্যাপারটা মগজে ঢুকছে না জুনেস্কির? কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে সে? উপত্যকার যেখানেই সে থাকুক, তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায় বসে আছে রানা। এর চেয়ে ভাল টার্গেট আর কি হতে পারে।...নাকি সাহস পাচ্ছে না? স্টকটন এবং ফেজকে দেখতে না পেয়ে দ্বিধা ঢুকে গেছে মনে? ঘাবড়ে গেছে?

হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ডনের শরীরে। গুলির আওয়াজ। রাইফেলটা তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রানার দিকে তাকাল। বইটা পাশে নামিয়ে রাখছে রানা।

'গুলির শব্দ হল, না?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত ভাবে বলল ডন। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, ডক্টর ফিলাতভ। এদিকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়নি গুলিটা।'

'তা হবেও না, জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু কে কাকে গুলি করল আঁচ করতে পারছ কিছু?'

উপত্যকার চারদিকে তাকাল ডন। দূরে দূরে দুটো তাঁবুর মাথা, একটা গাড়ির নাক, আরও দূরে একটু ধোঁয়ার রেশ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতটুকু চাঞ্চল্য নেই চারদিকের কোথাও। গুলির শব্দটা যেন কানের ভুল। গোটা উপত্যকাটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

'ভুল করে কারও ট্রিগারে চাপ পড়ে গিয়েছিল সম্ভবত...'

বইটা তুলে নিয়ে পড়ায় মন দিল আবার রানা। 'তাই হবে,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল ও।

দাঁড়িয়েই আছে ডন। চোখেমুখে আশার উজ্জ্বল আলো। ধরেই

নিয়েছে সে জুনেস্কিরা গুলি করছে। কিন্তু বুলেটটা এদিকে আসেনি। প্রথম গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই পারে। দ্বিতীয় গুলিটার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। এক দুই করে সেকেণ্ডগুলো বয়ে যাচ্ছে। এক মিনিট কাটল। এত দেরি করছে কেন? ধীরে ধীরে নিরাশায় ছেয়ে গেল মনটা। দু'মিনিট পর মুখ কালো করে বসে পড়ল সে।

দশ মিনিট পর কাছের পাহাড় থেকে নেমে এল জুলি। সকাল-বেলা ঘুম থেকে উঠে লেকে সাঁতার কেটেছে কিছুক্ষণ সে। টাইটফিটিং জিনের নীল ট্রাউজারের সাথে মেরুন রঙের ফুলহাতা শার্ট পরে, পায়ে ফিল্ড বুট গলিয়ে ঘন্টাখানেক আগে পাহাড়ে চড়তে গিয়েছিল। কাছে এসে বিছানার কিনারায় বসল সে। গলায় ঝুলানো বায়নোকুলারটা নামিয়ে রাখল পাশে।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। 'হাসছ কেন?'

'ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে দেবে না ওরা,' বলল জুলি, 'তোমার এই কথাটা হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক।'

'কি রকম?' দ্রুত জানতে চাইল ডন।

'আমাদের অ্যারাবিয়ান প্রতিপক্ষ সম্ভবত টেলিস্কোপটা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে বা স্রেফ খেয়ালবশতঃ আমাদের তাঁবুর দিকে রাইফেল তুলেছিল। ব্যাস আর যায় কোথায়? বায়নো-কুলার চোখে ছিল আমার, চারদিকে তাকিয়ে দেখি সে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! একজন তো আরবটার দিকে লক্ষ্য করে গুলিই করে বসল।'

'লেগেছে?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইল ডন।

'গায়ে মারলে হয়ত লাগত, কিন্তু গায়ে মারেনি। রাইফেলটা ছিটকে পড়ে যেতে দেখেছি। মাথা নিচু করে নিয়ে দু'জনেই দৌড়ে পালাল তাঁবুর ভিতর। তারপর, ওমা, চারদিকে তাকিয়ে দেখি প্রায়

সব ক'টা দল থেকেই একাধিক লোক আরবদের দিকে রাইফেল তাক করে রেখেছে।'

'ঠিক আছে,' একটু বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'এসব গল্প পরে শুনলেও চলবে। ম্যাকের সাথে কি কথা হল বল।'

'দুঃসংবাদটা পেয়ে দুই মিনিট পাথর হয়ে ছিল সে,' বলল জুলি। 'আমার মেসেজ বোধহয় বিশ্বাসই করতে পারছিল না। বলল, ডনের সাথে কথা বলতে চায়।'

'তুমি কি বললে।'

'তুমি যা বলতে বলেছ। বললাম, আন্তন বা ডন মুখের সামনে আয়না তুললে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে, এবং তুমি তা হতে দিতে চাও না। তোমার ওপর ওকে খুব অসন্তুষ্ট মনে হল। জ্যাক জাস্টিসের কাছ থেকে গাড়ি হাইজ্যাক করার চেষ্টা না করলে স্টক-টন এবং ফেজকে হারাতে হত না. এ-কথা বলে ঘটনাটার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী করতে চেয়েছিল সে তোমাকে।'

'হুঁ,' বলল রানা, 'কিন্তু স্টকটন যদি আমার নির্দেশ মানত তাহলে তাকে ওভাবে মরতে হত না, মরতে হত না ফেজকেও, একথা তাকে বলনি?'

'বলিনি আবার!' জুলি বলল। 'শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্বীকার করেছে কথাটা।'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। উঠে দাঁড়াল। 'ডন, থাকো। জুলিকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। মাপজোক শুরু করা দরকার এবার।'

তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল ওরা। খাপ থেকে থিয়োডোলাইট বের করল রানা। হালকা তেপায়াটা তুলে নিল জুলি। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল উঠে দাঁড়িয়েছে ডন, চোখে বায়নোকুলার, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'এত নার্ভাস ফিল করার কিছুই নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'শান্ত হয়ে বসে থাক। বলেছি তো, কেউ আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না।'

কেন যেন থতমত খেয়ে গিয়ে দ্রুত বসে পড়ল ডন। সে নার্ভাস ফিল করছে, জানল কিভাবে লোকটা? ভাবছে সে। চলে যাচ্ছে ওরা লেকের পাশে কাছের পাহাড়টার দিকে। রানার মাথার পিছনে চোখ রেখে বসে আছে সে। হাতটা ঘামছে, নিশপিশ করছে—রাইফেলটা তুলে নিয়ে···না। হঠাৎ খেয়াল হল তার, চারদিক থেকে কয়েক জোড়া সতর্ক দৃষ্টি লক্ষ্য রাখছে রানার উপর। ওর দিকে রাইফেল তোলার ফল কি, জুলির কথা শুনে তা জানতে বাকি নেই। প্রতিপক্ষরা ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তার কথা ভেবে এবার হয়ত রাইফেল নয়, সরাসরি মাথা লক্ষ্য করে গুলি করবে।

বিদ্যুৎচমকের মত দুর্বুদ্ধিটা চেপেছিল মাথায়, ধীরে ধীরে সেটার প্রভাব থেকে মুক্ত হল ডন। ভাবছে, পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সকাল দশটা এখন। আঠার ঘণ্টা বাকি আর। কিন্তু আঠার ঘণ্টা পরই বা লোকটাকে তারা মারবে কিভাবে?

সমস্যার প্রকৃত চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ডন। রানা এখন একা নয়। ওর পক্ষে আট দশটা দলের পঁচিশ-ত্রিশজন সশস্ত্র লোক রয়েছে, যে-কোন মূল্যে রানাকে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করবে। দিনের বেলায় ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা করা এক-কথায় অসম্ভব। তাহলে উপায়?

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ডনের। চোখে অন্ধকার দেখছে সে। তার একার বুদ্ধিতে কুলাচ্ছে না। জুনেস্কির সাথে পরামর্শ করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সে সুযোগই বা কোথায়? পরমুহূর্তে ভাবল, পরামর্শ করেই বা কি লাভ? পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, মিঃ পপ-

কিনকে ডেকে আনলেও এখন এর কোন সুরাহা হবে না। অনুভব করছে, খোদ হেডকোয়ার্টারের সাহায্য দরকার এই মুহূর্তে।

কিন্তু সেই সাথে এও উপলব্ধি করল, আকাশকুসুম কল্পনা করছে সে। চাইলেও এখন বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাবার উপায় নেই। অথচ গোটা ব্যাপারটা কেঁচে যেতে বসেছে। রানাকে খুন করার মতলবটা দ্রুত বুমেরাঙে পরিণত হচ্ছে···।

পাহাড়ের উপর চড়েছে ওরা। হাঁটু সমান উঁচু একটা পাঁচিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল রানা। থিয়োডোলাইটটা বসাল শক্ত করে। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে কাগজের একটা টুকরো বের করল। সামনের দৃশ্যটা পরখ করার আগে ভাঁজ খুলে কাগজটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে। এটার সাথে আরও তিনটে নকশা দিয়েছে ওকে কার্ল পপকিন। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে বল পয়েন্ট ছিল না, তাই বিশেষজ্ঞের সাহায্যে চওড়া নিবের কলম দিয়ে নকশাগুলো তৈরি করিয়েছে পপকিন। সাথে একটাই নকশা রেখেছে রানা, বাকি তিনটে লুকানো আছে তাঁবুর তিন জায়গায়।

আনকোরা নতুন কাগজের উপর আঁকা হলেও, কৃত্রিম উপায়ে ভাঁজ খাইয়ে পুরানো করা হয়েছে জিনিসটাকে। নকশার মাথার উপর একটা মাত্র শব্দ : Luonnonpuisto. নিচে একটা বিন্দু থেকে ঘড়ির কাঁটার মত তিনটে রেখা বেরিয়েছে, প্রতিটি কোণের মাপ ডিগ্রীর হিসেবে লেখা হয়েছে সতর্কভাবে। প্রত্যেক রেখার শেষ মাথায় একটি করে শব্দ লেখা : jarvi, kukkula এবং Aukio—অর্থাৎ লেক, পাহাড় এবং ফাঁক।

মুখ তুলে চারদিকে তাকাল রানা। নিচে চিকন রেখার মত ছোট একটা নালা, এটাই বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে বরফ গলা পানি পেয়ে

খরস্রোতা নদী হয়ে ওঠে। নাম, কেভোজোকি। বহু দুরে উপত্যকার একপাশে নীল পানিতে টইটুম্বুর একটা লেক। কোমর বাঁকা করে নিচু হল রানা। থিয়োডোলাইটের মাধ্যমে লেকের একটা প্রান্তের দিকে তাকাল।

একটু পর মাথা তুলে ইজেলের রিডিং চেক করল। তারপর আবার মাথা নিচু করে উপত্যকার দুরতম পাহাড়টা দেখল। আরেক-টা রিডিং চেক করছে এখন।

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে লেক আর পাহাড়ের কৌণিক দুরত্ব স্থির করল হিসেব কষে। দিগন্তরেখার উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে সম্ভাব্য ফাঁক আবিষ্কারের চেষ্টা করছে।

গুন গুন করে সুর ভাঁজছে জুলি। রানাকে বিরক্ত করা হবে না ভেবে একটু দুরে সরে গেছে সে। কিনারায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে নিচেটা দেখছে, কখনও বায়নোকুলার চোখে তুলে দুরে তাকাচ্ছে। কোথাও কোনরকম ব্যস্ততা বা চাঞ্চল্যের নমুনা দেখতে পাচ্ছে না সে। আরবদের ক্যাম্পটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। রানার দিকে নজর রেখেছে কিন্তু দু'জনের হাতই খালি, রাইফেল নেই। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়, ভাবল সে।

আর সব দলও তাই করছে। রানার প্রতিটি আচরণ লক্ষ্য করছে তারা। এবং সেই সাথে, পরস্পরের আচরণের উপরও রেখেছে তীক্ষ্ন নজর। কার মনে কি আছে, কেউই জানে না ভাল করে। বিশেষ করে আরবদের সম্পর্কে তারা ভীষণ সন্দিহান। পরিষ্কার বুঝতে পারছে জুলি, ডক্টর ফিলাতভের নিরাপত্তার ব্যাপারে সব ক'টা দল সাংঘাতিক সতর্ক হয়ে আছে।

এ-কারণেই পরিবেশে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে, ভাবল

জুলি। যে-কোন মুহূর্তে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লেই সব ক'টা দল অ্যাকশন শুরু করে দেবে। ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলেও তুমুল যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সবাই সন্দেহ করছে সবাইকে।

পুব-পাহাড় ঘেঁষে পাইনগাছের দাঁড়ানো সারির উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে জুলি। একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। ল্যাণ্ডরোভারটা পিছনে। ওটা বৃটিশ-সুইডিশদের যৌথ দলের ক্যাম্প। কেউ নেই তাঁবুর বাইরে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, এমন সময় বেরিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল এক দীর্ঘকায় লোক। দেখামাত্র বিস্ময়ে প্রায় আঁতকে উঠল জুলি।

ঝাড়া সাড়ে ছয় ফুট লম্বা লোকটা। ব্যাকব্রাশ করা একমাথা সোনালী চুল। শরীরের কোথাও বাড়তি মেদ নেই। চোয়াল দুটো চওড়া। কপাল থেকে নেমে এসেছে ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া পাঁচিলের মত নাকটা। একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না, এমন একটা আভিজাত্য আছে লোকটার চেহারায়। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। বহুদূরে চলে গেছে ধারাল চোখের দৃষ্টি। কিছু দেখছে কিনা বলা মুশকিল। বোধহয়, গভীর ভাবে কিছু ভাবছে। বিশ-বাইশ বছরের একটা চটপটে মেয়ে ত্রস্ত পায়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সসম্ভ্রমে কিছু বলছে সে। লোকটার ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু। দ্রুত আবার তাঁবুর ভিতর ফিরে গেল মেয়েটা।

চোখ থেকে বায়নোকুলার নামাল জুলি। কপালে চিন্তার রেখা। দেখল, যন্ত্রপাতি তুলে নিচ্ছে রানা। কাছে গিয়ে বলল, 'আসুন,

এইমাত্র একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম।'

মুখ ফেরাল রানা। হাসল। 'আচ্ছা!'

'ঠাট্টা নয়,' জুলি হাসল না। 'বৃটিশরা কাকে পাঠিয়েছে জান?'

'কাকে?'

'লেমন।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কে সে?'

'হায়-হায়, লেমনের কথা তোমার তো মনেই নেই,' উত্তেজিতভাবে বলল জুলি। 'লেমন, লেমন! জ্যাক লেমন, বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড ম্যান!'

'তাই নাকি?' তেমন অবাক হল না রানা, বলল, 'চল, দেখি।' আগের জায়গায় ফিরে এল জুলি। ইঙ্গিতে দেখাল পাইন গাছগুলো। চোখে বায়নোকুলার তুলল রানা। 'হুঁ' লেমনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল ও। 'তা অদ্ভুত ভাবছ কেন? গুরুত্ব বুঝে ঠিক লোককেই পাঠিয়েছে ওরা। নিকোলাই ফিলাতভ যা আবিষ্কার করেছেন, তাকে তুমি কি মনে কর? ফর্মুলাটা পাবার জন্যে ইসরায়েলের এই সব বন্ধু প্রয়োজনে ম্যাসাকার করবে, জুলি। যুদ্ধ-বিজ্ঞানে গত দুই শতাব্দী ধরে যত কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে, সবগুলোকে ম্লান করে দেবে এই এক্সরের প্রতিফলন।'

'এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না…

'মিঃ পপকিন তোমাকে সব কথা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি,' বলল রানা। 'সে যাক। এখানকার কাজ শেষ করেছি। মাইল দশেক উত্তরে যেতে চাই আরও। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি এস।'

উত্তরে এসে মাপজোক শেষ করে ডনকে কাজে লাগাল রানা।

কয়েক গজ দূরে দূরে তিনটে জায়গা দেখিয়ে তাকে বলল, 'কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ক্ষিদেটা বাড়িয়ে নাও। এক বর্গগজ এলাকা নিয়ে দুই হাত গভীর হওয়া চাই প্রতিটি গর্ত।' জুলির বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে কফির কাপ-পিরিচ নিল ও। চুমুক দিল ধূমায়িত কাপে। রিস্ট-ওয়াচ দেখল। বেলা বারোটা।

'সবাই এসেছে পিছু পিছু,' বলল জুলি। 'কেউ কেউ তাঁবু রেখে শুধু গাড়ি নিয়ে এসেছে। পরিবেশটা খারাপের দিকে মোর নিচ্ছে, আস্তন।'

'নতুন করে এ-কথা বলছ কেন?'

'প্রতিটি দল বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আগে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টা করছিল, এখন প্রায় প্রকাশ্যেই নজর রাখছে আমাদের ওপর।'

'দূর থেকে হলেও নকশাটা দেখতে পেয়েছে কিনা। যাই হোক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে আমরাও তৈরি।' উঠে দাঁড়াল রানা।

গায়ের শার্ট খুলে রেখে কোদালের কোপ মেরে চলেছে ডন শক্ত মাটিতে। ধীর ভঙ্গিতে মাথার উপর তুলছে কোদাল, বিদ্যুৎবেগে সেটা নামিয়ে এনে কোপ মারার আগের মুহূর্তে হোৎ করে আওয়াজ ছাড়ছে মুখ দিয়ে। শক্ত মাটি, তাই সুবিধে করতে পারছে না। ধীর গতিতে এগোচ্ছে কাজ। সেদিকে অবশ্য মনোযোগ নেই রানার। ডনের পেশীবহুল বিশাল শরীরটা টেনে রেখেছে ওর দৃষ্টি। ভাবছে, অসুরের শক্তি রাখে এই লোক। জুলি ওকে লক্ষ্য করছে, অনুভব করল রানা। একটু গর্বের সাথে হাসল ও। 'ডন একাই একশো তাই না?'

'একটু আগে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলছিল,' বলল জুলি, 'ওর নাকি ভীষণ ভয় করছে।'

'ঠাট্টা করছিল তোমার সাথে।'

'গেলাম,' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে তাঁবুর দিকে হাঁটা ধরল জুলি। 'খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিগে।'

কফি শেষ করে পাইপ ধরাল রানা। জঙ্গলের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রশান্তি রয়েছে। একা একা সেই নিরিবিলি পরিবেশে হারিয়ে যেতে কি ভালই না লাগে ওর। ভুরু কুঁচকে ডনের দিকে তাকাল ও। মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে, কোদালের কোপ খেয়ে কেঁপে উঠছে মাটি।

ঘাসের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল রানা। চারদিকটা দেখে নিল একবার। তারপর ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল সামনের দিকে।

পায়ে চলা সরু পথটা ধরে বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে রানা। ডনের মাটি কাটার শব্দ নেই এখানে। কিচিরমিচির করছে পাখিরা। ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার ফাঁকে ছোট্ট একটা লেকের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। টলমল করছে নীল পানি। সেদিকে যাবার উপায় খুঁজছে রানা, এমন সময় চোখের কোণে রঙিন কি যেন ধরা পড়ল। সাঁত করে পথ থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও।

আওয়াজ আসছে। দু'জন লোকের চাপা গলা। একটা কণ্ঠস্বর চেনা চেনা। উঁকি দিল রানা। জ্যাক জাস্টিস! এ ব্যাটা আবার জুটেছে এসে। সাথের লোকটাকে দেখে আরও অবাক হল রানা। বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড ম্যান। ওদের কথায় মনোযোগ দিল ও। ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল ওর। রাস্তা ধরে রানার তিনহাত

সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুচকি একটু হাসল রানা। ভাবল, 'হাউ!' করে ভয় দেখালে কেমন হয়।

পাঁচ

রাত ন'টা।

সকালে যেখান থেকে রওনা হয়েছিল ওরা, ঠিক সেখানে এসে থামল ওদের জীপ। উপত্যকার মাঝখানে বাঁক নিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে সোমপিয়োর দিকে, বাঁকটার কাছাকাছি আবারও ওদের তাঁবু ফেলা হবে। লাফ দিয়ে নিচে নামল জুলি। গাড়ির পিছন দিকে তাকাল সে। বিশাল এক সমতল এলাকার উপর তিনটে গাড়ি দেখা যাচ্ছে। চীনাদের মাইক্রোবাসটা সর্ব দক্ষিণে। মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান রেখে বৃটিশ-সুইডিশদের জীপ। বাঁয়ে আরও একটা জীপ, দলের পরিচয় জানা নেই। হাততালি দিয়ে উঠল জুলি। 'একেই বলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো। সবাই ফিরে আসছে আবার।'

কটমট করে জুলির দিকে তাকাল ডন। সারাটা দিন গাধার খাটুনি গেছে আজ তার। কম করে হলেও তিন চার টন মাটি কাটতে হয়েছে। শরীরের অবস্থা এমনিতেই কাহিল। তার উপর, ভয় এবং দুশ্চিন্তায় পাগল হতে যা বাকি আছে। কোন খবর নেই ম্যাকের, জুনেস্কিদেরও কোন সাড়া-শব্দ নেই। প্রতিপক্ষরাই এখন সবচেয়ে উৎকট বাধা। তারা পিছু ছাড়েনি দেখে জুলি হাততালি

দিয়ে ওঠায় সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল ডনের। কড়া ধমকের সুরে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল সে। মাথা গরম করা উচিত নয় এখন। যে-কোন মুহূর্তে গোলযোগ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা, প্রথম সুযোগেই সারতে হবে কাজটা। ধৈর্য ধরে, শান্তভাবে সেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে তাকে।

ড্রাইভিং সীট থেকে নামল রানা। 'দাঁড়িয়ে থেকো না, ডন। হাত লাগাও কাজে। তাঁবু গাড়ো তাড়াতাড়ি। খেয়ে-দেয়ে ঘুমাতে হবে না?'

মুখ তুলে তাকাতে গিয়েও তাকাল না ডন। এই সাংঘাতিক ব্যারামটা তাকে আজ সকাল থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে. চোখ তুলে তাকাতে পারছে না রানার চোখে। তাকালেই গা ছম-ছম করছে তার। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তার মনের সব কথা গড় গড় করে পড়ে ফেলছে রানার চোখ দুটো। সারাটা দিন রানার চোখ দুটোকে এড়াবার জন্যে নিজের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছে তার। আকস্মিক ভাবে দু'একবার চোখাচোখি যে হয়নি তা নয়। প্রতিবারই দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে সে। আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেছে শরীরের শিরায় শিরায়।

মাথা নিচু করে ঘুরে দাঁড়াল ডন। গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল।

'জুলি...' গাড়ির পিছন দিকে তাকিয়ে আছে জুলি, সেই হাসিটা নেই মুখে, দেখেই থেমে গেল রানা। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে জুলির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল।

আর লুকোচুরি নয়, খোলা জায়গায় থামছে প্রতিপক্ষরা। সবচেয়ে কাছে থেমেছে চীনারা। পঞ্চাশ গজ দূরে। তাদের ডান এবং বাঁয়ে

যথাক্রমে বৃটিশ-সুইডিশ এবং এখন চিনতে পারছে রানা, অ্যারাবিয়ান দল—খুব বেশি হলে সত্তর পঁচাত্তর গজ দূরে তারা। লোকজন নামছে, ক্যাম্প তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

দূরে চলে গেল রানার দৃষ্টি। আরও ক'টা দল আসছে। ওরাও আড়ালে আবডালে তাঁবু গাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। 'আতঙ্কিত হবার কিছু নেই,' মৃদু গলায় বলল ও। 'ভয় পেয়েছি বুঝতে পারলে সাহস বেড়ে যাবে ওদের চেপে ধরতে আসবে। হয়েছে, হাত লাগাও কাজে। ভীষণ ঘুম পেয়েছে আমার।'

হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ডনের। রানার কথা শুনে আরেকটা বিস্ময়ের ধাক্কা খেল সে। বলে কি লোকটা! আট-দশটা সশস্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে, কখন আক্রমণ করে বসে তার নেই ঠিক, আর এই লোক বলছে কিনা ঘুমাবে!

আধঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতিটা আরও গুরুতর এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠল। ওদের চারদিকে প্রতিপক্ষদের তাঁবু পড়েছে, কোনটাই একশো গজের বেশি দূরে নয়। প্রতিটি ক্যাম্পের সামনে ব্যারিকেড তৈরি করাও হয়ে গেছে। গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে সবাই। শুধু মানুষের মাথা আর আগ্নেয়াস্ত্রের চকচকে কালো ব্যারেলগুলো দেখা যাচ্ছে ব্যারিকেডের উপরে। কোনটা রানাদের তাঁবুর দিকে তাক করে ধরা, কোনটা আর কোন দলের দিকে।

অথচ কোথাও কোন শব্দ নেই। গোটা উপত্যকা জুড়ে বিরাজ করছে অটুট নিস্তব্ধতা। থমথম করছে পরিবেশ।

এরই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে, দিব্যি শুয়ে পড়ল রানা নিজের বিছানায়। এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েও পড়ল। ওকে ঘুমাতে দেখে সাংঘাতিক খুশি হবার কথা ডনের। এখন যদি গুলি করে সে, রানা

তাকে বাধা দিতে যাচ্ছে না। কিন্তু, সম্ভাবনাটা ডনের মাথায় পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি পাত্তাই পেল না। গুলি করার এটা একটা মোক্ষম সুযোগ বটে, ভাবল সে, কিন্তু সেই সাথে প্রতিপক্ষদের হাতে নিজের প্রাণটাও দান করতে হবে। ডক্টর ফিলাতভকে খুন করলে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন আশাই নেই। খুশি তো হলই না, বরং ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল তার। যে লোক এইরকম বিপদের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারে, তাকে খুন করা কেন যেন একেবারেই অসম্ভব বারবার এই কথাই শুধু মনে হচ্ছে তার।

'ডন?' তাঁবুর দরজার কাছ থেকে ডাকল জুলি। রানার এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা তারও বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।

'বল,' বেসুরো গলায় উত্তর দিল ডন।

'আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে,' আশঙ্কায় কেঁপে গেল একটু জুলির গলার স্বর।

কান খাড়া হয়ে উঠল ডনের। 'কিসের সন্দেহ?'

'এতক্ষণ ধরে ভাবছি,' ঘন ঘন ঢোক গিলছে জুলি। উঠে বসল বিছানার উপর। 'মনে পড়ছিল না। এখন আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি।'

জুলির ভয় ভয় ভাবটা সংক্রমিত হয়েছে ডনের মধ্যে। উত্তেজনা বোধ করছে সে। 'কি মনে করতে পারছ?' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সে। 'খুলে বল।'

'সারাদিনে অন্তত দু'বার তাঁবু খালি রেখে বাইরে ছিলাম আমরা সবাই,' ফিসফিস করে বলল জুলি। আন্তন এভাবে ঘুমাচ্ছে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে কেউ বিষ মিশিয়ে...'

বিদ্যুৎচমকের মত দ্রুত একটা সম্ভাবনার কথা কল্পনা করল ডন।

জুলির কথা সত্যি হতেও পারে। জুনেস্কিরা বা ম্যাক হয়ত…কিন্তু, পরমুহূর্তে নৈরাশ্যে ছেয়ে গেল তার মন। বলল, 'দুর। খাবারে কেউ বিষ মেশালে আমরা এখনও জেগে আছি কিভাবে!'

'বোকা কোথাকার!' চাপা রাগের সাথে বলল জুলি, 'ডক্টর ফিলাতভ ছাড়া এখানে আমরা কেউ মদ খাই না,' এই তথ্য জানা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়।'

'তাই তো।' বিদ্যুৎ খেলে গেল ডনের শরীরে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তাহলে তো দেখা দরকার

'দরকার নেই। শুয়ে পড় এখন। ঘুমাবার চেষ্টা কর। ভোর বেলা উঠে আবার সারাদিন মাটি কাটতে হবে তোমাকে।' মৃদু গলায় কথাগুলো বলে পাশ ফিরে শুলো রানা।

ঝাড়া এক মিনিট নড়তে পারল না ডন। এক সময় কথা বলতে চেষ্টা করল সে, 'আ-আপনি…'

'মর জ্বালা!' চরম বিরক্তির সুরে বলল রানা 'নিজেও ঘুমাবে না, আমাকেও ঘুমাতে দেবে না?'

এরপর আর কথা বলেনি ডন। নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমায়নি। শক্ত কাঠ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

ভোর চারটে ষোল মিনিটের মাথায় সোনালী চাদর গুটিয়ে নিয়ে পশ্চিম দিগন্তরেখার উপর থেকে টুপ্ করে ডুবে গেল সূর্য। ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল পাহাড়, প্রান্তর, বনভূমি। সাথে সাথে দিনের উজ্জ্বলতায় বিশেষ তারতম্য না ঘটলেও, ছায়া ক্রমশ গাঢ় হতে থাকল, কালিমার পরিমাণ তাতে দ্রুত বাড়ছে। আধ ঘণ্টা পর মুক্ত আকাশে

কটা তালা কুটল। নিঃশব্দ য় চুপি চুপি হাজির হয়েছে সুমেরু বুনের রা।

ি হল সূর্য ওঠার সাথে সাথে রওনা হবে আবার ওরা। গন্তব্য সোনাগিগোর কে ি জ র্ত পার্ক। শীত শীত করছে রানার। আরেক াপ কফি করছে ওর জুলি যদি দয়া করে

ার শেষ গই জুলি বলল, 'থাক, থাক। তেল মা ার দি করে।'

প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দান ল জুলিকে রানা। 'বুড়ো মানুষের এই যে ক্লান্ত সেবা করছ এর জন্যে তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি মি যেন এক স্কোয়াড্রন সুপারসোনিক জঙ্গী বিমানের জন্ম দাও...

মারমুখো ভঙ্গিতে ই কোমরে হাত রাখল জুলি. 'কি বললে?'

'ভুল হয়ে গেছে, দাঁতে জিভ কাটল রানা। বলতে চাইছি, জঙ্গী বিমানের পাইলটের জন্ম দাও '

হাঁ হয়ে গেছে ডন। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে রানার দিকে। রসিকতা করার মনোবল এখনও রয়েছে ওর, কানে শুনে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দিয়ে পাইপে আগুন ধরাল রানা। 'ওহে. ডন, তুমি এমন চুপচাপ কেন? যা ভাবছ, ভুলে যাও। কোন চান্স নেই তোমার।'

ছ্যাঁত করে উঠল ডনের বুক। কি বলতে চাইছে? ঘণ্টায় পাঁচশো মাইল বেগে ভাবছে সে। মনের কথা বুঝে ফেলেছে? তোতলাতে শুরু করল সে, 'কি-কি ভা-ভাবছি আমি?'

'নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখ,' বলল রানা। হাসছে ও।

'ভাবছ তুমুল গোলাগুলি শুরু হবে, সেই সুযোগে ডক্টর ফিলাতভকে রক্ষা করতে গিয়ে হাতের টিপ কেমন নিখুঁত তার প্রমাণ দিয়ে বাহাদুরি লুটবে, তাই না?' হঠাৎ গম্ভীর হল রানা। 'আমার ধারণা গোলাগুলি শেষ পর্যন্ত হবেই না, সুতরাং তোমার কোন চান্স নেই। তবু, তেমন কিছু যদি ঘটেও, তোমাকে আমি অর্ডার দিয়ে রাখছি, একটাও গুলি করবে না। অকারণ খুনখারাবি আমি পছন্দ করি না।'

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে ডন। রানা ওর মনের সবটা কথা ধরতে পারেনি বুঝতে পেরে স্বস্তি ফিরে পেল। ভাবছে, কিন্তু গোলাগুলি শুরু হবার অপেক্ষায় আছে সে, একথাই-বা বুঝল কিভাবে? এতটা যে ধরতে পারে, বাকি সামান্য একটু ধরে ফেলতেই বা কতক্ষণ?

'বাইরেটা একবার দেখা দরকার—যাব?' রানার কাছ থেকে পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে ডন। এ লোক অলৌকিক ক্ষমতা রাখে, এর সান্নিধ্যে থাকলে গা ছমছম করে, ভাবছে সে

শেষ চুমুক দিয়ে কফির কাপটা নামিয়ে রাখল রানা। 'তোমাকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল। 'এমন নার্ভাস হয়ে আছ, ভয় করছি, ইঁদুরের লেজ নড়তে দেখলেও গুলি করে বসবে তুমি। না, বাবা, ঝুঁকি নিয়ে দরকার নেই। বাইরেটা বরং আমিই দেখে আসি।'

আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে গেল ডনের শরীরে। মিঃ পারকিনের নির্দিষ্ট করে দেয়া তিনটে দিন পুরো হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। এই কয়েক মিনিটের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। কোনরকম ভণিতা বা ভান না করে এখনই গুলি করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে অবশ্য সে ও গুলি করতে পারে, কিন্তু কাছ থেকে রানাকে গুলি করতে যাওয়া সাংঘাতিক কঠিন, ঠিক আগের মুহূর্তে টের পেয়ে যাবে

বলে মনে হচ্ছে…তার চেয়ে, সুযোগটা বরং টিটো-জুনেস্কিই নিক।

'বেশ,' কণ্ঠস্বরে একটু নিরাশার ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল ডন। 'আপনিই যান।'

স্টেন, রাইফেল বা রিভলভার কিছুই নিল না রানা। পাইপটা টানতে টানতে তাঁবুর দরজার দিকে এগোল।

বাধা দিল জুলি, ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল। 'আন্তন, এতটা দুঃসাহস দেখান কি উচিত হচ্ছে?'

'দুঃসাহস?' অবাক হল রানা।

'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা কর। চারদিক থেকে সবাই ঘিরে ফেলেছে আমাদেরকে, তোমাকে দেখামাত্র যদি…'

কেন?' অত্যন্ত শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা। 'ডক্টর ফিলাতভ ওদের কার কি ক্ষতি করেছে? আমাকে মেরে কিছু লাভ হবে ওদের! আমার নিরাপত্তার জন্যে ওরা কতটা সচেতন, প্রমাণ পাওনি?'

ইতস্তত করছে জুলি। 'তা পেয়েছি, কিন্তু…ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না।

'দূর, বোকা!' জুলিকে পাশ কাটাল রানা। 'অকারণে ভয় পাচ্ছ তুমি।' মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। তাঁবুর গায়ে দাঁড় করানো রাইফেলটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ঝট করে ঘুরল জুলি, রানার পিছু পিছু দ্রুত বেরিয়ে এল সে-ও। দরজা থেকে সাত আট গজ এগিয়ে রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আরও কিছু তারা ফুটেছে আকাশে। উপত্যকার পুরোটা এখন আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় ছায়া কোথাও কালো পর্দার মত, দৃষ্টি চলে না। একশো গজ দূরের জিনিস মোটামুটি দেখতে পাওয়া

যাচ্ছে, কিন্তু পরিষ্কার নয়। ছায়ার মধ্যে ঘন ছায়ার আকার-আকৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন্‌টা গাড়ি, কোন্‌টা তাঁবু, কোন্‌টা মানুষের কাঠামো।

নিস্তব্ধ চরাচর। কোথাও কেউ নড়ছে না। দক্ষিণে আগুনের একটা ফুলকি দেখল রানা তাঁবুর সামনে ব্যারিকেডের পিছনে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল কেউ। জেগে আছে সবাই। ওদের তাঁবুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

'কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা?' ফিসফিস করে বলল জুলি।

'ওরা নিজেরাও জানে না,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমাদের আচরণে ওরা স্রেফ বুদ্ধু বনে গেছে।'

'কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? এক সময় মরিয়া হয়ে

'সেই সময় আসার আগেই...' মাঝপথে থেমে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। তাঁবুর ভিতরটা অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 'ডন কি করছে দেখে এস তো,' জুলির দিকে ফিরে বলল ও। 'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে, কাঁদছে কিনা

'কার সম্পর্কে বলছ তুমি?' প্রতিবাদের সুরে বলল জুলি। 'সব যদি মনে করতে পারতে, এসব কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুতো না। ডন আমাদের শ্রেষ্ঠ এজেন্টদের একজন। মানুষ খুন করার লাইসেন্সটা সবচেয়ে বেশিবার সদ্ব্যবহার করেছে ও গত বছর...'

'আহা! শুনতে আমার ভুলও তো হতে পারে,' জুলিকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। হয়ত কাঁদছে না হাসছে গিয়ে দেখে আসতে ক্ষতি কি?'

একটা পাথরের গায়ে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল জুলি, তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁবুর দিকে এগোল

এক মিনিট কাটল। বাঁ দিকের একটা তাঁবুর কাছ থেকে ক্রল করে এগিয়ে আসছে কেউ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না রানা। মাটির কালো রঙের সাথে চলমান বস্তুটার রঙ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। শুধু নড়াচড়াটা ধরতে পারছে ও। এদিকেই আসছে।

'হল্ট!' নিস্তব্ধ প্রান্তর কেঁপে উঠল হঠাৎ। পরমুহূর্তে রাইফেল কক্ করার অস্পষ্ট শব্দ কানে এল রানার।

চলমান বস্তুটা স্থির হয়ে গেছে।

বাঁ দিকেরই একটা তাঁবু থেকে আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর হুকুমের সুরে বলল, 'ভাল চাও তো নিজের জায়গায় ব্যাক কর। কুইক!'

কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না বস্তুটা। থমথম করছে পরিবেশ। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তারপর হাঁপ ছাড়ল রানা, দেখল, আবার ক্রল করে নিজেদের তাঁবুর দিকে ফেরত যাচ্ছে ঘন ছায়ার লম্বা মূর্তিটা।

'আসুন,' তাঁবুর ভিতর থেকে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় ডাকল রানাকে জুলি। 'এদিকে একটু আসবে?'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। কিছু একটা ঘটেছে, ভাবতে ভাবতে দ্রুত-পায়ে এগোল। দরজা টপকে তাঁবুর ভিতর ঢোকা মাত্র চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। কে যেন ওর মুখের ওপর তীব্র আলো ফেলেছে টর্চের।

'ডক্টর ফিলাতভ, প্লিজ, দয়া করে হাত দুটো মাথার ওপর তুল-বেন?' চৈনিক উচ্চারণ, ভাষাটা ইংরেজি, ভাঙাভাঙা।

চোখের সামনে একটা হাত তুলে আলো ঠেকাল রানা। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুঝে নিল পরিস্থিতিটা। তাঁবুর পিছনের ক্যানভাস ছুরি দিয়ে কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। হাত দুটো পিছমোড়া করে ইতিমধ্যে বাঁধা হয়েছে ডনের, একজন মোটা ফ্রেমের

চশমা পরা বেঁটে চীনা পা দুটো বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাত দুটো মাথার উপর তুলে একধারে দাঁড়িয়ে আছে জুলি। টর্চধারীর দিকে ফিরল রানা। মস্ত একটা সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল তার হাতে। ওর বুকের দিকে তাক করে ধরা।

'কি চাও তোমরা?' রাগতস্বরে জানতে চাইল রানা।

'নকশা।'

'ও,' যেন বুঝতে পেরেছে, এই ভঙ্গিতে উপর নিচে মাথা নাড়ল রানা, 'তা কোন্ নকশাটা দেব তোমাদের? প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নাকি শেষটা?'

'মানে?' বিস্মিত হয়েছে চৈনিক স্পাই।

বিস্মিত জুলি এবং ডনও কম হয়নি। সবগুলো নকশার কথা কি ভেবে ফাঁস করে দিল রানা, বুঝতে পারছে না তারা।

'একটা করে নকশা পাই আমি, সেটার কাজ শেষ করি, তারপর আরেকটা পাই, এইভাবে চারটে পেয়েছি এ পর্যন্ত। আরও কত পাব জানি না। কোন্টা নেবে তোমরা?'

'চারটেই,' চীনা নেতা বলল। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে সে রানার দিকে।

'কি করবে নিয়ে?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা। 'ছোট ছোট চারটে কাগজের টুকরো, পুড়িয়ে যে চা গরম করবে, তাও তো সম্ভব নয়।'

'নিশ্চয়ই ওগুলোর কোন না কোন গুরত্ব আছে,' চীনা নেতা গম্ভীর।

'আছে,' বলল রানা। 'আবার নেই-ও। সবগুলো নকশা একসাথে পেলে তা মহামূল্যবান বৈকি। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে একটার, বা যে কোন একটা বাদে বাকি সবগুলোর এককানাকড়ি মূল্য নেই।' হাসল

ও। ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তোমাদের সবার চোখের সামনে নকশা বের করছি, মাপজোক করাছ, মাটি খুঁড়ছি—দেখেও কিছু বোঝনি নাকি ?'

'সত্যি,' বলল চৈনিক স্পাই, 'আপনাদের এমন বিদঘুটে কাজ দেখে প্রতিটি দল প্রথমে বুদ্ধু বনে গিয়েছিল। নকশা যে একটা নয়, এবং আপনি যে স্রেফ নকশাগুলোর সূত্র ধরে একটা জায়গা খুঁজে বের করে খালি হাতে ফিরে যাবেন, পরে আরেক দল এসে মাটির তলা থেকে আসল জিনিস উদ্ধার করবে, এখন প্রায় সবাই এই ধারণা পোষণ করছে।'

'তাহলে নকশা নিতে আসাহয়েছে কেন ?' জানতে চাইল রানা।

'সবার ধারণার সাথে আমাদের ধারণার একটু অমিল আছে,' হাসি হাসি সবিনয় ভঙ্গিতে কথা বলছে পিস্তলধারী নেতা। 'আমাদের ধারণা, নকশায় সবকিছু নেই।'

'তো কোথায় আছে ?'

পিস্তল ধরা হাতে তর্জনীটা খাড়া করল চীনা নেতা, রানার মাথাটা দেখাল সে। 'ওখানে, আপনার মাথার ভিতর। তাই নকশা, এবং তার সাথে আপনাকেও নিয়ে যেতে এসেছি আমরা, ডক্টর ফিলাতভ। আপনি যদি আমাদের ক্যাম্পে অতিথি হিসেবে যোগ দেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব '

হেসে উঠল রানা। 'আর তা না হলে জোর-জুলুম করতে কসুর করব না। এই তো ? আচ্ছা, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সকে তোমরা কি মনে কর ? আমি ইসরায়েলের একজন অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমাকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা না করেই এই অভিযানে তারা পাঠিয়েছে, বোকার মত এ-কথা ভাবছ কেন ?'

হাসল চীনা নেতা। ইঙ্গিতে ডনকে দেখাল। ‘আপনার বডিগার্ড, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট ডন সাহেব তো মাটি শুঁকছেন। ম্যাকের কাছ থেকেও সাহায্য পাবেন না তাকে গুরুতর ভাবে আহত করে গার্ড দিয়ে রাখা হয়েছে। মিস জুলিকেও যাবার সময় বেঁধে রেখে যাব।’ কাঁধ ঝাঁকাল সে। ‘কই, আর কাউকে তো দেখছি না।’

‘সব কাজ দেখিয়ে করলে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স এত নাম করতে পারত?’ নির্ভয়ে হাসছে রানা। ‘এই [illegible]কার চারদিকে আছে ওরা। ক’জন, অনুমান করতে পার?’ হাত তুলে তর্জনী এবং মধ্যমা আঙ্গুল দুটো খাড়া করল সে।

‘দু’জন?’ তাচ্ছিল্যের সাথে বলল লোকটা।

বিরক্তির সাথে, ধমকের সুরে বলল রানা, ‘নাহ্, তোমাদের নিয়ে পারা গেল না। তোমরাও তো এসপিয়োনাজ জগতে যথেষ্ট নাম কিনেছ, তাহলে এমন বোকার মতো কথা বলছ কেন

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল চীনা নেতার। ‘আপনি বলতে চাইছেন দুশো? ইহুদি এজেন্ট…’

‘কম পক্ষে,’ বলল রানা। ‘আরও বেশি হতে পারে। ঘিরে রেখেছে ওরা সবাইকে চারদিক থেকে।’

দ্রুত ভাবছে চৈনিক গুপ্তচর। ‘আপনার কথা বিশ্বাস করব কেন? প্রমাণ কি…?’

‘প্রমাণ পেতে হলে আমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে, আটকে রাখতে হবে,’ বলল রানা। ‘দেখবে, সুন্দর সুন্দর সব প্রমাণ একে একে আসতে শুরু করেছে। সবগুলো চাক্ষুষ করতে পারবে, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্য দিতে পারি না আমি। তার আগেই…’

দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা। দ্রুত ভাবছে সে। কোন সন্দেহ নেই ডক্টর ফিলাতভ ইসরায়েলের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সত্যিই তো, এমন একজন ব্যক্তিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স এই বিপজ্জনক অভিযানে পাঠাবেই বা কেন?

'তাহলে, ডক্টর ফিলাতভ, আপনি বলতে চাইছেন···'

'বলতে চাইছি, উভয় সংকটে পড়েছ তোমরা,' বলল রানা। 'মাথা তো আমাদের তাঁবুতে গলিয়েছো—কিন্তু, এখন না পারবে বেরিয়ে যেতে, না পারবে থেকে যেতে। কর্পূর হয়ে উবে যেতে পার কিনা ভেবে দেখ।'

'কেন?' বোকা বোকা দেখাচ্ছে চীনা নেতাকে। 'বেরিয়ে যেতে পারব না কেন! যে পথ দিয়ে এসেছি···'

'ভেবেছ, আসার সময় কেউ তোমাদের দেখেনি?' হাসছে রানা। 'প্রতিটি তাঁবু থেকে ইনফ্রা রেড লেন্সের মাধ্যমে সবাই দেখেছে, বুঝলে? এখন তোমরা বেরুলেই সেই ঘটনাটা ঘটবে।'

'কোন্ ঘটনা?'

'যা ঘটতে বাকি আছে,' হঠাৎ গম্ভীর হল রানা। 'খুনখারাবী।'

'ডক্টর ফিলাতভ, আপনার কথা···

'তোমরা বেরোলেই চারদিক থেকে ছেঁকে ধরবে সবাই। আমার কাছ থেকে নকশা পেয়েছ ভেবে···'

'মাই গড!' বিপদটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরে সৃষ্টিকর্তার নাম ধরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নাস্তিক চীনা। 'তাহলে···তাহলে এখন কি উপায় হবে আমাদের?'

মাথার উপর তোলা হাত দুটো নামিয়ে ফেলল জুলি। উভয় সংকটে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে শত্রুপক্ষ, ভাবতে বড় মজা লাগছে। রানার

উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ওর উপর কয়েকশো গুণ শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে তার। বিস্ফারিত হয়ে গেছে ডনের চোখ দুটোও।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'নিরীহ একজন বিজ্ঞানী আমি,' বলল ও। 'দেশের সেবা করার জন্যে এই অভিযানে বেরিয়েছি। অভিযানের এই পর্যায়ে কোনরকম হৈ-হাঙ্গামা চাই না। কোন উপায় যখন নেই, চল, আমিই পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাদেরকে।'

'আ-আপনি!' চীনা নেতা হতভম্ব।

'আমার সাথে তোমাদেরকে দেখে আরেকবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বোকা বনে যাবে ওরা,' বলল রানা। 'আমার পিছনে থাকবে তোমরা আমার গায়ে লেগে যেতে পারে এই ভয়ে গুলি করতে সাহস পাবে না কেউ।'

'কিন্তু, আন্তন···

হাতের ইশারায় জুলিকে থামিয়ে দিল রানা। 'এছাড়া উপায় নেই, একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'আমি না ফেরা পর্যন্ত কোন কাজে হাত দিয়ো না।'

রানার শেষ কথাটার অর্থ কি, ধরতে পারল না জুলি। মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল চৈনিক গুপ্তচরের ঠোঁটে। সহানুভূতির চোখে ডনের দিকে একবার তাকাল সে।

'গা ঘেঁষে বেরিয়ে এস আমার সাথে, দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'পিস্তল পকেটে রাখ।'

অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে ডন। একটু আগে রানার যে কথা-টার অর্থ বুঝতে পারেনি জুলি, সেটা তার কানেই যায়নি। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে চীনাদের নিয়ে রানা বাইরে বেরুলে কি ঘটবে, তাই কল্পনা করতে ব্যস্ত সে। অবশেষে সুবর্ণ সুযোগটা পেতে যাচ্ছে

জুনেস্কিরা। চারদিক উত্তেজনায় থমথম করছে। যে-কোন মুহূর্তে একটা গুলি হতেই পারে। এমন উপযুক্ত পরিবেশ আর হয় না। রানাকে দেখে আর কেউ কিছু না বললেও, টিটো জুনেস্কি এ সুযোগ কক্ষণো হারাবে না, দেখামাত্র এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে রানার বুক। চীনাদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা, দেখেও যেন প্রত্যয় হচ্ছে না তার। এত সহজে এমন উৎকট সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, ভাবতে গিয়ে আনন্দ, বিস্ময়, অবিশ্বাসে বুকের কাছে দম আটকে যাচ্ছে তার। এক সেকেণ্ড পর ব্যাপারটা অবিশ্বাস করতে পারল না সে। তাঁবুতে এখন নেই রানা। নিজেকে জুনস্কিদের হাতে তুলে দেবার জন্যে বেরিয়ে গেছে।

ছয়

হেল্‌সিঙ্কি। ইসরায়েলি দূতাবাস।

দাঁড়াল কার্ল পপকিন. রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, তারপর আবার শুরু করল পায়চারি। এই বয়সে কত আর সহ্য করা যায়, ভাবছে সে। ভেবেছিল এটাই শেষ দায়িত্ব, কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে গেলেই অবসর গ্রহণ করবে। কিন্তু অবস্থা দেখে এক্ষুণি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। এখানকার এই উদ্বেগ. দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর উত্তেজনায় ঠাসা জীবনের চেয়ে নিজের বাড়িতে বাগান পরিচর্যা করে সময় কাটান কতটা যে আরামের, আজকের মত এমনভাবে এর আগে উপলব্ধি করেনি সে। রানারা

রওনা হয়েছে আজ তিন দিন। রিস্টওয়াচ দেখল সে। ভোর সাড়ে চারটে। কাঁটায় কাঁটায় বাহাত্তর ঘণ্টা। কিন্তু কই, হেলিকপ্টার চেয়ে ফোন তো এল না। নাকি ওদিকেও স্টকটনরা কোন ঘাপলায় জড়িয়ে পড়েছে?

মনে হয় না। শুধু স্টকটন একা হলে সে ভয় ছিল। তার সাথে-ডন, ফেজ, জুলি আছে। বাইরে আছে ম্যাক। আরও আছে—টিটো, জুনেস্কি ছয়জন। রানা একা। নাহ্, খামোকা দুশ্চিন্তা করছে সে। বড়জোর এমন হতে পারে—এই [illegible] উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়ায় [illegible] করেনি ওরা। কে [illegible] রত এই মুহূর্তে রানার কপালের পাশে রিভলভারের [illegible] ট্রিগার টানছে জুনেস্কি। কিংবা, টিটো হয়ত টেলিস্কোপে [illegible] রেখে লক্ষ্যস্থির করছে। আর কিছুক্ষণ পরই হয়ত ফোন আসবে ওদের কারও।

একটু শান্ত হল পপকিন। কিন্তু হঠাৎ আবার উদ্বেগে আক্রান্ত হল সে। আসলে [illegible]শ্চিন্তা রানাকে নিয়ে নয়। তাকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া গেছে, ধরে নেয়া যেতে পারে। দুশ্চিন্তা ডক্টর ফিলাতভের ব্যাপারে। কিছু একটা হয়েছে তার। শত্রুপক্ষ কিডন্যাপ করেছে তাকে তেলআবিব থেকে? আপন মনে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। না, তা সম্ভব নয়। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের মুঠো থেকে কাউকে হাইজ্যাক করবে এমন শক্তি কারও নেই। তাহলে?

তার শেষ ওয়্যারলেস মেসেজের উত্তরে হেডকোয়ার্টার জানিয়েছে: তেলআবিবে আসার কোন দরকার নেই তোমার। অপেক্ষা কর, পরবর্তী মেসেজ আসছে। ব্যাস, এইটুকু। ডক্টর ফিলাতভকে কেন পাঠান হচ্ছে না, তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

'কিন্তু কোথায়, সেই পরবর্তী মেসেজই বা কোথায়?' দাঁতে দাঁত

ঘষে প্রায় চিৎকার করে উঠল বদমেজাজী পপকিন। সাউণ্ডপ্রুফ অফিস রুমের দরজার বাইরে থেকে নক্ হল ঠিক [illegible] সময় [illegible] এল? তবে কি শেষ পর্যন্ত এল মেসেজ? ভাবতে ভাবতে এগোল পপকিন। দরজার সামনে গিয়ে নব ঘুরাল। বলল, 'কাম ইন।'

ওয়্যারলেস অপারেটর নিজেই মেসেজটা হাতে করে নিয়ে এসেছে। নিঃশব্দে তার বাড়িয়ে ধরা হাত থেকে কাগজটা নিল পপ-কিন। লোকটার দিকে ভাল করে তাকালও না। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। সেখানে দাঁড়িয়েই ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে কাগজটা।

পড়তে গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল কার্ল পপকিন। প্রথম বাক্যের অক্ষরগুলো চঞ্চল ক্ষুদে প্রাণী [illegible] রে নাচতে শুরু করে দিয়েছে চোখের সামনে। তবে, যতই নাচুক, প্রতিটি অক্ষরের চেহারা ধরতে পারছে সে।

ওয়্যারলেস মেসেজের প্রথম বাক্যটা বাংলা করলে দাঁড়ায়: সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন ডক্টর ফিলাতভ।

তারপর জানান হয়েছে: সম্ভব হলে মাসুদ রানাকে দিয়ে কাজ হাসিল কর। আর সম্ভব না হলে অপারেশন এক্স-রে বাতিল কর।

নিজের মুখে একটা হাত চেপে ধরল পপকিন। অকথ্য গালিটা বেরু-বার পথ পেল না। হঠাৎ খেয়াল হল হাতের কাগজটা কখন যেন পড়ে গেছে। পাখার বাতাস সেটাকে ঠেলা দিয়ে ডেস্কের নিচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেদিকে হতভম্ব হয়ে চেয়ে থাকল পপকিন। সব শেষ! ভাবছে সে। দুটো ফিলাতভকেই হারিয়েছি আমরা। এখন আর কোন উপায় নেই।

'অ্যাই জুলি!' মুখ তুলে ফিস ফিস করে বলল ডন, 'দড়ি কেটে দাও আমার, কুইক?'

নিজের জায়গা থেকে এক পা নড়েনি জুলি। গলা শুকিয়ে গেছে ওর, ঢিপ ঢিপ করছে বুক। তাঁবুর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ডনের কথা কানে ঢুকতে এক সেকেণ্ডের জন্যে তাকাল, দপ করে জ্বলে উঠল দৃষ্টি, চোখের চারপাশ কুঁচকে গিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার তাকাল তাঁবুর বাইরে।

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ডন। কান পেতে আছে। তাঁবুর বাইরের পরিস্থিতিটা কল্পনা করার চেষ্টা করছে সে। রানাকে দেখে টিটো জুনেস্কি কয়েক সেকেণ্ড আনন্দে বিহ্বল হয়ে যাবে। বিহ্বলতা অবশ্য দ্রুত কাটিয়ে উঠবে তারা। টিটো হয়ত এই মুহূর্তে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখছে রানাকে।

দশ সেকেণ্ড চোখ বুঁজে অপেক্ষা করল ডন। গুলি হচ্ছে না। চোখ খুলেই তাকাল জুলির দিকে, তাঁবুর ভিতরটা এখনও প্রায় অন্ধকার, জুলির কাঠামোটা বোঝা যাচ্ছে শুধু, দড়ি কেটে দিচ্ছে না কেন ও? কোন কারণে টিটো জুনেস্কি যদি ব্যর্থ হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে রানা। না, তা হতে দেবে না সে। বাঁধনমুক্ত হয়ে তাঁবুর বাইরে চোখ রাখা দরকার। রানাকে ফিরে আসতে দেখলে তাঁবুর ভিতরে দাঁড়িয়ে সে-ই করবে গুলি।

'জুলি, শুনতে পাচ্ছ না?' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল ডন। 'হাত পায়ের বাঁধন কেটে দাও, জলদি!'

তাকাল না জুলি। উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনতেই পায়নি ভাল করে ডনের কথা।

'জুলি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডন।

চমকে উঠে তাকাল জুলি। 'একটু পর,' বলল সে। 'আন্তনের

জন্যে দুশ্চিন্তায় মাথা ঘুরছে আমার। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দরজার দিকে আরও দু'পা এগিয়ে গেল সে।

'ওর সাহায্য দরকার,' ডন ব্যগ্র গালায় বলল, 'তুমি দড়ি কেটে দিলেই আমি বেরিয়ে যেতে পারি।'

তার কথায় কান দিচ্ছে না দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছে ডন, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে রানার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা, এই মুহূর্তে ওকে দিয়ে বাঁধন কাটানো যাবে না। অস্থিরতা বেড়ে গেল তার। এখনও গুলি হচ্ছে না দেখে খটকা লাগছে। নিশ্চয়ই কোন বাধা আছে, তাই গুলি করতে পারছে না টিটো-জুনেস্কিরা। হয়ত পারবেও না। সুতরাং, দায়িত্বটা এখন তার একার ঘাড়ে চাপছে। কিন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কি করার আছে তার। মুক্ত হতে হবে, মরিয়া হয়ে ভাবল সে। যেভাবেই হোক জুলির ঘোর ভাঙিয়ে দেবে সে?

ঝড় বয়ে যাচ্ছে ডনের মনে। এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে রানাকে খুন করা আর হয়ত সম্ভবই হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। 'জুলি!'

এমন চাপা উত্তেজনার ছোঁয়া ছিল ডনের কণ্ঠস্বরে, ঘাড় ফেরাতেই হল জুলিকে। 'কি?' অন্ধকারে তাকিয়ে জানতে চাইল সে।

'একটা অত্যন্ত গোপনীয়, টপসিক্রেট কথা বলতে চাই তোমাকে আমি,' বলল ডন।

'পরে,' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকাল জুলি আবার।

'ও আমাদের লোক নয়,' চাপা গলায় বলল ডন। মিঃ পপকিন তোমাকে জানায়নি ?'

ভুরু কুঁচকে উঠল জুলির। তাকিয়ে আছে বাইরে। 'এত বকবক

করছ কেন? একটু চুপ করে থাকতে পার না?' ডনের গলা কানে ঢুকেছে মাত্র, কি বলছে শোনেনি সে।

রাগে নিজের মাথাটা মাটিতে ঠুকে খুলিটা ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে ডনের। 'আমি কি বলছি শুনছ? ও আমাদের লোক নয়।

'জানি, জুলি অন্যমনস্ক। 'হেড অফিসের লোক ও।'

'তা বলছি না।' অস্থিরভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডন। পরমুহূর্তে খাদে নেমে গেল গলা। 'আমি বলতে চাইছি, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক নয় ও' ঘামছে ডন। কর্মকর্তার একটা নির্দেশ অমান্য করে যাকে যে কথা বলার নয় তাকে সেই তথ্য জানাচ্ছে সে। এর পরিণতি কি হবে, জানা নেই তার। আদেশ অমান্যের শাস্তি পেতে হতে পারে। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিয়ে করারও কিছু নেই।

ঝট্ করে অন্ধকারে ডনের দিকে তাকাল জুলি। তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল তার চোখে। 'নিজের অযোগ্যতা ঢাকার জন্যে আর কোন উপায় পেলে না? ওর মত একজনদেশপ্রেমিককে তুমি ডাবল এজেন্ট বললেই কেউ তা বিশ্বাস করবে ভেবেছ?'

'জুলি, তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না—' রাগ নয়, ব্যাকুলতা ফুটে উঠল ডনের কণ্ঠস্বরে।

'শোনার দরকার নেই।' বলেই দুপ্ দাপ্ শব্দে পা ফেলে একেবারে দরজার কাছে চলে গেল জুলি।

'জুলি, দাঁড়াও!' মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডন। 'আমি অর্ডার করছি, দাঁড়াও তুমি।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জুলি। বাইরের আবছা আলো পড়েছে তার মাথায়, কাঁধে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডনের দিকে। হাসছে সে।

হাসিটার অর্থ বুঝতে অসুবিধে হল না ডনের। দ্রুত ভেবে নিল পরিস্থিতিটা। টিটো-জুনেস্কি সুযোগটা হারিয়েছে তার ও করার কিছু নেই। 'শোন, পরে সব কথা খুলে বলব তোমাকে। যা বললাম সে সম্পর্কে ওকে জানিও না কিছু। তোমার ওপর এটা অফিশিয়াল নির্দেশ।'

বাইরে বেরিয়ে রানা দেখল, ছায়া ছায়া অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। পরিষ্কার নয় কিছুই, তবু একশো গজ দূরের তাঁবুটারও কাঠামো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন। সবার সামনে ও, ওর পিঠ ঘেঁষে রয়েছে ছোটখাট আকৃতির চীনা এজেন্ট, তার পিছনে চশমা আঁটা বেঁটে এবং সাংঘাতিক চওড়া চ্যাঙ। মাথাটা নিচু করে দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে, যেন ইঁট-পাটকেল থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

দরজা থেকে তিন পা এগিয়ে দশ সেকেণ্ডের জন্যে থামল একবার রানা। দুটো কাজ সারল। জানে, প্রতিটি তাঁবু থেকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে সবাই ওকে। ঠিক নির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে নয়, হাত দুটো মাথার উপর তুলে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে দু'বার নাড়ল ও। আশা করল, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের দু'জন লোককে ওর সাথে হঠাৎ এভাবে দেখে যে যাই ভাবুক না কেন, ওকে হাত নাড়তে দেখার পর বোকার মত কিছু করে বসা থেকে বিরত থাকবে সবাই। আরেকটা কাজ হল এই ফাঁকে। চীনাদের তাঁবুটা কোন্ দিকে জানা ছিল। সবচেয়ে কাছেরটাই তাদের। পাথরের স্তূপ আর ঝোপ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে পৌছান যায়। হানা দেবার পরিকল্পনা ছিল বলেই তারা বুদ্ধি করে এই রকম একটা আদর্শ জায়গা বেছে তাঁবু গেড়েছে, সোজা পথটা ধরে গা ঢাকা দিয়ে ওখানে পৌছুতে চাইছে না রানা। কোন গোপনীয়তা রাখতে চায় না ও।

সবার নাকের ডগা দিয়ে যাবার জন্যে কোন্ পথটা ভাল হবে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল, তারপর সেই পথ ধরে এগোল।

নিস্তব্ধ, ভূতুড়ে পরিবেশ। খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা পাইনের সারি যেন দৈত্যকুল। ক্ষুদে পিরামিডের মত দেখাচ্ছে ফাঁকা জায়গায় টাঙানো তাঁবুগুলোকে। এদিক-ওদিক ঘন ঝোপ-ঝাড়, খুব বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। কোথাও নড়ছে না কেউ। কোন আওয়াজ নেই।

ঘন ঘন এদিক ওদিক বাঁক নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সবাই কোথায় যাচ্ছে ডক্টর ফিলাতভ, কেউই বুঝতে পারছে না। সাথে চীনারা রয়েছে বটে, কিন্তু ওরা যেদিকে যাচ্ছে সে-দিকে তো চীনাদের ক্যাম্প নয়! প্রায় প্রতিটি তাঁবুর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল ওরা। শেষ বাঁকটা নিয়ে সোজা খানিকদূর এগিয়ে পিছন দিক থেকে পৌঁছে গেল চীনাদের ক্যাম্পে।

শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যে নয়, তাঁবুতে ফিরে চীনা নেতা আন্তরিক-তার সাথেই ডক্টর ফিলাতভকে আপ্যায়ন করতে চাইল, মৃদু হেসে সে-প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখান করল রানা। বিদায়ের আগে রানার সাথে করমর্দন করার সময় বলল সে, 'ধন্যবাদ, ডক্টর ফিলাতভ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার এই মহানুভবতা জীবনে কখনও ভুলব না আমরা যদি কখনও আমাদের সাহায্য দরকার বলে মনে করেন, একটু ইঙ্গিত দেবেন, সাথে সাথে হাজির হয়ে যাব আমরা।'

'মনে থাকবে কথাটা,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ঘুরপথে যাবার আর কোন তাৎপর্য নেই, সোজা পথটাই ধরল ও।

দশ গজ এগিয়ে অনুভব করল রানা পাথরের স্তূপ আর উঁচু ঝোপ-ঝাড় ঘিরে ফেলেছে ওকে, কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে না। একটা পায়ের আওয়াজ, দূরে···কানের ভুল? হন হন করে হাঁটছে

রানা চলার গতি একটুও শ্লথ হল না। শুকনো একটা পাতা ভাঙল মচ্ করে। শুনতে ভুল? ...না। ধনুকের মত একটু বেঁকে গেছে পথটা। পাঁচ গজ পর আবার সোজা এগিয়ে গেছে। দু'পাশেই উঁচু ঝোপ। কিছুই দেখেনি রানা, বাঁ চোখের কোণ দিয়ে শুধু অনুভব করল পাশের ঝোপটা দুলে উঠেছে। পদক্ষেপ নেবার জন্যে ডান পা'টা তুলতে যাচ্ছিল রানা, না তুলে সেই পায়ের উপর ভর দিয়েই বিদ্যুৎবেগে সরে গেল বাঁ দিকে। দুপ্ করে আওয়াজ হল একটা। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা সউদী অ্যারাবিয়ান পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা। দ্বিতীয় লাফে পৌঁছে গেল রানা, প্রচণ্ড এক কারাতে চপ্ কষালো ওর কনুই থেকে তিন আঙ্গুল নিচে নার্ভ সেন্টারে। ছিটকে পড়ে গেল সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা। ইতিমধ্যেই ডান হাতটা কোমরের কাছে চলে এসেছে রানার পর-ক্ষণে আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ছোরাটা। বিদ্যুৎবেগে সামনে ঠেলে দিয়ে ঘ্যাঁচ করে ফলার সবটুকু সেঁধিয়ে দিল লোকটার পেটে। হ্যাঁচকা টানে সেটাকে উপর দিকে, পাঁজরের খাঁচার গা পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর টেনে বের করে নিয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল এক পা।

দু'হাত দিয়ে পেটটা চেপে ধরতে গিয়েও পারল না টিটো। লম্বা ফাঁকটা দিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত নাড়িভুঁড়ি। পিচ্ছিল জিনিসগুলো সামলাতে পারল না, হাতের ফাঁক গলে বেশির ভাগই ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। উপুড় হয়ে পড়ে গেল টিটো।

হাঁটু মুড়ে বসল রানা। ছোরাটা ঘষে ঘষে মুছল টিটোর আল-খেল্লায়। উঠে দাঁড়াল। চোখ ফিরিয়ে নিল টিটোর উপর থেকে। যে কেউ দেখলে মনে করবে ব্যগ্রভাবে এখানে সেখানে মাটির গন্ধ

শুঁকছে টিটো। চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কোথাও কোন-রকম চাঞ্চল্য নেই। কি ঘটে গেল, জানে না কেউ। শান্ত পদক্ষেপে নিজের পথে আবার এগোল সে। যেন কিছুই হয়নি।

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে জুলি। দু'পা এগিয়ে এসে একটা হাত ধরল রানার। 'বাঁচালে,' বুকের গভীর প্রদেশ থেকে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ওর।

'সুখবর আছে,' তাঁবুতে ঢুকে ডনের চোখে চোখ রেখে বলল রানা।

'কি সুখবর!' সোৎসাহে জানতে চাইল জুলি।

ডনের দিকে পিছন ফিরল রানা। জুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজন অ্যারাবিয়ান অ্যামবুশ পেতে বসেছিল আমার ফেরার পথে।'

'তারপর?' আঁতকে উঠে জানতে চাইল জুলি।

'তারপর আর কি, আমাকে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে দেখে বাকিটুকু বুঝে নাও,' মৃদু হেসে বলল রানা।

একটু এগিয়ে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে উঁচু হল জুলি। আলতোভাবে চুমু খেল রানার কপালে, বলল, 'আশ্চর্য মানুষ তুমি রা..., আন্তন।'

পিছিয়ে এসে রানাকে ছাড়িয়ে ডনের দিকে তাকাল জুলি। দেখল মুখটা ঝুলে পড়েছে তার। জুলির দেখাদেখি রানাও তাকাল ডনের দিকে। 'আহা, বাঁধন কেটে দাওনি কেন! দেখছ না, ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে বেচারা!'

কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে নিয়ে ডনের দিকে এগোল জুলি।

রিস্টওয়াচ দেখছে রানা। 'সূর্য উঠতে পনের মিনিট বাকি। কফি

খেয়ে সময়টা কাটানো যেতে পারে, কি বল?'

ভোর ছ'টায় সূর্য ওঠার সাথে সাথে রওনা হয়ে গেল ওরা।

ক্রিং ক্রিং করে যন্ত্রণাকর একটা ঘণ্টা একনাগাড়ে বেজে চলেছে ডনের মাথার ভিতর। তিনদিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। টিটো বা জুনেস্কি, দু'জনের একজন নেই। যে আছে তার দ্বারা কতটুকু কি হবে, বুঝতে পারছে সে। কাছে পিঠে ছায়া পর্যন্ত নেই তার। সব দায়িত্ব এখন তার একার ঘাড়ে।

পরিবেশটা আগের চেয়ে অবশ্য অনেক অনুকূল, ভাবছে ডন। প্রতিপক্ষদের পাহারাও এখন নেই রানার উপর। ওদের জীপ কেভো ক্যাম্প থেকে সোমপিয়োর দিকে মাইল দশেক এগিয়ে এসেছে। পিছনের মাইল আড়াই রাস্তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার কোন গাড়ির চিহ্ন নেই কোথাও। এটাই উপযুক্ত সময়। এখন শুধু মোক্ষম একটা সুযোগের অপেক্ষা। এখুনি, এই মুহূর্তে কাজটা সারতে পারত সে, কিন্তু কি মনে করে লোকটা তাকে দিয়ে গাড়ি চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে হঠাৎ। সব কিছু আগাম টের পেয়ে যায় নাকি, গড নোজ! ঠিক হ্যায়, তাকে দিয়ে তো আর অনন্তকাল গাড়ি চালাতে পারবে না। এক সময় থামবে গাড়ি। হাত দুটো খালি হবে।

জীপের পিছনে, জুলির উল্টো দিকের একটা সীটে বসে আছে রানা। মাঝে মাঝে চোখে বায়নোকুলার তুলে ফেলে আসা দীর্ঘপথটা দেখছে। দূর পাহাড়ের বাঁকে মাত্র একবার একটা গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠতে দেখেছে ও, তারপর আর কিছু চোখে পড়েনি। আসছে সবাই, কোন সন্দেহ নেই? পরস্পরের মতিগতি লক্ষ্য করতে করতে আসছে বলেই হয়ত গতিটা এত মন্থর। মনে মনে

হাসল রানা। ওর প্ল্যানটা কার্যকরী করতে সুবিধেই হবে এতে।

'সোমপিয়োয় আমরা একদিন থাকব, তাই না?' জানতে চাইল জুলি। 'ওখান থেকে?'

'যাকে বলে খাঁটি রোমাঞ্চ,' বলল রানা, এই অভিযানে তা একেবারেই নেই। ভাবছি এই অভিযান সংক্ষিপ্ত করে রোমাঞ্চকর কোন কাজ বাগানো যায় কিনা।'

'মিঃ পপকিন কিন্তু বলেছেন সোমপিয়োয়...'

'একটা দিন কাটাবে,' বলল রানা। জানি। তা না করেও প্রতি-পক্ষদের তুটো দিন আটকে রাখা যায়।'

'কি ভাবে?'

'একটু পরেই দেখতে পাবে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'বলেছি-লাম, ওদের সবার বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো. ভুলে গেছো?'

না জানি আবার কি সর্বনেশে ফন্দি এঁটেছে শালা, ভাবছে ডন। স্টিয়ারিঙ ধরা হাত তুটোর তালু ঘামছে তার।

দ্রুত এগিয়ে আসছে উঁচু-নিচু ঢেউখেলানো সারি সারি পাহাড়। তুর্গম পার্বত্য এলাকা, কিন্তু দেড় মাইল লম্বা একটা গিরিপথ থাকায় সোমপিয়োয় পৌঁছানো মোটেও কষ্টসাধ্য নয়। গিরিপথটা সম্পূর্ণ ঢাকা, প্রশস্ত একটা তুমুখো টানেলের মত।

ম্যাপ দেখছে রানা। মুখ তুলে বলল, 'নোভা গিরিপথের মুখের কাছে ক্যাম্প করব আমরা।'

ভিউ মিররে চোখ রেখে রানাকে দেখছে ডন। কিভাবে কথা আদায় করবে ভাবছে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ওখানে কি আবার আমাকে মাটি কাটতে হবে. ডক্টর ফিলাতভ?'

'না-না,' বলল রানা। 'তবে, মোট বইতে হতে পারে।'

আর একটু হলে শব্দটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, সময় থাকতে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটাকে ঠেকাল জুলি। ডন বা রানা সেটা লক্ষ্য করে থাকলেও প্রকাশ করল না।

দূরে থেকেই নোভা গিরিপথের বিশাল মুখ গহ্বরটা দেখা গেল। ভিতরটা অন্ধকার। শ'খানেক গজ দূরে থাকতেই ডন স্পীড কমাচ্ছে দেখে রানা বলল, 'এখানে নয়, আরও সামনে গিয়ে থামো।'

গিরিপথের একেবারে মুখের সামনে গিয়ে থামল গাড়ি।

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' লাফ দিয়ে নিচে নেমে বলল রানা। 'হাতে অনেক কাজ। আগে তাঁবুটা খাটাতে হবে।'

জীপ থেকে জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল ডন। জুলি তাকে সাহায্য করছে। গোলাবারুদের বাক্সটা দু'হাত দিয়ে ধরেছে ডন, দেখেই বলল রানা 'ওটা গাড়িতেই থাক।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ডন। কিন্তু রানা ইতিমধ্যে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়েছে। এখনও কোন গাড়ি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাড়াহুড়ো করে তাঁবু খাটানো হল। 'ডনকে নিয়ে গিরিপথে ঢুকছি আমি,' জুলিকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল রানা। 'ফিরতে দেরি হবে একটু। আমাদের সাড়া না পেলে, যাই ঘটুক, তাঁবু থেকে বেরিও না। তাঁবুর পর্দাটাও তুলো না। আমি চাই সবাই মনে করুক আমরা তিনজনই রয়েছি তাঁবুর ভিতর। বুঝেছ?' হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে গাড়ির দিকে ছুটল রানা। 'ডন, কুইক!'

জীপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল দু'জন। 'গোলাবারুদের বাক্সটা মাথায় নাও। হেঁটে গিরিপথটা পেরিয়ে যেতে চাই···পারবে তো?' কণ্ঠস্বরে একটু ব্যঙ্গের ফোড়ন দিয়ে জানতে চাইল রানা।

কটাক্ষটা তার শারীরিক সামর্থ্যের উপর, বুঝতে পারল ডন। আত্মসম্মানে ঘা লাগল তার। 'দেখুন পারি কিনা।' বলে কাঠের বিরাট বাক্সটা ধরল সে দু'হাত দিয়ে। তুলতে গিয়ে···ওরে বাবারে! আঁতকে উঠল মনে মনে ডন। তার ধারণাই ছিল না বাক্সটা এত ভারি। কমপক্ষে এক মন পঞ্চাশ সেরও হতে পারে। কিন্তু এখন অক্ষমতা প্রকাশ করা আরও লজ্জাকর ব্যাপার হবে। অগত্যা ভারি বাক্সটা টেনে হিঁচড়ে গাড়ির কিনারা পর্যন্ত আনল, তারপর দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে তুলে নিল মাথার উপর।

গিরিপথটা অন্ধকার। ভিতরে ঢুকে টর্চ জালল রানা। সামনে ডন। পিছন থেকে ডনের চলার পথে টর্চের আলো ফেলে তাকে সাহায্য করছে রানা। 'পা চালিয়ে চল, ভাই! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

খানিক পর পরই এদিক-ওদিক বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গটা। তবে খুব একটা উঁচু-নিচু নয়, খানাখন্দও তেমন নেই, প্রায় সমতলই বলা যায় পথটাকে। শুধু সামনে নয়, দু'পাশের দেয়ালের দিকেও টর্চের আলো ফেলে কি যেন দেখছে রানা।

হাঁপিয়ে উঠেছে ডন। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মেজাজ বিগড়ে আছে তার। সে একা কেন বইবে বাক্সটা? উনি কোথাকার লাট সাহেব···ইত্যাদি ভাবছে সে, এমন সময় সহানুভূতির সুরে রানা বলল, 'তোমার কপালটা খারাপ, ডন। ভারি বাক্সটা একা বইতে হচ্ছে। আমি মাথায় নেব তারও উপায় নেই। আমার বুদ্ধি বেশি তো তাই, একটা নয়, তিন তিনটে ফোঁড়া হয়েছে, কোথায় জানো? ঠিক চাঁদির মাঝখানে।'

কথা বলল না ডন। দাঁতে দাঁত চেপে হজম করার চেষ্টা করছে

রাগটা।

উপদেশের সুরে কথা বলছে রানা। 'দেশ সেবার চেয়ে বড় পুণ্য আর নেই…' সারাটা পথ এরই ফজিলত বর্ণনা করে গেল সে। নীরবে হজম করল ডন।

বাক্সটাকে অসম্ভব ভারি লাগছে ডনের। মনে হচ্ছে দশ বিশ মন ছাড়িয়ে গেছে ওটার ওজন। হাঁটছে তো হাঁটছেই, যেন কোনদিন শেষ হবে না পথ। 'আর কতদূর?' লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নটা না করে পারল না সে।

'কি করে বলব?' টর্চের আলো ফেলল রানা বাঁ পাশের দেয়ালে। একটা গুহামুখ দেখা যাচ্ছে। আরও কয়েক পা এগিয়ে গুহাটার টার সামনে থামল ও। টর্চের আলো ফেলল ভিতরে। বিশ গজ লম্বা গুহাটা, বেরুবার আর কোন পথ নেই। তিন দিকে নিরেট পাথরের ছিদ্রছিদ্র দেয়াল। 'এই রকম একটা গুহাই খুঁজছিলাম,' বলল রানা। 'কাজে লাগবে এটা।'

কি কাজে লাগবে তা জানার উৎসাহ নেই ডনের। চুপ করে থাকল সে। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে আবার খানিক ধনুকের মত বেঁকে গেছে গিরিপথটা। বাঁক নেবার সময় দিনের আলো চোখে পড়ল। একটু পরই প্রখর রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের। গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা।

চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল রানা। সোয়া মাইল দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়। গিরিপথ থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, হারিয়ে গেছে পাহাড়টার আড়ালে। চোখে বায়নোকুলার তুলল রানা। দেখছে চারপাশ। ডান দিকে মস্ত একটা লেক। ওপারে পাহাড়। বাঁয়ে নির্জন প্রান্তর, খাঁ খাঁ

করছে। ঘুরে দাঁড়াল ও। সুড়ঙ্গের বিশাল মুখের দিকে তাকাল। ত্রিশ ফুটের মত চওড়া, প্রায় সেই সমান উঁচু। আরও উপরে উঠে গেল রানার দৃষ্টি। খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের গা, খানিক দূর, তারপর একটা বিশাল ঝুলপাথর পিঠ উঁচু করে সেঁটে আছে পাহাড়ের গায়ে।

'কোথায় রাখব এটা?'

রিস্টওয়াচ দেখছে রানা। বত্রিশ মিনিট লেগেছে গিরিপথটা পেরিয়ে আসতে। ডনের মাথায় বোঝা না থাকলে আরও দ্রুত হাঁটতে পারবে ওরা, ফিরতে বিশ বাইশ মিনিটের বেশি লাগবে না। কিন্তু তার আগে আরও ঘণ্টাখানেক ব্যয় হবে...হঠাৎ ডনের দিকে তাকাল ও। 'কিছু বলছিলে?'

মাথার বাক্সটার গায়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে একটা হাত দিয়ে চাপড় মারল ডন। 'মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি চিরকাল? কোথায় রাখব বলবেন তো!'

'হাঁপিয়ে গেছো নাকি?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল রানা।

পুরুষত্বে ঘা লাগল ডনের। ঘাড়, কাঁধ, মাথা প্রচণ্ড ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে, কিন্তু জেদের স্বরে মুখ হাঁড়ি করে বলল, 'না।'

'পাহাড়ে চড়ব আমরা,' হাত তুলে সুড়ঙ্গ মুখের কাছ থেকে কয়েক গজ বাঁ দিকে পাহাড়ের গা দেখাল রানা। 'ওই জায়গা দিয়ে ওঠা যাবে বলে মনে কর?'

ভারি বাক্সটা মাথায় রয়েছে, তাই খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে ঘুরে সেদিকে তাকাল ডন। সাথে সাথে শুকিয়ে গেল মুখ। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে সিঁড়ির ধাপের মত সমতল পাথর বেরিয়ে আছে, আকারে কোনটাই আট ইঞ্চির বেশি নয়। একটার উপর একটা তির্যকভাবে উঠে গেছে ধাপগুলো, চল্লিশ ফুট উপরের

পেট-উঁচু ঝুলপাথরের কিনারা পর্যন্ত। রানা ঠাট্টা করছে, ভাবল সে। ধীরে ধীরে ঘুরল আবার। 'কোন পাগলও তো ওখানে ওঠার চেষ্টা করবে না ডক্টর ফিলাতভ।'

আমরা পাগল নই, তাই আমরা করব,' বলল রানা। 'নাও, তাড়াতাড়ি কর। হাতে বেশি সময় নেই। পড়ে যাবে, সে ভয় করো না। তোমার ঠিক পিছনেই থাকছি আমি।'

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে উঠল ডনের মনে। কষ্টেস্থষ্টে খানিক দূর উঠে বাক্সটা যদি ফেলে দেয়া যায়, ঠিক শালার মাথার উপর, ব্যাস। রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করল ডন। এবার সে দেখে নেবে।

ধাপ বেয়ে ওঠা যতটা কঠিন বলে মনে হয়েছিল, কাজটা তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন, উঠতে গিয়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ডন মাথার উপর বাক্সটাকে ধরে থাকতে হয়েছে এক হাত দিয়ে অপর হাতটা পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে থাকা পাথর ধরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এক পায়ের পাঁচটা আঙ্গুল নাম-মাত্র ঠেকে আছে নিচের ধাপে, পরবর্তী থাপটা বেশ দূরে এবং উঁচুতে, পায়ের নাগালের প্রায় শেষ সীমায়। হাঁটু ভাজ করে বুকের কাছে তুলেছে, পা'টাকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নাগাল পেতে চাইছে পরবর্তী ধাপের। বারবার ব্যর্থ হচ্ছে তার প্রচেষ্টা। ধাপের কিনারা স্পর্শ করছে আঙ্গুলগুলো, হড়কে নেমে আসছে সাথে সাথে। দুর্ভাগ্য ক্রমে ধাপটা সাংঘাতিক ঢালু. সেজন্যেই আঙ্গুলগুলো শক্ত ঠাঁই পাচ্ছে না। টন টন করছে দুটো পা-ই, ব্যথায় অবশ হয়ে আসছে। নিচের ধাপ ছুঁয়ে থাকা পা'টা যে-কোন মুহূর্তে স্থানচ্যুত হতে পারে। তা যদি হয়, কম্ম সাবাড়!

নিচের দিকে তাকাল ডন। আঁতকে উঠল সে। শিরশির করে

শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেল আতঙ্কের একটা ঢেউ। ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে রানা। দু'হাত দিয়ে তার নিচের ধাপ ছুঁয়ে থাকা পা টা ধরতে যাচ্ছে।

'ফেলে দেব না উঁচু করে ধরছি তোমাকে.' বলল রানা। এবার দেখ নাগাল পাও কিনা।'

শক্ত করে ধরে ধাপ থেকে তুলে ফেলেছে ডনের পা'টা রানা। পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করছে ও।

ভয়ে আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার অবস্থা ডনের। যত বড় দুঃসাহসী বীর পুরুষই হোক, কোন মানুষের পক্ষে এই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় আরেকজনের গুরুতর বিপদ মাথায় নেয়া সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়।

মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই আতঙ্ক কাটিয়ে উঠল ডন। বুঝল, মুহূর্তের বিলম্বে সর্বনাশটা ঘটে যাবে। দু'জনের যে-কেউ এক চুল ভুল নড়াচড়া করলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট নিচে পড়তে হবে।

ডনকে প্রায় এক ফুট এগিয়ে দিয়েছে রানা। ওর একত্রকরা দুহাতের মাঝখানে ডনের পা। ফুলে উঠেছে দুই হাতের পেশী। দ্রুত শক্তি কমে আসছে হাত দুটোর। এই সময় হালকা হয়ে গেল ডনের পায়ের চাপ। পরবর্তী ধাপে অপর পা'টা জায়গা করে নিতে পেরেছে।

ঝুলবারান্দার কিনারায় পৌঁছুতে পনের মিনিট লেগে গেল ডনের। শেষ ধাপটায় দাঁড়িয়ে আছে সে। বাক্সের উপরটা ঠেকে আছে আলতোভাবে ঝুলপাথরের ফুলে ওঠা গায়ের সাথে।

'এবার ?' কেঁপে উঠল ডনের গলা। বাক্সের প্রচণ্ড চাপে মাথার খুলি ভেঙে নিচের দিকে ডেবে যাবে বলে মনে হচ্ছে তার।

'একটু অপেক্ষা করতে হবে,' কাঁধ থেকে রশির কুণ্ডলিটা নামাচ্ছে রানা। রশির একটা প্রান্তে তেমাথা বিশিষ্ট একটা বড় সাইজের আঙটা। রশির কুণ্ডলীটা পায়ের কাছে একটা ধাপে নামিয়ে রাখল ও। তারপর আঙটাসহ প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল ঝুলপাথরের মাথার দিকে। পেট উঁচু পাথরটার গা ঘেঁষে একটু তির্যক ভাবে উঠে গেল রশিটা। ঝুলপাথরের মাথা ছাড়িয়ে আরও খানিক দূর উঠল, পড়ল চোখের আড়ালে।

আগেই নিচে থেকে দেখে নিয়েছে রানা, ঝুলপাথরের মাথায় ছোট বড় নানান আকারের পাথর পড়ে আছে। রশি ধরে টানছে ও। একটু পরই আটকে গেল আঙটা, টানলেও আসছে না। ভাল করে টেনে দেখে নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে ডনকে বলল, 'রশি বেয়ে উঠে যাচ্ছি আমি বাক্সটা বেঁধে দাও টেনে তুলে নেব।'

রশি ধরে উঠতে শুরু করল রানা। ডনের পাশ ঘেঁষে উঠছে। দ্রুত ভাবছে ডন, ধাক্কা দিয়ে দেখব নাকি? কিন্তু দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে রশিটা রানা, এক হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাভ হবে না কোন নিজেই হয়ত তাল সামলাতে পারবে না সে। থাক। আরও ভাল সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবে সে।

ফুলে ওঠা পাথর বেয়ে দ্রুত উঠে গেল রানা। তিন মিনিট পর উপর থেকে ওর গলা পেল ডন, 'বাক্সটা শক্ত করে বাঁধো রশি দিয়ে।'

কিছুক্ষণ পরপর একটা করে সুযোগ আসছে, কিন্তু কোনটাই গ্রহণ করতে পারছে না ডন। এই যেমন এখন, বাক্সটা মাথা থেকে ফেলে দিতে পারে সে। এ কাজের জন্যে এটাই তার শেষ সুযোগ। রানার মতলবটা পরিষ্কার না জানলেও অনুমান করতে পারছে সে।

বাক্সের ভিতর সাংঘাতিক শক্তিসম্পন্ন ছয়টা টাইম বোমা আছে। সেগুলো ফাটাবার মতলব রানার। উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার: বিশাল পাথর ধসিয়ে সুড়ঙের মুখটা বন্ধ করে দেয়া। গোলাবারুদের বাক্স উপরে তোলার আর কোন কারণ থাকতে পারে না।

যে-কোন মূল্যে এ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত রানাকে উপলব্ধি করছে ডন। মাথা থেকে বাক্সটা ফলে দেয়াই এখন একমাত্র উপায। কিন্তু, এর খারাপ দিকটাও বিবেচনা করতে হয়। বাক্স ফেলার অপরাধে, কোন সন্দেহ নেই, তার শাস্তির ব্যবস্থা করবে রান। কোন অজুহাতই শুনবে না ও। শাস্তিটা কি হবে, আগে থেকে জানারও কোন উপায় নেই। তাছাড়া, বাক্সটা নিচে পড়ে ভাঙবে বটে, কিন্তু তাতে টাইম বোমাগুলোর কোন ক্ষতি নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে রানার নির্দেশে আবার নিচে নেমে গিয়ে সেগুলো তুলে আনতে হবে তাকেই। আঁতকে উঠল ডন। অসম্ভব, দ্বিতীয়বার ওভাবে ওঠার চাইতে সে বরং আত্মহত্যা করবে!

নিজেকে আর কোন চিন্তা ভাবনার অবকাশ না দিয়ে এক হাত দিয়ে বাক্সের গায়ে রশি পেঁচাতে শুরু করল সে। কষ্টসাধ্য কাজ, প্রচুর সময় নিচ্ছে। বেঈমানদের জন্যে নরকেও বোধহয় এত কঠিন সাজার ব্যবস্থা নেই। ধারাল ক্ষুরের উপর দিয়ে সেতু পার হওয়াও বুঝি এর চেয়ে সহজ।

'হয়েছে, শেষ শক্তিটুকু একত্র করে চেঁচিয়ে উঠল ডন।

সাথে সাথে টান পড়ল রশিতে। উপর থেকে ধীরে ধীরে টানছে রানা। হালকা হয়ে যাচ্ছে ডনের মাথা। আরামের শীতল পরশ নামছে মাথা বেয়ে।

ধীরে ধীরে উঠে গেল বাক্সটা, হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

অপেক্ষা করছে ডন। রানা কি রশিটা নামিয়ে দিয়ে উঠতে বলবে তাকে? ভাবছে সে।

এক এক করে দশ মিনিট কেটে গেল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ডন। নিজেকে হীন, রানার হাতের অসহায় পুতুল মনে হচ্ছে। না বুদ্ধি, না সাহস—কোনদিক থেকেই নিজেকে ওর সমকক্ষ ভাবতে পারছে না সে। আরও দশ মিনিট কাটল, 'কি করব আমি?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল ডন।

আওয়াজ করো না,' উপর থেকে ভেসে এল রানার গলা। 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক।

কি করছেন আপনি, ডক্টর ফিলাতভ?—প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না ডন। উত্তরটা কি দেবে রানা, জানা আছে তার। দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করবে ও: দেশসেবা।

আরও দশ মিনিট পর উপর থেকে বলল রানা, 'ডন, আমার কাজ শেষ। নামতে শুরু কর তুমি।'

'আগে নামতে বললেই তো হতো। এই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে কষ্ট দেবার কি মানে? গজ গজ করছে ডন। সাবধানে নামতে শুরু করল। খানিক দূর নেমে মুখ তুলে উপরে তাকাল। রানাও নামছে। কিন্তু তাকিয়ে আছে তারই দিকে। চোখাচোখি হতে হাসল। বলল, 'তাড়াতাড়ি নামো। আরও কাজ বাকি আছে।'

মুহূর্তের জন্যে থামল ডন। আবার একটা সুযোগ বয়ে যাচ্ছে। এখন যদি গুলি করে···কিন্তু না, পকেট থেকে রিভলভার বের করে লক্ষ্য স্থির করতে যে সময় লাগবে, তার আগেই দড়ি বেয়ে হড় হড় করে নেমে আসবে রানা।

নিচে নেমে ভাল করে দাঁড়াবার অবসর পেল না ডন, তার আগেই

ঝুপ করে পাশে নামল রানা। কুনুই দিয়ে তার পাঁজরে মৃদু গুঁতো মারল ও, 'কুইক! যত অল্প সময়ে সম্ভব ফিরে যেতে হবে আমাদের।'

ডনকে পাশে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল রানা। পকেট থেকে টর্চটা বের করল। সুড়ঙে ঢুকে জ্বালাল সেটা।

ডনকে নিয়ে রানা গিরিপথে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সেই যে তাঁবুর ভিতর ঢুকেছে জুলি, প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল, ভুলেও একবার বাইরে বেরোয়নি সে। বেরোয়নি বটে, কিন্তু তাঁবুর বাইরে যে উপভোগ্য নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে তা থেকে নিজেকে মোটেই বঞ্চিত করছে না সে। তাঁবুর পর্দা ফেলা, ফাঁক-ফোকরে চোখ রেখে সবই দেখতে পাচ্ছে সে। ওরা চলে যাবার পাঁচ সাত মিনিটের মাথায় প্রথম দল চীনারা পৌঁছেচে। এখানেও সবচেয়ে কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছে তারা। এরপর একে একে এসেছে বৃটিশ-সুইডিশ, জার্মান, অ্যারাবিয়ান, কানাডিয়ান এবং ফ্রেঞ্চরা। সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছে জুলিকে বাদামী রঙের সেই মার্সিডিজটা। হাতকাটা বয়স্ক লোকটাসহ বিশাল ছাতিওয়ালা সেই ছোকরা এবং অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটাকে নিয়ে গাড়িটা পৌঁছেচে সবার শেষে। এরাও তাহলে ওদের প্রতিপক্ষ, ভাবতে গিয়ে বিষম খেয়েছে জুলি। রানাকে খবরটা দেবার জন্যে সেই থেকে ছটফট করছে সে।

রানাকে জানাবার মত আরেকটা খবর যাগাড় হয়েছে জুলির। বৃটিশ-সুইডিশদের সাথেই এসেছে জ্যাক জাস্টিস, কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে সেই যে সে ক্যাম্পে ঢুকেছে, তারপর থেকে বাইরে মুখ দেখায়নি সে। খুবই রহস্যময় ব্যাপার, মনে হয়েছে তার।

ওদের তাঁবুর চার ধারে মোটামুটি দুরত্ব বজায় রেখে তাঁবু

ফেলেছে প্রত্যেকটি দল। ওদের জীপটা গিরিখাদের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাঁবুর দিকে মুখ করে, দেখে আশ্বস্ত হয়েছে সবাই। ঘুণাক্ষরেও কারও মনে সন্দেহ জাগেনি, সবাই ধরে নিয়েছে ডক্টর ফিলাতভ তাঁবুর ভিতরেই আছেন।

গাড়ির আওয়াজ। কান সজাগ হয়ে উঠল জুলির। কে যেন চিৎকার করে ডাকছে। আরে, রানার গলা। ফোকর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল জুলি। দরজার দিকে ছুটল।

অন্ধকার গিরিপথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে ওরা। দিনের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কিন্তু থামল না। ছুটে গিয়ে লাফ দিয়ে জীপের পিছনে উঠে পড়ল রানা। আরও একটু এগিয়ে ডনও লাফ দিয়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। বসেই স্টার্ট দিল গাড়িতে।

'জুলি! জুলি!' ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল রানার কণ্ঠস্বর।

প্রত্যেকটা তাঁবু থেকে দেখতে পাচ্ছে সবাই ওদেরকে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে প্রত্যেকে। ডক্টর ফিলাতভ তাঁবুতে ছিলেন না এতক্ষণ, এটা একটা বিস্ময়। তার চেয়ে বড় বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে এই মুহূর্তে ওর অপ্রত্যাশিত আচরণ। গিরিপথ থেকে এভাবে ছুটে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে জীপে চড়া, গলা ছেড়ে চিৎকার করা—সব কিছুই বড় গোলমেলে ঠেকছে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়েছে জুলি। দ্রুত হেঁটে আসছে সে। ব্যস্ততার সাথে দ্রুত হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে রানা, তাই দেখে ছুটতে শুরু করল জুলি।

'ঘোরাও জীপ।' ডনকে নির্দেশ দিল রানা।

গর্জন তুলে সামনে এগুলো জীপ, সামনের ফাঁকা জায়গাটায়

পৌঁছে থামল। দ্রুত পিছু হটছে, সেই সাথে ঘুরে যাচ্ছে জীপের নাক। রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়াল। কাছে চলে এসেছে জুলি। হাতের বিরাম নেই ডনের। ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে আবার ছেড়ে দিল জীপ। একরাশ ধুলো উড়িয়ে দিয়ে বাঁক নিচ্ছে। লাফ দিয়ে পিছনের সীটে উঠে পড়ল জুলি। ঘুরে গেছে জীপের মুখ। আতঙ্কিত ইঁদুরের মত ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার গর্তে।

পিছন দিকে তাকিয়ে আছে রানা। তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর হুঁশ ফিরেছে এতক্ষণে। পাগলের মত দৌড়াচ্ছে সবাই। টপাটপ উঠে পড়ছে যে যার গাড়িতে।

মুচকি একটু হাসল রানা।

হেডলাইট অন করে দিয়েছে ডন। পিছন থেকে প্রতি মুহূর্তে তাগাদা দিচ্ছে রানা, 'জোরে, আরও জোরে। তোমার গাড়ি চালানোর ওপরই এখন সব কিছু নির্ভর করছে, ভায়া।'

কো ায় যাচ্ছি আমরা, আস্তন ?'

'সুড়ঙের ভিতর আরেক সুড়ঙে।'

'মানে ?'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'আর দশ মিনিট পর বুঝতে পারবে।'

ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে জীপ। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে চালাচ্ছে ডন। কি ঘটতে যাচ্ছে, জানে সে। তবু সান্ত্বনা এইটুকু যে জীপে স্টার্ট দেবার সময় জুনেস্কির সাথে চোখাচোখি হতেই ইঙ্গিতে তাকে তাঁবু ছেড়ে নড়তে নিষেধ করে দিতে পেরেছে সে।

তিন মিনিটের মাথায় গুহাটার কাছে পৌঁছে গেল জীপ।

'খুব সাবধানে বাঁক নাও,' বলল রানা। 'শেষ মাথায় থামবে। নিভিয়ে দেবে সব আলো।'

স্পীড কমিয়ে আনল ডন। ধীরে ধীরে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল গুহায়। নিরেট পাথরের দেয়ালটা দেখা যাচ্ছে সামনে।

'আলো নেভাও।' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা।

হেডলাইট অফ করে দিল ডন।

'আন্তন··· ।'

'চুপ্!' ধমক মেরে থামিয়ে দিল রানা জুলিকে। 'কোন রকম শব্দ না।'

আবছা ইঞ্জিনের আওয়াজ। বাড়ছে ক্রমশ। তারপর উজ্জ্বল আলো পড়ল পিছনের সুড়ঙে। ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। তিনজনই তাকিয়ে আছে ঘাড় ফিরিয়ে। সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা, পিছনে আরেকটা। সেটার পেছনে আরও একটা।

'চার পাঁচ···ছয়···' বিড় বিড় করে গুণছে রানা। আট নম্বর গাড়িটা ঝড় তুলে চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। রিস্টওয়াচ দেখল। 'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, ডন। চার মিনিট সময় আছে এখনও হাতে। ধীরে সুস্থে তাঁবুতে পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট।'

'কিন্তু বুঝলাম না কিছু,' বলল জুলি। 'আন্তন, ওদেরকে ডাই-ভার্ট···'

'আমরা এখন মিঃ পপকিনের কাছে ফিরে যাব,' বলল রানা। 'ডন, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই মানে সময় অপচয় করতে বলিনি তোমাকে। সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে এই গিরিপথ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। টাইম বম্বগুলোর বিস্ফোরণে সুড়ঙের ছাদ এখানে

সেখানে ধসে পড়াও বিচিত্র নয়। মাঝখানে আটকা পড়লে বাঁচার আশা কম। নাও, স্টার্ট দাও।'

টাইম বম্ব! রানার কথা শুনে বুদ্ধিমতী জুলি দ্রুত বুঝে নিল ব্যাপারটা। অমনি হাততালি দিয়ে উঠল সে। 'তার মানে কেউ আর পিছু নিতে পারছে না!'

'ছ'একজন বাদে,' বলল রানা। 'যারা তাঁবু ছেড়ে নড়েনি এখনও।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ব্যাক করছে ডন।

'তুমি জানলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল জুলি।

রহস্যের সুরে বলল রানা, 'জানি!'

ঘাবড়ে গেল ডন। জুনেস্কিকে সে ইঙ্গিত দিয়েছে, তা কি দেখে ফেলেছে রানা? অসম্ভব! দেখলে অন্ধ দেশপ্রেমিকের মাথা খারাপ হয়ে যেত। জাত দুশমন একজন অ্যারাবিয়ানের সাথে তাকে ইঙ্গিতে ভাব বিনিময় করতে দেখলে রানা তখনই জ্যান্ত কবর দেবার ব্যবস্থা করত তার।

গিরিপথ থেকে বেরুবার ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড আগে প্রচণ্ড গুরু গম্ভীর আওয়াজের সাথে সাথে কেঁপে উঠল সুড়ঙটা। ঝুর ঝুর করে ছোট ছোট পাথর আর বালি খসে পড়তে শুরু করল জীপের চার-দিকে।

'মুখটা সত্যি বন্ধ হয়েছে কিনা দেখে আসতে পারলে হত,' বলল জুলি।

'কমপক্ষে দশ হাজার টন পাথর ধসে পড়েছে,' বলল রানা। 'ওগুলো সরাতে অন্তত ছ'দিন লাগবে, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং মেশিনারি যদি পাওয়া যায়।'

'কেউ যদি ঘুরপথে, মানে পাহাড় টপকাবার চেষ্টা করে?'

'ভূতে ধরলে করতেও পারে সে চেষ্টা,' বলল রানা। 'ধর, তাতেও ওই দু'থেকে তিনদিনই লাগবে।'

গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এল জীপ। দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল। তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লোকজনের সংখ্যা নগণ্য। আরবদের তাঁবুর সামনে নেই কেউ বৃটিশ সুইডিশদের তাঁবুর সামনেটাও ফাঁকা। মার্সিডিজের পায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই হাতকাটা লোকটা। বিশাল ছাতি আর অপূর্ব সুন্দরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

নিজেদের তাঁবুর কাছাকাছি জীপ থামাল ডন। লাফ দিয়ে প্রথমে নামল রানা। তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে। জীপ থেকে নিচে নেমে এদিক ওদিক সকৌতুকে তাকাচ্ছে জুলি।

আস্তে করে ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢুকাল ডন, চেয়ে আছে রানার দিকে। ইতিমধ্যে জুনেস্কির তাঁবুর দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া হয়ে গেছে তার। তাকে দেখতে না পেয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

তাঁবুর ভিতর থেকে টেলিস্কোপ ফিট করা রাইফেল তুলছে জুনেস্কি। হঠাৎ ডনের দিকে চোখ পড়ল তার। রাইফেলটা নামিয়ে পাশে রাখল। সুযোগটা ডন নিতে চাইছে, নিক। বায়নোকুলারটা তুলে নিল সে।

তাঁবু থেকে দশ হাত দুরে এখনও রানা। জীপের সীটে বসে লক্ষ্য স্থির করছে ডন। মাত্র পনের হাত দুরের টার্গেট, চলমান হলেও, সোজা হেঁটে যাচ্ছে—ব্যর্থ হবার কোন কারণ নেই।

নিস্তব্ধতা চৌচির হয়ে গেল গুলির আওয়াজে। থমকে দাঁড়াল রানা। ওর ডান পাশ থেকে পিস্তলের আওয়াজ হয়েছে। তাকাতেই

দেখল মার্সিডিজের পাশে দাঁড়ান লোকটার হাতে একটা বিরাট আকারের মাউযার। নল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। জুলির চিৎকার ঢুকল কানে। ঝট্ করে পিছন ফিরল রানা। কপালে মস্ত লাল টিপের মত গর্ত নিয়ে জীপের সীট থেকে ঢলে পড়ে যাচ্ছে ডন 'তবে রে, শালা!' হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা ষাঁড়ের মত ঝড়ের বেগে ধাওয়া করল রানা হাতকাটা লোকটাকে।

রানাকে ছুটে আসতে দেখে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল হাতকাটা, খিঁচে দৌড়াতে শুরু করল উল্টোদিকে। প্রাণপণে ছুটছে, দ্রুত তালে সামনে পিছনে আসা যাওয়া করছে পিস্তল ধরা একটা হাত। কোটের অপর হাতটা ঝুলছে, অচল।

পিছু তাড়া করে মার্সিডিজের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল রানা। ঝোপ আর পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে হাতকাটা। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মার্সিডিজের হ্যাণ্ডেল ধরে হেঁচকা টান মারল ও। খুলে গেল দরজা। ঝট্ করে পিছন ফিরল। 'জুলি, কুইক!'

ডনকে গুলি খেতে দেখে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল জুনেস্কির। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কি করা উচিত বোঝার আগেই মূল্যবান কয়েকটা সেকেণ্ড বয়ে গেল। চোখ থেকে বায়নোকুলার নামিয়ে ব্যস্তভাবে রাইফেলটা যখন তুলল, মার্সিডিজে ঢুকে পড়েছে তখন রানা। জুলিও পৌঁছে গেছে গাড়ির কাছে।

গুলি করতে গিয়েও করল না জুনেস্কি। জুলির গায়ে লাগতে পারে। ওর গাড়িতে চড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। স্টার্ট দিয়েই রেখেছে রানা, জুলি উঠতে না উঠতে ইংরেজী U- অক্ষরের মত একটা বাঁক নিয়ে তীব্রবেগে ছুটিয়ে দিল মার্সিডিজ। লক্ষ্যস্থির করার অবকাশই পেল না জুনেস্কি। তবু একটা গুলি করল বটে, কিন্তু লাগল না চাকায়।

পিছনে ধুলোর পাহাড় তুলে বেভো ক্যাম্পের দিকে ছুটে যাচ্ছে মার্সিডিজ।

সাত

হেলসিঙ্কি।

ইসরায়েলী দূতাবাসের একটি সাউণ্ড-প্রুফ অফিস ঘরে দরজার দিকে মুখ করে রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে পপকিন। একটা হাত পড়ে আছে ডেস্কের উপর, মুঠোর ভিতর কাঁচের একটা পেপার-ওয়েট। অপর হাতের কনুইটা ঠেকে আছে ডেস্কে। সেই হাতেরই তালুতে থুতনি রেখে চোখ বুঁজে আছে সে। কপালে চিন্তার রেখা। গত দু'দিন ধরে বেশির ভাগ সময় এই ভঙ্গিতেই গালে হাত দিয়ে বসে বসে সময় কাটাচ্ছে সে। পায়চারির শক্তি বা উদ্যম নেই। বাইরে থেকে দেখে চেহারাটা শান্ত বলে মনে হবে, কিন্তু মনের ভিতর তুমুল আলোড়ন তুলে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। জুনেস্কি, টিটো, ম্যাক, স্টকটন, ডন, ফেজ, জুলি—সাতজনের একজনেরও কোন খবর নেই। রানাকে বধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হয়েছে ওরা আজ পাঁচদিন। এখন সকাল দশটা। পাঁচ দিন উত্তীর্ণ হয়েও পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অনুকূল পরিবেশের জন্যে প্রথম তিন দিন অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল ওদেরকে, এর মধ্যে রানাকে যদি খুন করা সম্ভব না হয় তাহলে এই সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র, পরিবেশের ধার না ধেরে, খুন করার

নির্দেশ আছে। নির্দেশ যদি অমান্য করা না হয়ে থাকে, তিপ্পান্ন ঘণ্টা আগেই খুন হয়ে গেছে রানা। তা যদি হয়, হেলিকপ্টার চেয়ে ফোন করা হয়নি কেন?

কোন কারণে খুন করা সম্ভব হয়নি রানাকে? সম্ভাবনাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল পপকিন। জুলি না হয় কিছু জানে না, কিন্তু জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের ছয়জন দুর্ধর্ষ এজেন্ট তো রয়েছে। এদের সবাইকে ফাঁকি দেবে কিভাবে রানা? না, অসম্ভব। রানাকে খুন করতে পেরেছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাহলে হেলি-কপ্টার চায়নি কেন? খবর দিচ্ছে না কেন? কিম্বা সরাসরি লাশ নিয়ে চলেই বা আসছে না কেন?

কোন প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না পপকিন। রানা সাংঘাতিক বুদ্ধিমান এজেন্ট, সুতরাং তাকে হত্যা করা সহজ নয়—একথাও ভাবছে সে। কিন্তু যতই বুদ্ধিমান আর দুর্ধর্ষ হোক, নিজেকে তো সে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক বলেই জানে। নিজের পরিচয় যদি জানা থাকত ওর, তাহলে ভয়ের কারণ ছিল। স্মৃতি ফিরে পেয়েছে, এমন মনে করারও কোন কারণ নেই। প্রখ্যাত সাইকিয়া-ট্রিস্ট পরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন: স্মৃতি ফিরে পাবার কোন সম্ভা-বনা ওর নেই। তাহলে?

নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে গোটা দলটা। কি ধরনের বিপদে পড়তে পারে? রানার লাশ···। হ্যাঁ ওটা হয়ত ছিনতাই হয়ে গেছে। এবং সবাই হয়ত ছিনতাইকারীদের পিছু ধাওয়া করে সময় নষ্ট করছে। কি দরকার বাবা, লাশের আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। হেডকোয়ার্টারকে প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেই হল···।

খুট করে একটা শব্দ হল দরজায়। চোখ খুলে গেল পপকিনের। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ভূত! চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেছে। তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ডেস্কের কোণে হাঁটু ঠুকে গেল তার।

মুখে হাসি নিয়ে ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসছে ভূতটা, পিছনে জুলি।

'তু-তুমি।' তোতলাচ্ছে পপকিন।

'আমাকে দেখে এমন চমকে উঠলেন যে?' হাসছে রানা। 'আশা করেননি বুঝি?' ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ও। পায়ে বাধিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ইঙ্গিতে আরেকটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল জুলিকে।

'তু-মি!' চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে পপকিনের

হাসছে রানা। 'হ্যাঁ, আমি। মাসুদ রানা। ফিরে আসার কথা ছিল, এসেছি। আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি ফিরে আসতে পারব কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল আপনার। তাই কি?'

পর পর দু'বার ঢোক গিলল পপকিন। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে অচল হয়ে গেছে মস্তিষ্ক, এখনও কাজ শুরু করেনি।

'আরে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'

হঠাৎ চালু হয়ে গেল পপকিনের ব্রেন। ধীরে ধীরে বসতে যাচ্ছে সে ব্যথায় চিন চিন করে উঠল হাঁটুটা। 'আর সবাই কোথায়?' দ্রুত সামলে নিচ্ছে নিজেকে। সাবধানে, মৃদু গলায় করল প্রশ্নটা। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। চকিতে একবার দেখে নিল জুলিকে।

হঠাৎ মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল রানার। 'মিঃ পপকিন, ওদের

সম্পর্কে আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আপনি।'

'কি প্রশ্ন, রানা?' সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে পপকিন।

'একদল গরুকে আমার সাথে ভিড়িয়ে দিয়ে ছিলেন আপনি। কেন?'

তিন সেকেণ্ড কথা বলল না পপকিন। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'ঠিক বুঝলাম না তোমার কথা। কাদেরকে গরু বলছ তুমি?'

'সরি,' বলল রানা। 'ভুল হয়েছে আমার। গরু নয়। গাধা। জেনেশুনে কেন পাঠিয়েছিলেন গাধাগুলোকে?'

চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে পপকিনের। দ্রুত বুঝে নিতে চাইছে রানার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। 'তুমি স্টকটন, ডন ফেজ—এদের কথা বলছ?'

'নয়ত কাদের কথা বলব?' বিরক্তির সুরে বলল রানা। 'আর কাউকে পাঠিয়েছিলেন নাকি?

'কি করছে ওরা? কোথায়...?'

'টপাটপ মরে গেছে গুলি খেয়ে।'

'কি...কি বললে।' চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়েও ধপাস করে বসে পড়ল পপকিন।

'অথচ,' রাগতঃ গলায় বলল রানা, 'আমাকে রক্ষা করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন আপনি ওদেরকে। দেখে তো মনে হল নিজেদের মধ্যে কে কার চেয়ে আগে গুলি খেয়ে মরতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়েছিল।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে পপকিন। জুলির দিকে তাকাল সে।

'সত্যি,' বলল জুলি। 'কারও কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পায়নি রানা।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে পপকিনের। শুকিয়ে গেছে কণ্ঠতালু। ঢোক গিলেও কোন ফায়দা হচ্ছে না। বাঁ হাঁটুটা ডলছে সে এক হাত দিয়ে। 'সব কথা আমাকে খুলে বল, রানা,' ব্যগ্রতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বরে।

ধীরে ধীরে সব কথাই বলল রানা। গভীর মনোযোগ দিয়ে রানার প্রতিটি শব্দ শুনল পপকিন। দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। এক, ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে এখনও কিছুই জানে না রানা। দুই, স্মৃতি ফিরে পায়নি ও—তার মানে হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ অনুযায়ী অপারেশন এক্স-রে মিশনে ওকে পাঠান যায়। ডেস্কের উপর চোখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল সে। তারপর বলল, 'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। একজন অ্যারাবিয়ানকে খুন করেছ, বলছ। কে সে? পরিচয় উদ্ধার করতে পেরেছ?' জুনেস্কি নাকি টিটো?—বুঝতে চাইছে পপকিন।

'পেটের কথা জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারত না,' জানাল রানা। 'কি করে বলবে, নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে পড়েছিল যে।'

শিউরে উঠল মনে মনে পপকিন। 'আচ্ছা, ম্যাকের খবর কিছু জানা আছে?'

'আহত হয়েছে, এইটুকু শুনেছি।'

'হুঁ,' চিন্তায় ডুবে গেল আবার পপকিন।

'জুনেস্কি কোথায়?' হঠাৎ বলল রানা, 'এদের সকলের বদলে তাকে একা যদি আমার সাথে পাঠাতেন, তাহলেও এমন বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটত না। ভেবে দেখুন, যা ঘটল, এরপর জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের লোক বলে নিজের পরিচয় দেব কিভাবে? ইস, লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। সে যাক, এদিকের খবর কি? আপ-

নার কাজ শেষ ?'

মুখ তুলল পপকিন। 'শেষ ? শুরু হয়নি, তার আবার শেষ!'

'মানে ?

নৈরাশ্যের বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পপকিন। 'হেডকোয়া-র্টার থেকে খবর এসেছে সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা গেছেন ডক্টর আনা-তোলি ফিলাতভ।'

'হোয়াট!' এবার রানার আঁতকে ওঠার পালা। 'বলেন কি! তাহলে এই যে এতগুলো লোক প্রতিপক্ষদের ডাইভার্ট করতে গিয়ে মারা পড়ল, এত কৌশল করে, ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে নোভা গিরিপথের ওপারে আটকে রেখে এলাম—সব মাঠে মারা গেল? এখানে বসে বসে আপনি বুড়ো আঙ্গুল চুষছেন সেই থেকে ?'

'আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই,' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে গলার জোর বেড়ে গেল পপকিনের। 'কিছুই করার ছিল না আমার। ডক্টর ফিলাতভ মারা গেছেন, সুতরাং একমাত্র ভরসা তুমি, তাই তোমার জন্যে এখনও এখানে বসে অপেক্ষা করছি আমি। তুমি ফিরে এসে আমাকে বাঁচিয়েছ, রানা।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা,' ভুরু কুঁচকে উঠেছে রানার।

'অপারেশন এক্স-রে এখন সম্পূর্ণ তোমার উপরই নির্ভর করছে,' বলল পপকিন। 'ডক্টর ফিলাতভের চেহারা রয়েছে তোমার, তো-মাকে ছাড়া থিসিস উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই আমাদের হাতে।'

'অসম্ভব!' বলল রানা। 'ন্যাড়া ক'বার বেল তলায় যায় ? আপ-নার অযোগ্যতার দরুন কোনমতে প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি। আবার ? না, মিঃ পপকিন। আপনার কোন কাজ আমি আর করে

দিচ্ছি না।'

বাঁ হাত দিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার টান দিয়ে ভিতরে হাত ঢোকাচ্ছে পপকিন, 'কিন্তু হেডকোয়ার্টার যদি সরাসরি নির্দেশ দেয় তোমাকে?' এক টুকরো কাগজ বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ওয়্যারলেস মেসেজটা পড়ল রানা। স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ওতে। গুম হয়ে বসে রইল সে বেশ কিছুক্ষণ।

'কি, রাজি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'উপায় কি!' পাইপে টোবাকো ভরছে ও।

'আমি?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল জুলি, 'আমিও ওর সাথে যাচ্ছি?'

'না,' বলল পপকিন। 'হেডকোয়ার্টার থেকে সে রকম নির্দেশ পাইনি আমি

মুখ কালো হয়ে গেল জুলির।

দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে কথার মাঝখানে থেমে গেছে পপকিন।

হন্তদন্ত হয়ে কামরায় ঢুকল জুনেস্কি। রানাকে দেখেই কোটের ভিতরে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বাঁটে চলে গেল তার হাত।

'এই যে, জুনেস্কি,' দ্রুত বলল পপকিন। 'ঠিক সময়েই পৌঁছে গেছ দেখছি। গুড! অপারেশন এক্স-রে মিশনে রানার সাথে তুমিও যাচ্ছ '

বসের কথা শুনে থমকে গেছে জুনেস্কি। নিঃশব্দে দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে।

গ্রাহ্য না করে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল পপকিন। 'এস, বস। কিভাবে কি করতে হবে, সব বুঝিয়ে বলছি তোমাদেরকে।'

বসের কথায় মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছে না জুনেস্কি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে।

পাইপে আগুন ধরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। 'কেমন আছ, জুনেস্কি। খবর ভাল তো?'

উত্তর দিল না জুনেস্কি। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে রানার কাছ থেকে ছু'হাত দূরের একটা চেয়ারে বসল।

সব বুঝিয়ে বলতে শুরু করল পপকিন। কিন্তু তার একটা কথাও কানে ঢুকছে না জুনেস্কির। শক্ত হয়ে বসে আছে সে বসের মুণ্ডপাত করছে মনে মনে। চার চারজন লোক খুন হয়ে গেছে যে লোকের জন্যে, তার সাথে খোশগল্প করছে পপকিন।

সব কথার পর পপকিন বলল 'রানা, তুমি বলেছ নোভা গিরিপথের ওপারে ছু'জন বাদে সবাইকে আটকে রেখে এসেছ। এই ছু'জনের পরিচয় জান?'

'জ্যাক জাস্টিস,' বলল রানা 'আর একজন অ্যারাবিয়ান।'

'জ্যাক জাস্টিস!' আঁতকে উঠল পপকিন। 'মাই গড। ওকেই তো সবচেয়ে বেশি ভয় আমাদের! জান, কে ও?' রানা মাথা কাত করতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল সে, 'না! আমেরিকান এজেন্ট নয় সে। জ্যাক জাস্টিস ওর আসল নামও নয়। ওর নাম গুস্তাভ তাতাভস্কি। কে জি বি-র মস্ত বড় অফিসার।'

'সে কি!'

'বিপদটা কোথায় বুঝতে পারছ এবার?' বলল পপকিন। 'অ্যারাবিয়ানটার কথা বাদ দাও। কিন্তু, গুস্তাভ তাতাকে যেভাবে হোক আটকাতে হবে। রাশান ল্যাণ্ডে ও যদি তোমাদেরকে পায়, জীবনে আর থিসিস নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না,' একটু চিন্তা করল

পপকিন, 'ঠিক আছে, ওর ব্যাপারেও তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। ওকে এখানেই ঠেকাবার ব্যবস্থা করব আমি।'

মুচকি একটু হেসে বলল রানা, 'তার দরকার নেই। আমার মাথায় আরও ভাল একটা বুদ্ধি আছে ওকে ঠেকাবার।'

'কি রকম শুনি?' সাগ্রহে জানতে চাইল পপকিন।

কিছুই শুনছে না জুনেস্কি। বসের নির্বুদ্ধিতা কল্পনা করে রাগে ফুলছে শুধু।

বুঝিয়ে বলল রানা। ওর প্ল্যান শুনে খুশির হাসি চিক চিক করে উঠল পপকিনের দু'চোখে। 'গুড! সুন্দর বুদ্ধি করেছ।' চেয়ারে হেলান দিল সে। 'তাহলে আগামীকাল সকালেই রওনা হয়ে যাচ্ছ তোমরা। ইতিমধ্যে টেলিফোনে ক্যাসি ভারতানেনের সাথে সব কথা পাকাপাকি করে ফেলব আমি।'

'কিন্তু,' বলল রানা। 'অরিজিন্যাল প্ল্যান ছিল ডক্টর ফিলাতভের সাথে আপনি যাবেন। এখন আমার সাথে জুনেস্কি যাচ্ছে কেন?'

একটু থতমত খেয়ে গেল পপকিন। তক্ষুণি সামলে নিল নিজেকে। 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্ল্যান অদলবদল করার দরকার পড়ে, রানা। তোমরা ওদিকে নির্বিঘ্নে কাজ সার, আমি এদিকটা সামলাই। আর কোন প্রশ্ন?'

'নেই,' বলল রানা। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। দেখাদেখি জুলিও উঠল। জুনেস্কি নড়ল না। গোঁট হয়ে বসে থাকল নিজের চেয়ারে।

দিনটা ফাইল দেখেই কাটাল রানা। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাটাল জুলির সাথে। দূতাবাসেই ব্যবস্থা হয়েছে থাকার।

ডিনার শেষে ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে রয়েছে

ওরা। রানার এক হাতে হুইস্কির গ্লাস, অপর হাতে টোবাকো পাইপ।

'এবারও তোমার সাথে যেতে পারলে খুশি হতাম,' দুঃখ করে বলল জুলি। অপারেশন এক্স-রে মিশনে ওকে পাঠানো হচ্ছে না শুনে মন খারাপ করে আছে সে। 'কেন জানি না, বুঝলে, মনে হচ্ছে আর হয়ত তোমাকে...'

জুলির মুখে হাত চাপা দিল রানা। 'আর কোন প্রসঙ্গ নেই?' হাসল সে। 'আচ্ছা, ভাল কথা, বিয়ে-শাদীর কথা বরাবর এড়িয়ে যাচ্ছ কেন বল তো? জুনেস্কি বলছিল '

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল জুলি। 'তেল আবিবে থাকে ছেলেটা। কি যে পেয়েছে আমার মধ্যে, পাঁচ বছর ধরে জেদ ধরে বসে আছে, আমাকে ছাড়া বিয়ে করবে না। অথচ...'

'অথচ ওকে তুমি ভালবাস না, এই কথা বলতে চাও?'

'না, ঠিক তাও নয়,' ইতস্তত করছে জুলি। 'ছেলেটা এত ভাল, এতই ভাল আর নিরীহ টাইপের যে...মাঝে মাঝে ভাবি, আমার মত দস্যি মেয়েকে নিয়ে জীবনে কি সুখী হতে পারবে ও?'

'পাগলী,' জুলির মাথায় আলতোভাবে চাঁটি মারল রানা। 'আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, বাইরে তুমি যাই হও, ভেতরটা তোমার ফুলের মত কোমল। যে কোন পুরুষকে সুখী করার মত যথেষ্ট গুণ তোমার মধ্যে রয়েছে

লজ্জা পেল জুলি। 'থাক আর প্রশংসা করতে হবে না! আচ্ছা, চেহারা স্মৃতি সবই তো ফিরে পাচ্ছ তুমি কিছু দিনের মধ্যে। তোমার কি ধারণা, তখন আমার কথা আর মনে থাকবে?'

'জানি না। মাঝের এই দিন ক'টার কথা মনে থাকবে কিনা আমার জানা নেই। হয়ত থাকবে। কিংবা হয়ত সম্পূর্ণ ভুলে যাব

যে জুলি বলে একটা মিষ্টি মেয়েকে আমি চিনতাম, তাকে আমার ভাল লেগেছিল। কি হবে কিছুই জানি না আমি।' একটু থেমে আবার বলল, 'জীবনটা অদ্ভুত, তাই না?'

'আমি—আমি কিন্তু তোমার স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারব না,' কি যেন বলতে চায় জুলি, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না।' কেন যেন মনে হচ্ছে, তোমার স্মৃতি গভীর একটা বেদনা হয়ে অনেক দিন কষ্ট দেবে আমাকে। তোমাকে হারাতে হবে ভাবলেই টনটন করছে বুকের ভেতরটা। কিন্তু আমি জানি, ডাক্তার বলেছে আমাকে, তোমার স্মৃতি ফিরে আসা মানেই তোমার জীবন থেকে আমার খসে যাওয়া আমার কথা কিচ্ছু মনে থাকবে না তোমার। ভাবতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে আমার—কী আশ্চর্য এই জগতের নিয়ম!'

'আবার হয়ত দেখা হবে আমাদের,' বলল রানা, 'তখন মনে করিয়ে দিও।'

'উঁহুঁ। এসব কথা যদি বলি, গল্প শোনার মত হয়ত শুনবে তুমি, কিন্তু কোন দাগ কাটবে না তোমার মনে। আমার প্রতি তোমার এখনকার অনুভূতি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে, কিছুতেই মনে পড়বে না কিচ্ছু!'

'আবার নতুন করে শুরু হতে পারে না আমাদের সম্পর্ক?'

'না। বিশেষ বিশেষ পারিবেশে বিশেষ সম্পর্কের জন্ম হয়। যে পরিবেশে তোমার সাথে আমার পরিচয়, তার পুনরাবৃত্তি হবে না আর কোনদিন। এটা অনেকটা মৃত্যুর মত। আমাদের সম্পর্কের মৃত্যু ঘটবে তোমার স্মৃতি ফিরে আসার সাথে সাথে। তখনও তোমাকে ভালবাসব আমি—কিন্তু তুমি আমাকে চিনতেই পারবে না।

কেমন লাগছে ভাবতে বল তো ?'

'খুব খারাপ, বলল রানা।

'জানো, কাল সকালেই ফেরত পাঠানো হচ্ছে আমাকে অসলোয়।'

'তার মানে আজই তোমার সাথে আমার সব সম্পর্কের শেষ ?' অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাব এরপর ?'

'হ্যাঁ।' একটা হাত রাখল জুলি রানার হাতে। 'তোমাকে হারিয়ে খুব খারাপ লাগবে আমার। কিন্তু কি করব, মেনে নিতে হবে অবশ্যম্ভাবীকে।'

'আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভাল বর্তমানকে মেনে নেয়া,' বলল রানা। 'চুলোয় যাক অতীত-ভবিষ্যৎ।'

'তার মানে ?'

'ঘরে চল, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' হাসল রানা। শেষ চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল গ্লাসটা উঠে দাঁড়িয়ে দুই বাহু ধরে টেনে তুলল জুলিকে। রানার বুকের কাছে সেঁটে এল জুলি।

আট

পাইপে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা, বলল, 'আস্তে চালাও।'

অ্যাকসিলারেটর থেকে পায়ের চাপ কমাল জুনেস্কি, তামাকের কটু গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্যে তাড়াহুড়োর সাথে নিজের দিকের

জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিল নাকটা। শুধু ক্যান্সারের ভয়ে নয়, গন্ধটা সহ্য হয় না বলেও তামাকের সাথে প্রেম হয়নি তার।

'বাদিকের উঁচু টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল রানা। 'ডান দিকে?'

রানার মাথার উপর দিয়ে তাকাল জুনেস্কি। 'পানির ওভার-হেড ট্যাঙ্ক নাকি?'

মৃদু হাসল রানা। 'আরে না। রাশিয়ার মাটিতে ওটা একটা রাশিয়ান অবজারভেশন টাওয়ার।'

'সীমান্তের এত কাছে চলে এসেছি আমরা। বড়জোর এক কিলোমিটার হবে

'হ্যাঁ। গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে পার এবার। ইমাত্রায় ফিরে গিয়ে হোটেলে নাম লেখাই চল।'

'হোটেলে?' বিস্মিত ভাবে জানতে চাইল জুনেস্কি। 'কার না বাড়িতে ওঠার কথা ছিল আমাদের?'

'তাই উঠব। তবে হোটেলে নাম লেখাবারও দরকার আছে।'

রানার সাথে থাকলেও উদ্বেগ বা অস্বস্তি স্পর্শ করেনি জুনেস্কি-কে। পপকিনের সাথে গোপন বৈঠকে আলোচনার সময় প্রথমেই বেঁকে বসেছিল সে, স্পষ্ট ভাবে বসকে জানিয়ে দিয়েছিল রানার সঙ্গী হিসেবে এই অভিযানে যেতে সে রাজি নয়। কিন্তু পপকিন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছে তাকে। বসের যুক্তিটা খণ্ডন করতে পারেনি সে। রানাকে খুন করার কোন চেষ্টা তাকে করতে হবে না, শুধু চোখ কান খোলা রেখে সাথে থাকতে হবে, কাগজপত্র কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে তা ঠেকাতে হবে—এর মধ্যে রানার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র নেই। ভেবে-চিন্তে রাজি হয়ে গেছে জুনেস্কি। যা কর-

বার পপকিন নিজেই করবে কাজ উদ্ধারের পর।

পরবর্তী বৈঠকে রানাও উপস্থিত ছিল। এই বৈঠকে শুধু রানার ভবিষ্যৎই ছিল আলোচ্য বিষয়। থিসিস উদ্ধার-পর্ব শেষ হলেই লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওকে, জানিয়েছে পপকিন। ওখানে বিখ্যাত একজন প্লাস্টিক সার্জেন নিখুঁতভাবে রানার আগের চেহারা ফিরিয়ে দেবেন। একজন সাইকিয়াটিস্ট ফিরিয়ে দেবেন স্মৃতি। দিন পনে ক্লিনিকে থাকতে হবে ওকে। তারপর সোজা তেল-আবিবে ফিরে গিয়ে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করবে। বসকে গড় গড় করে এক গাদা মিথ্যে কথা বলতে শুনে মনে মনে হেসেছে জুনেস্কি।

সামনে রাস্তার চওড়া একটা জায়গায় এসে ডাটসন প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল জুনেস্কি। ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে নিচ্ছে গাড়িটা। 'এ ধরনের টাওয়ার আরও আছে নাকি এদিকে?'

'শুধু এদিকে নয়, গোটা সীমান্ত জুড়ে খানিক পরপর দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো,' বলল রানা। 'আমার সন্দেহ, নানান ধরনের ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের মাধ্যমে একটার সাথে আরেকটার যোগা-যোগ আছে টাওয়ারের ওপরে ওরা যারা আছে, প্রতিটি শব্দ এবং পায়ের দাগ রেকর্ড করতে পারে।' আকাশ ছোঁয়া টাও-য়ারটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। 'রাশানরা সাংঘাতিক সন্দেহপ্রবণ—পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে প্রতিবেশীর ঘরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চায়। মজার লোক এই রাশানরা!'

কথা বলছে না জুনেস্কি। কিভাবে যেন বর্ডার ক্রস করার কথা ওদের • মনে করতে চেষ্টা করছে সে। ও, হ্যাঁ কার সাথে যেন দেখা করতে হবে, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। লোকটা নাকি ঘোরতর রাশান বিদ্বেষী। কিন্তু টাওয়ারগুলোর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে

কিভাবে সে আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যাবে? উৎকণ্ঠা বাড়ছে তার। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিল একবার রানাকে।' দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই লোকটার চেহারায়। পুরোমাত্রায় উপভোগ করছে সে ভ্রমণটা। নার্ভ বটে, ইস্পাতের তৈরি।

রানার নির্দেশ মত ঘুরপথে ইমাত্রায় ফিরে এল সে হোটেলের বাইরে থামাল নীল ডাটসন। পুরানো আমলের মস্ত এক বিল্ডিং পাথর দিয়ে গড়া, এখানে সেখানে মাথা উঁচু করে আকাশচুম্বি টাওয়ার, ঝুলবারান্দা, খিলান। ওয়াল্ট ডিজনীর নকশা করা রূপকথার দুর্গের মত।

হোটেলের প্রবেশ পথেই বিস্ময়। মস্ত খিলানের নিচে দিয়ে যেতে হয়। পাথরের গায়ে খোদাই করা হয়েছে পৌরাণিক জীবজানোয়ার। গাঢ় রঙের মসৃণ, চকচকে কাঠের আবরণ দিয়ে মোড়া, মেঝে থেকে সাত ফিট পর্যন্ত দু'পাশের দেয়াল। রিসেপশন ডেস্কে গিয়ে দোতালার সর্ব ডানের ঘরটা চাইল রানা। খাতায় নাম রেজিস্ট্রি করে পাসপোর্ট জমা দিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা। ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে সাথে যাচ্ছেন একজন পোর্টার।

করিডোর ধরে এগিয়ে ডানদিকের শেষ দরজার তালা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াল পোর্টার। ভিতরে ঢুকল রানা, পিছু পিছু জুনেস্কি। কাঠের প্যানেল দিয়ে মোড়া ছোট্ট একটা প্যাসেজ, তারপর বিরাট একটা গোলাকার বেডরুম। 'বাঁ দিকের বিছানাটা আমার,' পোর্টারকে বখশিশ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

নিজের চারদিকে মুগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে জুনেস্কি। 'ভাবছি, এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করবে কিনা! এমন সুন্দর সাজানো কামরা বড় একটা দেখা যায় না।'

রেফ্রিজারেটরের দিকে এগোল রানা। 'উনিশশো দুই সালে ফিনল্যাণ্ড যখন রাশিয়ার একটা অংশ ছিল তখন তৈরি করা হয় এই ভি আই পি ইনস। রাশিয়ার অংশ ছিল, একথা অবশ্য ফিনরা স্বীকারই করতে চায় না। সে যাই হোক, সেণ্ট পিটার্সবার্গের অভিজাত ধনীদের লীলাক্ষেত্র ছিল এই ইমাত্রা। স্বয়ং জার এই হোটেলে এসে উঠতেন সম্ভবত আমাদের এই কামরাটিতেই।'

'আরে বাপ্‌স।'

জুনেস্কি এখনও মুগ্ধ চোখে দেখছে কামরাটা। চারদিকে মেঝে থেকে সিলিং-ছোঁয়া জানালা। ছয়টা ইজিচেয়ার, সাথে পালিশ করা লম্বা, নিচু কাঠের টেবিল একটা করে। সামান্য একটু দেয়াল যাও বা আছে, ভাল্লুক, হরিণ আর বাঘের চামড়া দিয়ে পুরোটা মোড়া। জানালার সামনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে জুনেস্কি।

রেফ্রিজারেটর থেকে একটা একটা করে বোতল বের করে দেখছে রানা। 'এটা সুইডিশ, চলবে না। কোসকেনকোরভা, স্থানীয় জিনিস। দুত্তোরি ছাই, বিয়ার নেই নাকি। এই যে আছে...'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল জুনেস্কি। আধ গ্যালন বিয়ার ভর্তি মস্ত একটা বোতল বগলদাবা করে তার দিকে এগিয়ে আসছে রানা। হাতে দুটো গ্লাস।

ঘাড় ফিরিয়ে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জুনেস্কি। জানালার কার্নিশ থেকে তুলে নিল একটা বায়নোকুলার। ওর পাশে এসে দাঁড়াল রানা, বায়নোকুলারটা ওকে দেখাল সে, 'নিশ্চয়ই ভুলে কেউ ফেলে গেছে এটা।'

'দেখি?' জানালার কার্নিশে বোতল আর গ্লাস দুটো নামিয়ে রাখল রানা। জুনেস্কির হাত থেকে বায়নোকুলারটা নিল। নেড়েচেড়ে

দেখে উৎসাহের সাথে বলল, 'বাহ, চমৎকার জিনিস। যাক। একটা কিছু উপরি-পাওয়া হল। সৌখিন জিনিস, এটা বরং আমার হেফাজতেই থাক।'

ম্লান হয়ে গেল জুনেস্কির মুখ। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাবে, ভাবেনি সে। প্রতিবাদের সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রানা তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

বায়নোকুলার চোখে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল ও, 'চিমনিগুলো দেখতে পাচ্ছ?' চোখ থেকে বায়নোকুলারটা নামিয়ে ও বাড়িয়ে দিল জুনেস্কির দিকে।

দুরে তাকাল জুনেস্কি। 'হ্যাঁ।' চোখে বায়নোকুলার থাকায় চিমনিগুলোর প্রতিটি ইট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে।

গ্লাসে বিয়ার ঢালছে রানা। 'স্ট্যালিনের আঙ্গুল,' বলল রানা। 'এই নামেই পরিচিত ওই জায়গা। ভাল নাম সভেতোগোরস্ক।'

'মাই গড!' বিস্মিত জুনেস্কি বলল, 'এত কাছে, ইমাত্রার মধ্যেই মনে হচ্ছে।' ধীরে ধীরে চোখ থেকে বায়নোকুলারটা নামাল সে। 'স্ট্যালিনের কথা কি যেন বলছিলেন?'

'স্ট্যালিনের আঙ্গুল—স্থানীয়দের দেয়া নাম। এই নামকরণের পিছনে ছোট্ট একটা ইতিহাসও আছে।'

'তাও জানেন আপনি?' ভুরু কপালে উঠল জুনেস্কির।

'ফাইলটা পড়লে তুমিও জানতে পারতে,' বলল রানা। জুনেস্কির হাতে বিয়ার ভর্তি একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল, মৃদু চুমুক দিল নিজেরটায়। 'যুদ্ধের পর রাশানরা সীমান্তরেখা সামনে বাড়িয়ে আনতে চাওয়ায় দুই পক্ষ একটা বৈঠকে বসে। সভেতোগোরস্ক-বা এনসো কাগজ-শিল্পে সমৃদ্ধ সুন্দর একটা ছোট্ট শহর। একজন রাশিয়ান কলম দিয়ে নতুন

সীমান্তরেখা আঁকছিল একটা ম্যাপে, কিন্তু এনসোতে পৌঁছে সে দেখল ম্যাপের ওই জায়গায় একটা আঙ্গুল রেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে স্ট্যালিন। মুখ তুলে স্ট্যালিনের দিকে তাকাল সে। উত্তরে নিঃশব্দে হাসলেন স্ট্যালিন। সুতরাং, কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্ট্যালিনের আঙ্গুলের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে রেখা আঁকল সে। সেই থেকে এনসো রাশিয়ার অংশ হয়ে গেল।'

'দ্য ওল্ড বাস্টার্ড,' অন্যমনস্কভাবে বলল জুনেস্কি। একটু লজ্জিত ভাবে হাসল সে। 'ডক্টর ফিলাতভ, বসের কথা তো শুনিইনি, ফাইল নাড়াচাড়া করারও উৎসাহ নেই আমার। কিন্তু ঠিক কিভাবে বর্ডার ক্রস করব ভেবে পাচ্ছি না। আবছা ভাবে মনে আছে একটা পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের সুযোগ নিতে বলেছেন বস। কিন্তু...'

'গোটা ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার,' গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'ব্রীফকেসটা দাও আমাকে।'

ঢক ঢক করে গ্লাসটা নিঃশেষ করল জুনেস্কি। দরজার কাছ থেকে ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে টেবিলের কাছে ফিরে এল সে। তার হাত থেকে সেটা নিয়ে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল রানা। একটা ইজিচেয়ারে বসল। জুনেস্কিও বসল ওর সামনের চেয়ারে।

'মনে রাখবে, ফিনদের সাথে কথা বলার সময় সভেতোগোরস্ককে ওই নামে উল্লেখ করা চলবে না, এনসো বলতে হবে,' পাইপে আগুন ধরিয়ে বলল রানা। 'সভেতোগোরস্ক বললে বেঁকে বসবে ওরা, শত অনুরোধেও আর সহযোগিতা করতে রাজি হবে না। এ-ব্যাপারে সাংঘাতিক সেন্টিমেন্টাল ওরা।'

'তা বুঝতে পারছি।'

'কচু পারছ,' বলল রানা। 'সবটুকু শোন আগে, তবে বুঝবে।

আঠারশো পঁয়ত্রিশ সালে Lonnrot নামে এক লোক একগাদা লোকগীতি সংগ্রহ করে সেগুলোকে ছন্দ মেলান পদ্যের আকারে সাজিয়ে ফেলে—তারই নাম ক্যালেভেলা, ফিনিশদের জাতীয় মহাকাব্য। ফিনিশদের প্রধান সাহিত্যকর্ম বলতে এটাকেই বোঝায়। আধুনিক ফিনিশ সংস্কৃতির ভিত এই মহাকাব্য।'

'ইন্টারেস্টিং,' বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু এর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?'

'শুনে যাও শুধু,' বিরক্তির সুরে বলল রানা। 'ক্যালেভেলার প্রধান পটভূমি হল ক্যারেলিয়া, এখন সে জায়গা রাশিয়ার দখলে। ক্যালেভেলার গ্রামটাও এখন রাশিয়ান,' তর্জনী দিয়ে নাকের একটা পাশ ঘষছে রানা। 'ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম: ফ্রেঞ্চরা যেন কর্ণওয়াল আর নটিংহামশায়ার দখল করে নিয়েছে, সেই সাথে ইংরেজদের নিজস্ব সম্পদ রাজা আর্থার এবং রবিন হুডের কিংবদন্তীগুলোর একচ্ছত্র মালিক বনে গেছে। এখানকার ব্যাপারটা আরও গুরুতর, ফিনিশরা এ ব্যাপারে সবাই ক্ষেপে বোম হয়ে আছে।'

'এদের ধারণা তাদের জাতীয় ঐতিহ্যে থাবা বসিয়েছে রাশানরা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এবার রাজনীতির কথা। যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট প্যাসিকিভি নতুন ধরনের একটা পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেন, যার মোদ্দা কথা কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, অনেকটা সুইডেনের মত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা নয়। নিরপেক্ষতা বজায় আছে বটে, তবে তা রাশিয়ার স্বার্থে। বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে কিছুই করা বা বলা চলবে না। এই পররাষ্ট্র নীতি প্যাসিকিভি লাইন হিসেবে পরিচিত। বর্তমান প্রেসিডেন্ট কেককোনেনও এই প্যাসিকিভি লাইনের অনুসারী।'

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও উঠল না রানা। জুনেস্কি ওকে উঠতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার হাতে গ্লাসটা দিয়ে আবার ইজি চেয়ারে হেলান দিল ও। বিয়ার ভর্তি করে গ্লাসটা ফিরিয়ে এনে দিল জুনেস্কি। পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল রানা, 'প্যাসিকিভি লাইন সমর্থন করে না এমন কিছু ফিনদের সাথে একটু পর দেখা করতে যাব আমরা। এরা কট্টর দক্ষিণপন্থী, যাকে বলে প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু এদের সাহায্য ছাড়া সীমান্তের ওপারে, এনসোতে যাবার কোন উপায় আমাদের হাতে আপাততঃ নেই। কেককোনেন যদি জানতে পারে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি আমরা, দু'চার গোছা চুল যা আছে মাথায়, সব রাতারাতি পেকে সাদা হয়ে যাবে তার। রাশিয়ার সাথে চমৎকার সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে সে, কোনমতেই চাইবে না সীমান্তে এমন কিছু ঘটুক যার ফলে রাশিয়া শাস্তিস্বরূপ বেয়াড়া কোন আবদার করে বসতে পারে। তা আমরাও রাও চাই না। সুতরাং ফিনদের সাথে নরম সুরে কথা বলব আমরা, এবং এনসোয় পা দিয়ে নরম পায়ে হাঁটব।'

ধীরে ধীরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল জুনেস্কি।

হঠাৎ তীব্র চোখে তাকাল রানা, ধারাল গলায় বলল, 'আর একটা কথা। ওপারে যদি আমরা ধরা পড়ি, সমস্ত দায় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে হবে—একজন ফিনকেও জড়ান চলবে না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা, সুতরাং ভুলেও ভুলে যেও না।'

'ভুলব না' নরম গলায় বলল জুনেস্কি।

'অবশ্য, ধরা পড়ব না এই আশা নিয়েই ওপারে যাচ্ছি আমরা,' টেবিল থেকে ব্রীফকেসটা তুলে কোলের উপর নামাল রানা। খুলল সেটা। ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল। 'এটা এনসোর

স্ট্রিট প্ল্যান, উনিশশো উনচল্লিশ সালের তৈরি।' ভাঁজ খুলে ম্যাপটা টেবিলের উপর বিছাল। সেটার গায়ে একটা আঙ্গুল বুলিয়ে কি যেন খুঁজছে, আঙ্গুলটা নামতে শুরু করল নিচের দিকে। 'এই যে, পেয়েছি। এই বাড়িটাতে থাকে। ডক্টর ফিলাতভের বাবার অর্থাৎ বুড়ো নিকোলাই ফিলাতভের বন্ধু প্রফেসর স্যানকিনিন। বৃদ্ধ এক পা বাড়িয়ে আছেন পরপারের দিকে, ইতিমধ্যে যদি রওনা হয়ে গিয়ে না থাকেন। প্রথমে এই বৃদ্ধের কাছে যেতে হবে আমাদের। একমাত্র তিনিই জানেন নিকোলাই ফিলাতভ কোথায় রেখে গেছেন তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফর্মুলা। নিকোলাই ফর্মুলাটা যখন মাটিতে পোতেন, স্যানকিনিন তখন একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।'

'এবং নিকোলাই ফিলাতভের পুত্র ডক্টর ফিলাতভকে ছাড়া তিনি সে-তথ্য আর কাউকে জানাবেন না,' নিস্তেজ গলায় বলল জুনেস্কি।

'বাহ্, এই তো সব মনে করতে পারছ!' মুচকি হেসে বলল রানা। গ্লাসটা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। 'চল, এবার আমাদের বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে।'

নয়

পনের মিনিট পর শহরতলির একটা বাড়িতে ফিনদের সাথে বৈঠক হল ওদের। পথেই গাড়ি চালাতে চালাতে জুনেস্কিকে বলেছে রানা, 'ওরা পাঁচজন লোক সাহায্য করছে আমাদেরকে। ক্যাসি ভারতানেন,

তার ছেলে তার্মো, এবং ফোরম্যান হেইকী হুভিনেন, বাকি দু'জনের নাম এখনও জানি না আমি।'

'নামগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই?'

'নই মানে? তোমার বাপ আমি—ক্যাসি ভারতানেন। তুমি আমার ছেলে, তার্মো ভারতানেন। আমাদের ফোরম্যান হেইকী হুভিনেন। রাশান সীমান্ত বা সীমান্তের ওপারে প্রশ্ন করা হতে পারে, তখন যদি উল্টো পাল্টা কিছু বল, জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স চিরকালের জন্যে হারাবে তোমাকে।'

'হুঁ।'

আর একটা কথা.' বলল রানা। 'সাবধান, এই তিনজনের সাথে আলাপের সময় নাম উচ্চারণে ভুল-ভাল করে বসলে বিপদে পড়বে। রসিকতা বোঝে না ওরা সুতরাং ঠাট্টা-মস্করাও করতে যেয়ো না। বরং, মুখ বুঁজে থেকো। বুড়ো ভারতানেন যুদ্ধের সময় ফাইটার পাইলট ছিল, এখনও তার ধারণা যুদ্ধে জার্মানরা জিতে গেলেই ভাল হত।'

'বলেন কি!'

'রাশানদের ঘৃণা করতে হবে. তাই নাজীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত সম্ভবত এই ধরনের যুক্তিতে বিশ্বাসী ওরা। যাই হোক এত কথা এই জন্যে বলছি, যে কোন অবস্থাতেই ওদেরকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না। এরাই আমাদের একমাত্র সহায়।'

'মনে থাকবে,' বলল জুনেস্কি। প্ল্যানটা কি বলবেন?'

'ফিনদের রয়েছে কাগজের মিল তৈরি করার ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা,' বলল রানা। 'ওদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্যে রাশানরাও আগ্রহী। 'এনসোতে তারা নতুন একটা মিল তৈরি

করছে। যন্ত্রপাতি সবই ফিনদের, ফিনরাই খেটেপিটে মিলটাকে দাঁড় করাচ্ছে। কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক—প্রায় সবাই এই ইমাত্রার লোক। প্রত্যেকদিন সকালে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারের মিলে কাজ করতে যায় একদল লোক। ফিরে আসে পরদিন সকালে।'

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জুনেস্কির। 'এবং তাদের সাথে আমরাও যাব, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আনন্দে বগল বাজাবার কিছু নেই। যত সহজ ভাবছ ব্যাপারটা তত সহজ নয়।' হাত তুলে দেখাল রানা। 'ওই যে, ক্যাসি ভারতানেনের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে।' রাস্তার একধারে গাড়ি থামাল রানা।

দু'পাশে উঁচু ঝোপ-ঝাড়, মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা একটা সরু পথ গেছে বাড়িটার দরজা পর্যন্ত। এইটুকু পথ হেঁটে পেরোতে হবে।

'এরা তিনজন সীমান্ত পেরিয়ে এনসোয় যায়?'

'হ্যাঁ।'

একটু চিন্তা করল জুনেস্কি, তারপর বলল, 'এতই যদি ঘৃণা করে রাশানদের, সাহায্য করতে যায় কেন তাহলে?'

'একটা গুপ্তসংস্থার সদস্য এরা, সংস্থার লক্ষ্য একদিন না একদিন রাশিয়ার মুঠো থেকে তারা এনসোকে ছিনিয়ে নেবেই। এই সংস্থার নির্দেশে সাহায্য করার নাম করে গোয়েন্দাগিরিও করতে যায় এরা।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার ধারণা, কোন আশা নেই এদের। বর্তমান সরকারই এদেরকে বিনাশ করবে।'

ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ফিনরা। একটা গোল টেবিলকে ঘিরে বসে আছে পাঁচজন লোক। কামরায় ঢুকেই রানা প্রশ্ন করল, 'তোমাদের মধ্যে ক্যাসি ভারতানেন কে?'

পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের কঠোর চেহারার একজন লোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি,' একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে সে, এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল।

নিজের পরিচয় দিয়ে বলল রানা, 'ড়ু'জন লোকের কথা বলা ছিল, তারা তৈরি ?'

'হ্যাঁ, তৈরি।' টেবিলের দিকে তাকাল ক্যাসি ভারতানেন। 'তানিন, ফোবিন।'

চেয়ার ছেড়ে তাগড়া দুই লোক সটান উঠে দাঁড়াল। চেহারার সাথে কোন মিল না থাকলেও শরীরের কাঠামো রানা এবং জুনেস্কির সাথে বেশ মিলে যায়। সামনে এসে দাঁড়াল তারা খুঁটিয়ে দেখল রানা ছু'জনকে। 'জুনেস্কি, টুপি, জুতো, গগলস, কাপড়চোপড় সব খুলে ফেল।' তানিনের দিকে ফিরল রানা। রগুলো তুমি পরে নাও।' এরপর তাকাল ফোবিনের দিকে। 'তুমি আমারগুলো পরবে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে স্যুটকেস খুলে নিজের এবং রানার দু'সেট পোশাক বের করছে জুনেস্কি।

কি করতে হবে সব তানিন এবং ফোবিনকে বুঝিয়ে বলল রানা। 'মুখ ঢেকে ঢুকবে হোটেলে। দোতালার সর্ব ডানের কামরাটা তোমাদের। ঢুকে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দেবে। হোটেল ম্যানেজমেণ্টকে বলা আছে, কেউ তোমাদেরকে বিরক্ত করবে না। তবু যদি কেউ নক্ করে, বলবে ডক্টর ফিলাতভ লেখাপড়ার জরুরী কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না

নিজের রিভলভারটা পকেট থেকে বের করে ফোবিনকে দিল রানা, 'এটা রাখ। কৌশলে বা জোর করে কেউ যদি কামরায় ঢুকতে চেষ্টা করে, চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করবে, দরকার হলে ফাঁকা গুলি

করবে। মনে থাকে যেন, পালা করে সব সময়ই জেগে থাকবে একজন।'

'যথেষ্ট খাবার রেখে এসেছি ওখানে,' একটু বিরতি নিয়ে বলল রানা। 'মদ পানি সিগারেট এইসবও প্রচুর আছে। আবার বলছি, কোন অবস্থাতেই বাইরে মুখ দেখাবে না। তোমরা কামরায় আছো এটা জানাবার জন্যে খুটখাট আওয়াজ করবে, তবে মাত্রা ছাড়িয়ে কিছু করার দরকার নেই। আমাদের গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছ তোমরা, হোটেলের সামনে পার্কিং লটে রাখবে ওটাকে।'

তানিন এবং ফোবিনকে বিদায় দিয়ে রানা তাকাল ক্যাসির দিকে। বলল, 'এবার আমাদের আসল আলোচনা শুরু হতে পারে।'

ক্যাসির ছেলে তার্মো ভারতানেনের বয়স ত্রিশ, সাদামাটা চেহারা, কাঠিন্যের লেশমাত্র নেই। রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তার। হেইকী হুভিনেন খুব কম কথা বলে। বেঁটে-খাটো লোকটাকে দেখে কেন যেন পছন্দ হল না রানার।

গোল টেবিলটাকে ঘিরে বসল ওরা। একটা ডিশে করে একগাদা খোলা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল ক্যাসির পৌনে তিন-মনি বউ আগেই টেবিলে জায়গা করে নিয়েছে এক ডজন বিয়ারের বোতল, তার পাশে দুটো রঙহীন ভদকার বোতল।

ঢকঢক করে পুরো এক গ্লাস ভদকা গিলে তার্মো ভারতানেন বলল, 'হেইকী হুভিনেন ফর গডস সেক, গুম হয়ে বসে না থেকে কিছু একটা বল, এত কিসের দুশ্চিন্তা, শুনি?'

হেইকীর দিকে ফিরল রানা। 'দুশ্চিন্তা?'

'কাজটা সহজ নয়,' মুখ তুলে বলল হেইকী।

'তা আমরা সবাই জানি,' বলল রানা। 'কঠিন বলেই না উপযুক্ত

লোকদের কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছি।'

তার্মোর বাবা ক্যাসি ভারতানেন সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক কথা।'

'তোমাদের কি,' মুখ হাঁড়ি করে বলল হেইকী। 'তোমাদেরকে তো আর ওখানে থাকতে হচ্ছে না। বিপদ যদি ঘটে, পুরো দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে আমাকে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আগামী দু'দিনের মধ্যে এ কাজ সম্ভব নয়।'

মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা, 'কেন?'

'আপনি এবং আপনার সঙ্গী ভারতানেনদের বদলে ওপারে যাবেন, তাই না? কিন্তু ফোরম্যান হিসেবে আমি জানি ক্যাসিকে আগামী কাল স্ক্রিনিং প্লেটে জরুরী কাজ করতে হবে। ক্যাসিকে যদি কাজে যেতে হয়, তার্মোকেও যেতে হবে। রাতটা থেকে পরদিন সকালে ওরা ফিরবে। আবার তার পরদিন সকালে যাবার কথা ওদের, সেদিন হয়ত ওদের বদলে আপনারা যেতে পারেন।'

'হয়ত?'

'মিলে যদি তেমন জরুরী কোন কাজ না থাকে ওদের,' বলল হেইকী। 'কাজ না থাকলেও ওদের অনুপস্থিতির জন্যে কৈফিয়ত দিতে জান বেরিয়ে যাবে আমার...'

পরিষ্কার বোঝা গেল, ভয় পেয়েছে হেইকী। কিন্তু রানার অন্য রকম সন্দেহ হল। ক্যাসির দিকে তাকাল ও। 'তুমি কি বল?'

খানিক ইতস্তত করে ক্যাসি বলল 'হেইকীর কথার মধ্যে যুক্তি যে নেই, তা নয়।' হেইকীর দিকে ফিরল সে। 'কিন্তু তুমি তো ইচ্ছা করলেই আগামীকাল যাতে স্ক্রিনিং প্লেটে কাজ না হয় তার ব্যবস্থা করতে পার, হেইকী? ধর, ছোটখাট স্যাবোটেজ...'

'অসম্ভব। কক্ষণো তা পারি না।' দ্রুত এদিক-ওদিক মাথা

নাড়ছে হেইকী। 'জর্জিয়ান কুত্তার বাচ্চা জোজোভস্কি থাকতে তা কখনও সম্ভব নয়। ধরা পড়ে যেতে হবে।'

'কে সে?' প্রশ্ন করল রানা।

'রাশানদের চীফ ইঞ্জিনিয়ার। মিল চালু হলে দায়িত্ব নেবে সে, কিন্তু এখন থেকেই খুঁটিনাটি সব নখদর্পণে রাখার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা মিলে ঘুরঘুর করে বেড়ায়।'

'ধ্বংসাত্মক কিছু করার ঘোর বিরোধী আমিও,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে দুটো দিন অপেক্ষা করতেও চাই না।'

'এছাড়া উপায় নেই,' বলল হেইকী।

মৃদু হাসল রানা। বলল, 'তুমি ফোরম্যান, তাই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে। বুঝতে পারছি দর কষাকষি করতে চাইছ নতুন করে। বেশ তো, কত পেলে সন্তুষ্ট হবে, বল। নগদ নারায়ণ না হয় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দয়া যাবে।'

গাম্ভীর্য খসে পড়ল হেইকীর চেহারা থেকে। এই প্রথম হাসল সে। 'এখন আমার মনে হচ্ছে, চেষ্টা করলে আগামীকালই আপ-নারা যেতে পারবেন।'

'বাসে আর যারা থাকবে, আমাদেরকে দেখে অবাক হবে না?' জানতে চাইল রানা।

'এ ব্যাপারে যাতে মাথা না ঘামায় তার ব্যবস্থা করা হবে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হেইকী হুভিনেন। 'তারা সবাই ফিন,' গর্বে ফুলে উঠল তার বুক। 'তারা সবাই ক্যারেলিয়ানস্।'

'এবং তুমি একজন ফোরম্যান।'

সহাস্যে মাথা ঝাঁকাল হেইকী। 'ঠিক, সেটাও একটা ব্যাপার বটে।'

দুই ভারতানেনের দিকে তাকাল রানা। 'আমরা রওনা হবার পর দু'দিন তোমরা এই বাড়ি থেকে বেরোবে না। একই সাথে ইমাত্রা

এবং এনসোয় কিভাবে থাক তোমরা, কারও মনে এ প্রশ্ন জাগুক তা আমি চাই না।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল তার্মো। ভদকার বোতলে টোকা মেরে বলল, 'এই জিনিস প্রচুর রেখে যাবেন, তাহলে বাইরে বেরু-বার নামও করব না আমরা।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। তাই দেখে তার্মোর বাবা বলল, 'চিন্তা করবেন না। দরজা জানালা বন্ধ করে বাড়ির ভিতরই থাকব আমরা।'

'গুড,' বলল রানা। 'কাপড়চোপড় সব যোগাড় হয়েছে তো?'

'সব।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা দুটো কার্ড বের করল রানা। 'এগুলো আমাদের পাশ। দেখ তো, ঠিক আছে কিনা।'

রানার হাত থেকে হেইকী কার্ড দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রথমে। তারপর নিজের পাসটা বের করে কোথাও কোন অমিল আছে কিনা চেক করল। বলল, 'নিখুঁত। কোন ত্রুটি নেই। দেখতে নতুন লাগছে।'

'যাতে পুরানো দেখায় তার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'অবশ্য কিছু এসে যায় না,' কাঁধ ঝাঁকাল হেইকী। 'সীমান্তের গার্ডরা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আজকাল প্রায়ই না দেখে ছেড়ে দেয়।'

'দেখতে না চাইলেই ভাল আমাদের জন্যে,' শুকনো গলায় বলল রানা।

ক্যাসি ভারতানেন রানার গ্লাসে ভদকা ঢালছে। 'মিঃ করেনার, আমরা জানি না, ঠিক কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা ওপারে যাচ্ছেন, তবে এটুকু জানি যে রাশানদের উপকার করতে যাচ্ছেন না—এতেই আমরা সন্তুষ্ট।'

মৃদু হেসে বলল রানা, 'উপকার বা অপকার কোনটাই করতে যাচ্ছি না আমরা। ব্যক্তিগতভাবে এটুকু বলতে পারি, একজন খাঁটি ফিনের শেষ ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এই ঝুঁকিটা নিতে যাচ্ছি আমরা। অনুরোধ করছি, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না তোমরা।'

দশ

সকাল সাড়ে ছয়টা। ভেড়ার পালের মত একগাদা শ্রমিককে নিয়ে নির্জন গেঁয়ো পথ ধরে ধীর গতিতে ছুটে চলেছে বাস। রাস্তার দু'পাশে ঝোপ-ঝাড়, কখনও ক্ষেত-খামার। খুবই সরু রাস্তা, পাশাপাশি দুটো গাড়ির জায়গা হবে না। উল্টো দিক থেকে কোন গাড়িকে আসতে দেখলে রাস্তা থেকে নেমে যেতে হবে বাসকে। এই মুহূর্তে রাস্তার সামনে পিছনে অবশ্য কোন যানবাহন নেই। ড্রাইভার খাঁটি ফিন, রাশিয়া তার দু'চোখের বিষ হলেও, ভদকার একনিষ্ঠ ভক্ত সে। দু'বোতল গলায় না ঢেলে ড্রাইভিং সীটে চড়ে না। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অশান্ত সাগরের ঢেউয়ের মাথায়

নৌকোর মত এদিক ওদিক কাত হয়ে পড়ছে মান্ধাতা আমলের ঝক্কর মার্কা বাসটা, তবে এগোচ্ছে।

বাসের ভিতর মহা শোরগোল। তালি মারা নোংরা পোশাক পরা শ্রমিকদের চেঁচামেচি, হো-হো হাসি, মদ আর তামাকের গন্ধ—শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। তবু রক্ষে, বেশ শীত শীত লাগছে। টোকা মারলে একরাশ ধুলো উড়বে রানার গায়ের কোটটা থেকে, অসংখ্য তালিও দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে—টেনেটুনে ভাল করে সেটাকে গায়ে জড়িয়ে নিল ও। পাশে বসা জুনেস্কি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অবজার্ভেশন টাওয়ারটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। সামনেই নিষিদ্ধ সীমান্ত। ঘামছে সে।

দুই সীট সামনে বসেছে হেইকী হুভিনেন। মাথা ঘুরিয়ে পিছন দিকে, রানার চোখে তাকাল সে। মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ভাবলেশহীন। কিন্তু রানার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বুঝে নিল হুভিনেনের উৎকণ্ঠা। বিরক্ত বোধ করল। প্রায় সারারাতই লোকটা মদ গিলেছে। ফলাফল: এখন এই আত্মবিশ্বাসের অভাব!

অকস্মাৎ প্রতিবাদের সুরে চেঁচামেচি করে উঠেই থেমে গেল বাসের চাকাগুলো। দাঁড়িয়ে পড়েছে বাস। মাথা উঁচু করে সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ফিনিশ ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক হেঁটে আসছে। জানালার সামনে দাঁড়াল সে। দু'একটা কথা বলল ড্রাইভারের সাথে। হাসছে। হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলছে। একটা ঝাঁকুনির সাথে গতি সঞ্চার হল আবার বাসে।

কোটের পকেট থেকে টোবাকো পাইপটা বের করে তাতে স্থির হাতে তামাক ভরছে রানা। কনুই দিয়ে হঠাৎ পাঁজরে খোঁচা মারল জুনেস্কি। চমকে তাকাল রানার দিকে সে। 'হেইকীর কাছ থেকে

নিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তোমাকে দিলাম কেন? এক-আধটার সদ্ব্যবহার কর।'

সিগারেট আর বিষ, দুটোই সমান জুনেস্কির কাছে। রানার কথা শুনে প্যাঁচার মত বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করতে সাহস হল না। রাশান বর্ডার দিয়ে ভিতরে ঢুকছে ওরা, সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করলে এ-যাত্রা হয়ত ফিরে আসতে পারবে। ওর কাছে আবার পিস্তলও রয়েছে, যদি ধরা পড়ে···। বাস দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।

বুক পর্যন্ত জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিয়েছে ড্রাইভার। একজন সশস্ত্র রাশান বর্ডার-গার্ড দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখে হাঁক ছেড়ে বলল সে, 'kolmekymmentakuusi,' উত্তরে কসাক সৈনিক মাথা ঝাঁকাল। লাফ দিয়ে আরোহীদের দরজা দিয়ে চড়ল বাসে। কয়েক মুহূর্ত নড়ল না সে। তীক্ষ্ণ চোখে শ্রমিকদের মুখ দেখছে।

টের পেয়েছে কিছু? ভাবছে রানা। নাকি লোকটার স্বভাবই এইরকম? মাথাটা ঘুরতে শুরু করল ধীরে ধীরে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা পড়ার চেষ্টা করল রানা। মনে হচ্ছে, নিঃশব্দে শ্রমিকদের মাথা গুণছে সে। ধীরে ধীরে সরে আসছে তার দৃষ্টি ওর দিকে।

খস্ করে একটা কাঠি জ্বেলে পাইপে আগুন ধরাল রানা। সব হৈ-চৈ স্তব্ধ হয়ে গেছে। সৈনিকের উপস্থিতি সম্পর্কে সবাই সচেতন, কিন্তু কেউই তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে নেই। সাধারণ শ্রমিকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানে, কারও চোখের দৃষ্টি সীমান্ত রক্ষীর যদি পছন্দ না হয়, খামোকা বাস থেকে নামিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখবে সারাটা দিন ও রাত। বসে থাকতে হবে এই-

জন্যে যে বাসটা রয়ে যায় এনসোতে, পরদিন ভোর ছ'টার আগে ফেরে না ইমাত্রায়। বসে থাকতে না চাইলে পায়ে হেঁটে খালি পকেটে ফিরতে হবে বাড়িতে। প্রতিবাদ করে লাভ নেই, বরং ক্ষতি —সীমান্ত পেরোবার মাসিক পাসটা বাতিল করে দেবে। বরাত মন্দ হলে পিটুনিও খেতে হবে।

পাইপের মাথাটা দুই হাতের তালু দিয়ে ঘিরে রেখেছে রানা, তাতে ওর মুখের নিচের দিকটা পুরোপুরি আড়াল পেয়েছে। নাক মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছ ও স্মোক-স্ক্রিন তৈরি করার। কৌশলটা দ্রুত অনুকরণ করছে জুনেস্কি। সিগা-রেট ধরাতে প্রচুর সময় নিচ্ছে। বাতাসের ধাক্কা থেকে কাঠির আগুন-টাকে জিইয়ে রাখতেই গলদঘর্ম হচ্ছে সে।

অদ্ভুত লোক বটে কসাক সৈন্যটা। ভাবল রানা। মাথা গোণা শেষ করে ঘুরল না সে, বাসের ভিতরদিকে মুখ করেই পিছিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ির ধাপ তিনটে টপকে নেমে গেল নিচে। সাথে সাথে ড্রাই-ভার ছেড়ে দিল বাস।

ফ্রন্টিয়ার পোস্টের পাশ ঘেঁষে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে এখন। একজন রাশভারী চেহারার অফিসারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানা-লার বাইরে থেকে মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিল জুনেস্কি। তলপেটের কাছে পেশীগুলোয় হঠাৎ টান পড়ল তার। সে এখন রাশিয়ায়। ঢোক গিলে আড়চোখে তাকাল রানার দিকে। দিব্যি পাইপ টানছে রানা। মুখটা হাসি হাসি। উদ্বেগের কোন চিহ্নমাত্র নেই ওর চেহারায়। নার্ভ বটে শালার! মনে মনে স্বীকার না করে পারল না জুনেস্কি।

মাথার উপর কালো ধোঁয়ার মেঘ নিয়ে এনসোর মেইন রোড ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাস। চারদিকের উঁচু চিমনিগুলো

থেকে ধোয়া বেরিয়ে ঢেকে দিচ্ছে আকাশটাকে। কয়েকবার বাঁক নিল বাসটা। শিল্পশহর, কিন্তু রাস্তা প্রায় ফাঁকা, জনশূন্য। মস্ত একটা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলো ড্রাইভার। অস্বাভাবিক লম্বা, তেমনি উঁচু একটা ফ্যাক্টরী বিল্ডিঙের সামনে বাসটাকে দাঁড় করাল। যে-যার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হেইকীর দিকে তাকাল রানা। মাথা ঝাঁকাল সে। জুনেস্কির পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা মেরে উঠে দাঁড়াল রানা, নামার জন্যে হেইকীর পিছনে লাইন দিল।

গেট দিয়ে মিলে ঢুকল ওরা। শ্রমিকরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে। হেইকীর পিছু পিছু মস্ত একটা হলঘরে ঢুকল রানা আর জুনেস্কি। চারদিকে যা দেখতে পাচ্ছে, শুধু অপরিচিত নয়, রীতিমত বিস্ময়কর ঠেকছে রানার কাছে। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে প্রকাণ্ড একটা মেশিনের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামলো ওরা। কেউ নেই আশেপাশে। একটু একটু ঘামছে হেইকী 'সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছি,' চোরের মত চণ্ডমণ্ড করছে সে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' চাপা গলায় বলল রানা। 'এখন কি করতে হবে তাই বল।'

'একটা ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে,' বলল হেইকী। জোজোভস্কিকে কাজের ফিরিস্তি দিতে লাগবে পনের মিনিট। তারপর আধঘণ্টা তার চোখের সামনে থেকে কাজ তদারক করতে হবে আমাকে। এর পর তাকে এটা সেটা বুঝিয়ে দিতেও সময় নষ্ট হবে। এক ঘণ্টা পর, যদি এখান থেকে নড়ে সে, তখন আপনাদেরকে বের করে দিতে পারব।'

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'কোথায়?'

হাত তুলে মেশিনটা দেখাল হেইকী। 'মেশিনের ভিতর ঢুকে পড়ুন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকুন!'

বিস্ময়কর মেশিনটার দিকে আবার তাকাল রানা। পুরোটা তৈরি হয়নি এখনও। এখনই এটার দৈর্ঘ্য প্রায় তিনশো গজ, পঞ্চাশ ফিটের মত চওড়া। একনাগাড়ে কাঁচা মাল থেকে মণ্ড এবং মণ্ড থেকে কাগজ উৎপাদন করতে পারবে, এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে মেশিনটার ডিজাইন। উপর দিকে তাকাল রানা। সাড়ে তিন থেকে চার তালা বাড়ির মত উঁচু।

'কোট খুলে মাঝামাঝি কোথাও ঢুকে পড়ুন,' হেইকী বলল। 'কয়েক মিনিটের মধ্যে যদি সময় পাই কিছু যন্ত্রপাতি দিয়ে যাব আমি। ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেখলে হাতুড়ি দিয়ে নাট বল্টু পেটাতে শুরু করবেন।'

মাথা তুলে একটা ক্রেনের দিকে তাকাল রানা, বিরাট একটা স্টীল রোলার ঝুলছে। 'ঠিক আছে,' মুচকি হেসে বলল রানা, 'শুধু লক্ষ্য রেখ, ওটা যেন আমার মাথায় না পড়ে। এবং এক ঘণ্টার বেশি দেরি করো না।'

সিঁড়ি বেয়ে খানিকদুর উঠে মেশিনের ভিতর দিকে মাথা নিচু করে এগোচ্ছে রানা। ওকে অনুসরণ করল জুনেস্কি। পিছন ফিরল সে, কিন্তু হেইকী এরই মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাথা তুলে দাঁড়ান যায় এমন একটা জায়গায় পৌঁছে থামল রানা। নোংরা কোটটা খুলছে, চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে চারদিক। 'এমন নিরিবিলি জায়গা পেলে আমার মনে হয় দুনিয়ার সব শ্রমিক কাজে ফাঁকি দিয়ে তাস খেলত। ফিনিশরা কি করে জানা নেই।'

একটা মোটা পাইপের উপর দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। বসল সে। মাথাটা যথাসম্ভব নিচু করে ইস্পাতের টিউব আর একগাদা তারের জালের ভিতর দিয়ে দুরে তাকাল। 'ওরা কাজ করছে।'

'সেক্ষেত্রে আমাদেরও তাই করা দরকার।'

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে কে যেন। কংক্রিটের মেঝেতে ধাতব কিছু পতনের শব্দ হল। দ্রুত মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ। 'হেইকী যন্ত্রপাতি রেখে গেল, যাও, নিয়ে এস।'

পাইপ ধরে ধরে মেঝেতে নামল জুনেস্কি। হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। মেশিনের বাইরে মাথা বের করে দিয়ে হেইকীর রেখে যাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো দেখল। হাত বাড়িয়ে নিতে যাবে, একটা বুট জুতো মেঝের সাথে চেপে ধরল ওর হাতটাকে।

ছ্যাঁত করে উঠল রানার বুক। পাঁচ গজ দূর থেকে সব দেখতে পাচ্ছে ও।

ব্যথায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল জুনেস্কির। মাথা তুলে লোকটার দিকে তাকাতে যাবে, একটা লোহার পাইপে ঠকাস করে ঠুকে গেল মাথার পিছনটা।

'এর নাম কাজে ফাঁকি দেয়া,' কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'ইচ্ছা করে যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল, এখন আবার নিতে আসা হয়েছে। আমার নাম বাপু জোজোভস্কি, আমাকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ নয়।

বানরের মত পাইপ ধরে ঝুলে নিঃশব্দে মেশিনের প্রান্তে চলে এসেছে রানা। জোজোভস্কির মাথার দেড় হাত উপরে উবু হয়ে বসে আছে একটা ছোট্ট প্ল্যাটফর্মের কিনারায়। হাতে একটা হাতুড়ি। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখলে···

খালি হাতটা দিয়ে মাথার পিছনে হাত বুলাচ্ছে জুনেস্কি। কপালটা প্রায় ঠেকে আছে মেঝের সাথে।

'কি? এমন অন্যায় করবে আর?'

মাথা নাড়ছে জুনেস্কি।

দ্রুত এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে ফোরম্যান হেইকী হুভিনেনের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা।

জুনেস্কির হাত থেকে বুট তুলে নিল জোজোভস্কি। 'আজকে মাফ করে দিলাম, যাও।' ঘুরে দাঁড়াল সে। গট গট করে চলে গেল চোখের আড়ালে।

দু'জন একই সাথে ফিরে এল আগের জায়গায়।

'কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, শালা বানচোত, শালা' ফুটন্ত লাভার মত বেরিয়ে আসছে জুনেস্কির মুখ থেকে উত্তপ্ত গালাগাল।

'থামো।' চাপা গলায় বলল রানা। 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও আগে। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে যাচ্ছিলে কি মনে করে? চেহারা দেখে ও স্যালুট করবে ভেবেছিলে নাকি?'

বোকার মত চেয়ে থাকল জুনেস্কি।

'তুমিও দেখছি ওদেরই মত!' গম্ভীর হয়ে বলল রানা। 'দেখ, নিজে মরো, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সাথে আমাকে নিতে চেষ্টা করো না।' কথা শেষ করেই হাতুড়ি দিয়ে এখানে সেখানে দমাদম পেটাতে শুরু করে দিল ও।

এক ঘণ্টা পর। এনসোর ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ওরা। জুনেস্কির গায়ে এখনও হলুদ ওভার-অলস রয়েছে, কাঁধে রেখে হাত দিয়ে ধরে আছে একটা কোদাল। ওভার-অলস খুলে ফেলেছে রানা, হাতে ধোয়া ভাঁজহীন একটা লাল হাফ হাতা শার্ট ওর গায়ে, পরনে খাকী ট্রাউজার। জুনেস্কির প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে ও, ওর এই পোশাক-

টা স্থানীয় পানি সরবরাহ বিভাগের একজন ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্ম। হাতের মেটাল ডিটেকশন যন্ত্রটা লুকাবার কোন চেষ্টা নেই। যন্ত্রের গায়ে ইস্পাতের কালো চকচকে একটা পাত লাগানো আছে, তাতে রূপোলী হরফে লেখা : ম্যানুফ্যাকচারড বাই সোভেলেক্ট্রো। ল্যাবরেটরীজ অব নেপ্রোপেট্রাভস্ক।

রাশান ভাষা দু'জনেরই কম বেশি জানা আছে। মুখ বুঁজে থাকাটা সন্দেহজনক, তাই ঝগড়ার সুরে দুটো একটা কথা বলছে ওরা হাঁটতে হাঁটতে।

পাঁচ মিনিট হাঁটার পর দু'বার ঢোক গিলে জানতে চাইল জুনেস্কি, 'আর কদ্দুর? ম্যাপটা একবার দেখে নিলে হয় না, ডক্ট···বাবা?'

'মিল থেকে বেরোবার পর আমি আর তোমার বাপ নই,' চাপা গলায় ধমক মারল রানা। 'এখন আমি নবোকভ, তোমার ভগ্নিপতি। তুমি ইভেভ, আমার শ্যালক। প্রফেসর স্যানিকিনিন অভিযোগ করেছেন, তাই তাঁর বাড়ির পানি সরবরাহ অনিয়মিত কিনা দেখতে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু প্রফেসর স্যানিকিনিনের সাথে আলাপ করার সময় আবার আমি ডক্টর ফিলাতভ হয়ে যাব, আর তখন তুমি হবে আমার বোবা সহকারী। মনে থাকবে?'

'থাকবে,' ঢোক গিলে বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু এতটা ভিতরে ঢুকে পড়ছি, ভাবছি ঝামেলা হবে বেরুতে···

'বল কি! এক্ষুণি বেরোবার কথা ভাবছ তুমি!'

মিনমিন করে বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু প্রফেসরের বাড়ি এতটা ভিতরে তা ভাবিনি···'

'এই তো এসে পড়েছি,' বলল রানা। 'ম্যাপ দেখার দরকার নেই, সব পরিষ্কার মনে আছে আমার। সামনের বাঁকটা নিয়ে তিনটে

বাড়ির পর।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল রানা, 'তুমি বোবা, ভুলো না কথাটা।'

এলাকাটা অবসরপ্রাপ্ত বুড়োদের বাসস্থান, কোন হৈ চৈ নেই। ছোট্ট একতালা বাড়িটার সামনে থামল ওরা। নির্জন, ফাঁকা উঠন। গেটটা ভাঙা, ভিতরে ঢুকতে অসুবিধে হল না।

সরু পথটা দিয়ে উঁচু একটা বারান্দার দিকে এগোচ্ছে ওরা। খানিকদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল জুনেস্কি। মাটির নিচ থেকে গলগল করে পানি বেরিয়ে এসে চারদিক ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

মুচকি হেসে জুনেস্কিকে পাশ কাটাচ্ছে রানা। 'প্রফেসর স্যানি-কিনিন আমাদের জন্যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে রেখেছেন।'

বারান্দায় উঠে এল ওরা। দরজা জানালা সব বন্ধ। কলিং-বেলের বোতামে আঙুল রেখে একবার চাপ দিল রানা। দরজা খুলল না। কিন্তু সাথে সাথে ভিতর থেকে ঝাঝাল গলা ভেসে এল, 'কাকে চাই?' পুরুষ কণ্ঠ।

'প্রফেসর স্যানিকিনিন আছেন?' বিনীত গলায়, শ্রদ্ধার সুরে জানতে চাইল রানা। দ্রুত চারপাশটা দেখে নিল চোখ বুলিয়ে। কেউ নেই কোথাও।

'কে হে?'

কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কি বলতে হবে ওকে, আগে থেকেই জানা আছে রানার। বলল, 'আমি ডক্টর নিকোলাই ফিলাতভের ছেলে, ডক্টর আনাতোলি ফিলাতভ।'

'সাথে কে?'

'আমার সহকারী। বোবা। ইজেভ···

দরজা খুলে গেল। চৌকাঠের ওপারেই একটা হুইল চেয়ারে বসে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধ প্রফেসর স্যানিকিনিন। চুল, দাড়ি, ভুরু, হাতের রোম সব ধবধবে সাদা। চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা। পোশাক পাল্টাননি এখনও, স্লিপিং গাউন পরে আছেন। মাথাটা একদিকে একটু কাত করে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন রানাকে। তাঁর পিছনে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী একটা মেয়ে হুইল চেয়ারের গায়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে মনটা দমে গেল রানার। চেহারাই বলছে এ মেয়ে রাশান। কে হতে পারে? সেবিকা? উঁহুঁ। সেবিকা হলে প্রফেসর স্যানিকিনিন কোন কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন আগেই। মেয়ে? হতে পারে। প্রফেসরের স্ত্রী হয়ত রাশান। কিন্তু খুঁতখুঁতে ভাবটা তবু মন থেকে দূর হচ্ছে না। কোথায় কি একটা যেন মস্ত গোলমাল আছে মেয়েটার মধ্যে।

হঠাৎ একটুকরো হাসি ফুটল প্রফেসরের মুখে। 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি চিনতে পারছি, আন্তন। তোমার ওই মুখের দাগ· তখন তুমি একেবারে বাচ্চা, ওটা যুদ্ধের একটা স্মৃতি চিহ্ন। তোমার বাঁ চোয়া-লের ওপর ওই জন্মদাগটাও আমি চিনতে পারছি। এস, বাবা, এস।' পিছনে দাঁড়ান মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'রীনা, চেয়ারটা পিছনে টেনে ওদেরকে ঢোকার পথ করে দাও।'

ঘরে ঢুকল ওরা। দরজা বন্ধ করার আগে গলা বাড়িয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিল রানা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল জুনেস্কি একটা সোফায় বসে দাঁত দিয়ে হাতের নখ খুঁটছে। মেয়েটার দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে ওর দিকে। এগিয়ে গিয়ে প্রফেসরের হুইল চেয়ারের সামনে দাঁড়াল ও, প্রফেসরের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে একটু নিচু হয়ে তাতে

চুমো খেল শ্রদ্ধার সাথে। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। ‘স্যার,’ রীনার দিকে তাকাল রানা, ইতস্তত করছে।

‘তাই তো, পরিচয় করিয়ে দিতে হয়,’ দাঁতহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ল প্রফেসরের। ‘ও ব্যালেরিনা, আমার সাবজেক্ট।’

‘জ্বী?’ বুঝতে পারেনি রানা কথাটা।

মুচকি হাসলেন প্রফেসর। ‘বসো, আন্তন। খুলে বলছি ব্যাপারটা।’ পিছিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসল রানা। অনুভব করছে মেয়েটার পলকহীন দৃষ্টি ওর মুখের উপর আঠার মত সেঁটে আছে। ‘রীনা উপস্থিত থাকায় বিপদের কোন ভয় নেই। খুবই বিশ্বাসী মেয়ে ও। ঘুমিয়ে আছে।’

‘জ্বী?’ শুনতে ভুল করছে কিনা সন্দেহ হল রানার। ‘কি বললেন?’

হুইল চেয়ারে হেলান দিলেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। ‘ঠিকই শুনেছ তুমি, আন্তন। ঘুমিয়ে আছে ও, গত তিন বছর ধরে। তুমি হয়ত জান না, হিপনোটিজম সম্পর্কে চিরকালই কৌতূহলী আমি। শুধু আজব ধরনের কেস সম্পর্কেই আমি ইন্টারেস্টেড। তিন বছর আগে রীনার কেসটা আমার হাতে আসে। সেই থেকে ও আমার সাবজেক্ট গভীর তন্দ্রা, যাকে বলে সোমনাবুলিনিজম, তারই শিকার ও। কোন এক গাধা ভুল পোস্ট-হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে ওর এই সর্বনাশ করেছে। তিন বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি ওর ঘুম ভাঙাতে,’ অসহায় একটা ভাব ফুটে উঠল প্রফেসরের চোখে। মুখে। ‘কিন্তু পারিনি। তবে একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছি, তাও নয়। দেখা যাক।’

আড়চোখে জুনেস্কির দিকে তাকাল রানা। ভয় হচ্ছে ওর,

বিস্ময়টা হজম করতে না পেরে এক-আধটা কথা না বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে :

'আপনি বলতে চাইছেন, স্যার, ঘুমের মধ্যে হাঁটছে ও? আপনার কথা শুনছে?'

অত্যন্ত বিজ্ঞ মানুষ প্রফেসর। বললেন, 'সব কথা ব্যাখ্যা করতে প্রচুর সময় লাগবে, বাবা। কিন্তু, তোমাদের হাতে সময় খুব কম। শুধু একটা কথা জেনে সন্তুষ্ট থাক, ওর দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।' রীনার উদ্দেশে তিনি বললেন, 'রীনা, তোমার যদি কফি খেতে আপত্তি না থাকে তাহলে চার কাপ।'

নিঃশব্দে ঘুরে দাড়াল রীনা। ধীর পায়ে, অনেকটা ঘোরের মধ্যে বেরিয়ে গেল সে ড্রয়িংরুম থেকে।

হাতের চামড়া ঝুলে পড়েছে প্রফেসর স্যানিকিনিনের। নিচু টেবিল থেকে একটা নোটবুক খুলে নিলেন তিনি। পাতা উল্টে ভিতর থেকে একটা ম্যাপ বের করে ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছালেন। 'ভাল করে দেখে নাও, আস্তন। এটা এনসোর ম্যাপ। এই যে, এখানে চারকোণা এই দাগটা, এটাই ছিল তোমাদের বাড়ি।'

'আমাদের বাড়ির বাগানেই বাবা…'

'না,' প্রফেসর বললেন। 'কাগজপত্র ভর্তি বাক্সটা তোমার বাবা পাশের বাড়ির বাগানে পুঁতে রাখেন। কারণটা সহজবোধ্য। আশা করি বুঝিয়ে দিতে হবে না।'

'কতটা জায়গা নিয়ে বাগানটা?'

'আধ একর, তার কম নয়।'

'বেশ বড় জায়গা,' বলল রানা। 'বাক্সটা কত বড়, স্যার?'

'দুই ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া।'

মনে মনে জ্যামিতিক হিসাব কষল রানা, তারপর বলল, 'ঠিক কোথায় আছে তা না জেনে যদি খুঁড়তে শুরু করি, ওটা পাবার সম্ভাবনা মোটামুটি আটশো ভাগের এক ভাগ।'

'অত কঠিন নয় কাজটা.' প্রফেসর বললেন। 'বাক্সটা যখন পোঁতা হয় তখন আমি তোমার বাবার সাথে ছিলাম। কিন্তু মুশকিল হল, বাগানটা তখন জঙ্গল মত ছিল, আর অনেক বছর আগের কথা তো, পরিষ্কার কিছুই আমার মনে নেই। তুমি আসছ শুনে আমি একটা নকশা তৈরি করেছি।' নোট বইটা থেকে আরও একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন প্রফেসর। ভাঁজ খুলে সেটা বিছালেন টেবিলে।

সামনে ঝুঁকে স্কেল প্ল্যানটা খুঁটিয়ে দেখছে রানা।

'চারটে ডুমুর গাছ ছিল ওখানে,' প্রফেসর বললেন। 'একটার নিচে পোঁতা হয়েছিল বাক্সটা। কিন্তু সেটা কোন্ গাছটা, আমার মনে নেই।'

মাথা তুলে রানা বলল, 'তবু অনেক পরিশ্রম থেকে বাঁচালাম। এখন চার জায়গায় খুঁড়লেই হবে।'

'উনিশশো চুয়াল্লিশ তো আর আজকের কথা নয়,' প্রফেসর মৃদু গলায় বললেন। 'চারটের মধ্যে তিনটে গাছের এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই।' নোটবুকের ভিতর থেকে কয়েকটা ফটোগ্রাফ বের করলেন তিনি। 'এগুলো দেখ। তিন হপ্তা আগে রীনাকে দিয়ে তুলিয়েছি।'

ফটোগুলো হাতে নিয়ে দেখছে রানা। 'তার মানে, আধ একর বাগান আর একটা গাছ, এই আমার সম্বল।' একটা ফটোয় আঙ্গুল রাখল ও। 'অবশিষ্ট ডুমুর গাছ এইটা, তাই না? প্রথমে এটার নিচেই খুঁড়তে হবে। এ রাতের অন্ধকারের কাজ, দিন-দুপুরের নয়,

প্রফেসর স্যানিকিনিন উদ্বিগ্ন হলেন। 'অন্ধকার কোথায় পাবে

তুমি ? এনসোয় আর্কটিক সার্কেলের ভিতরে না হলেও বছরের এই সময়ে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে দুর্লভ সন্ধ্যা নামে। রাত এখানে রৌদ্র-হীন দিবালোকের মত উজ্জ্বল।

'হুঁ,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'বাড়িটা খালি, নাকি বাস করছে কেউ ?

'ছোট্ট একটা পরিবার থাকে। রাশিয়ান। লোকটার নাম খুনা-য়েভ, পুরোনো মণ্ড কারখানার ফোরম্যান সে। স্ত্রী আর একটা বাচ্চা নিয়ে থাকে। বিড়াল আছে একটা, কুকুর নেই।'

'আপনার এই ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না আমি,' বলল রানা। 'এই বয়সে ঝুঁকি নিয়ে যতটুকু করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আপনাকে আমি ছোট করতে চাই না। আমি...'

'থামো, থামো,' প্রফেসর হাত তুলে থামিয়ে দিলেন রানাকে। 'বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বাক্সটা উদ্ধার করার ব্যাপারে তার ছেলেকে সাহায্য করব সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি মাত্র, তার বেশি কিছু না। ভালোয় ভালোয় তুমি ওটা উদ্ধার করে যদি মুক্ত দুনি-য়ায় ফিরে যেতে পারো, শান্তিতে মরতে পারব আমি।'

যান্ত্রিক পুতুলের মত ছোট ছোট পা ফেলে ট্রে হাতে ফিরে এল রীনা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধূমায়িত কফির কাপ তুলে দিল সে। ট্রেটা টেবিলের একপাশে নামিয়ে রেখে ধীর পায়ে হুইল চেয়া-রের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

চিন্তামগ্ন রানাকে দেখছেন প্রফেসর। 'কি ভাবছ, আন্তন ?'

'কাজটা কঠিন, প্রায় অসম্ভব,' মুখ তুলে বলল রানা। 'দিনের বেলা খুনায়েভের বাগানটা তছনছ করব আমরা, কতটুকু পছন্দ করবে সে, বোঝাই যায়।'

'অসম্ভব বলে কিছু নেই, আন্তন,' প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন। 'তোমার বাবা যে থিসিস ওই বাক্সে রেখে গেছেন সেটার যুগান্তকারী মূল্য আছে, সে তুলনায় ঝুঁকিটা কিছুই নয়। ভাল কথা, দেখতে পাচ্ছি মেটাল ডিটেকটর নিয়ে এসেছ—গুড। বাক্সটা টিনের। যন্ত্রটার সাহায্যে বাক্সটার লোকেশন বের করা মোটেও কঠিন হবে না। আরেকটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। বাক্সটার ওপর খুব বেশি হলে ফুট দুই মাটি আছে। বেশি গভীর গর্ত করার দরকার পড়বে না।'

কফির কাপে শেষ চুমুক নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। দেখাদেখি জুনেস্কিও দাঁড়াল।

প্রফেসর এখনও কথা বলছেন, 'ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, এখনই কাজ সারতে পারবে তোমরা, খুনায়েভ বাড়িতে নেই।'

'ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'কিন্তু তার স্ত্রী এবং ছেলেটা আছে। এদের দু'জনকে সামলাতেই· ·তাছাড়া প্রতিবেশীরা তো আছেই।'

প্রফেসর অভয় দিয়ে হাসলেন, 'ভয় করো না, আন্তন। আমি বলছি, দেখ, খুব সহজেই কাজটা উদ্ধার করে ফিরে আসতে পারবে তুমি।'

দরজা সামান্য একটু খুলে উঁকি দিয়ে প্রথমে বাইরেটা দেখে নিল রানা। তারপর প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে অনুসরণ করল ওকে জুনেস্কি।

রাস্তায় উঠে রাশান মেড রিস্টওয়াচ দেখল রানা। মাত্র সকাল আটটা। 'জুনেস্কি,' বলল ও। 'এখন তুমি কিন্তু বোবা নও।'

'জানি,' মুখ হাঁড়ি করে বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য

কথা। দিনের বেলা এমন বেআইনী কাজ কোন বুদ্ধিমান লোক করতে যায়? বছরে এই সময়টা অন্ধকার পাওয়া যায় না। ভাল কথা। সময়টা কয়েক মাস পিছিয়ে নিয়ে গেলেই তো হতো।'

'এই থিসিস একটা অমূল্য সম্পদ,' বলল রানা, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা উদ্ধার করা দরকার। এ ছাড়াও আরও একটা কারণে এই মুহূর্তে ওটা উদ্ধার করা প্রয়োজন।' হাতের স্ট্রীট প্ল্যানটায় অপর হাত দিয়ে একটা টোকা মারল ও। 'নিকোলাই ফিলাতভ যখন এই এলাকায় বাস করতেন তখন এটা ছিল অভিজাত শ্রেণীর এলাকা। কিন্তু এই ক'বছরে এনসো আগের চেয়ে তিনগুণ বড় হয়ে উঠেছে। পুরানো এলাকার বাড়িঘর এখন জরাজীর্ণ। এগুলোকে ভেঙে নতুন নতুন ঘরবাড়ি তোলা হবে। বসন্তকাল আসার আগেই বুলডোজার দিয়ে সব মিশিয়ে দেয়া হবে মাটির সাথে। তার মানে, হয় এখনই, নাহয় কখনই নয়।'

সাত মিনিট পর জুনেস্কি অনেক আগের সেই একই প্রশ্ন আবার উচ্চারণ করল, 'আর কদ্দূর?'

'ওই তো দেখা যাচ্ছে বাড়িটা,' বলল রানা। 'শোন, তুমি একজন সাধারণ শ্রমিক, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তোমার ওস্তাদকেই কথা বলতে দিও,' জুনেস্কির কাঁধের কোদালটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'মাটি আর এই কোদালের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু বোঝ না, এই রকম ভান করবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!'

বাড়িটার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। 'পাশের বাড়িটা ছিল নিকোলাই ফিলাতভের। এখন ওখানে কারা থাকে প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া উচিৎ ছিল,' বলল রানা।

'দুটো বাড়িই দেখতে পাচ্ছি জরাজীর্ণ...

'সেজন্যেই তো বুলডোজার আসছে।'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাস্তার দুটো দিক দেখে নিল। তারপর ইঁট বিছান রাস্তা থেকে নেমে ঘাসের উপর দাঁড়াল, 'নাও, কোদাল নামাও।'

চোখ কপালে উঠে গেল জুনেস্কির, 'মানে? এখানে?'

'হ্যাঁ, এখানে,' বলল রানা, 'বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছি না তোমাকে? কারও মনে যাতে সন্দেহ না জাগে তার জন্যে এখান থেকেই শুরু করতে হবে।' পকেট থেকে দুটো এয়ারফোন বের করে মেটাল ডিটেকটরের সকেটে লিড অয়্যার ঢুকিয়ে দিল। 'বল তো, টেকনিক্যাল লোক বলে মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে,' সংক্ষেপে বলল জুনেস্কি।

'গুড,' বলল রানা। ডিটেকটরের সুইচ অন করল ও। তারপর একটা কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করল। ভ্যাকিউম ক্লিনার যেভাবে মেঝের কাছাকাছি ধরতে হয় সেভাবে যন্ত্রটাকে ধরে রাস্তার পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। কোদালটা মাটিতে ফেলে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। চোখেমুখে রাজ্যের বিরক্তি।

প্রায় পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে গেল রানা, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল। 'বেশ অনেকগুলো রিডিং পাচ্ছি। রাস্তার নিচে প্রচুর ধাতব খনিজ পদার্থ আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'সোনার খনি নয় তো?' ব্যঙ্গের সুরে বলল জুনেস্কি।

রানা গম্ভীর। 'তার চেয়ে অনেক দামী জিনিস খুঁজতে এসেছি আমরা।' পরমুহূর্তে উদ্বিগ্ন দেখাল ওকে। 'বাগানেও যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ভারি মুশকিলে পড়ব।'

'কৌতূহল সৃষ্টি করছি আমরা,' বলল জুনেস্কি। 'এইমাত্র একটা জানালার পর্দা নড়ে উঠল।'

'আরেকবার চেক করি,' একই ভঙ্গিতে আবার এগোল রানা, এবার থামল বাড়িটার সামনে, তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে খসখস করে কিছু লিখল।

পিছনে চলে এসেছে জুনেস্কি। রানার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা ছেলে। জুনেস্কির পাশে দাঁড়াল সে, রানার দিকে হাত তুলে জানতে চাইল, 'কি করছেন উনি?'

'পানির একটা পাইপ খুঁজছেন,' বলল জুনেস্কি।

এগিয়ে গিয়ে বাগানের বেড়ার কাছে দাঁড়াল রানা।

'ওই জিনিসটা কি? হাতে?'

'ঘন্টি,' ধৈর্যের সাথে বলল জুনেস্কি। 'পানির পাইপটা পাওয়া গেছে কিনা টিংটিং করে আওয়াজ করে জানাবে। তোমার বাবা কি বাড়িতে আছেন?'

'না, কাজে গেছে,' বাগানের নিচু বেড়ার উপর ঝুঁকে পড়েছে রানা, ওর দিকে তাকিয়ে বলল ছেলেটা। 'এখন উনি কি করছেন?'

'জানি না। ওসব কাজের কিছু বুঝি না, আমি সাধারণ একজন শ্রমিক। তোমার মা কি বাড়িতে আছেন?'

'ধোয়াধুয়ির কাজ করছে। আপনারা দেখা করবেন?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। 'আমার ধারণা, পাইপটা এই জায়গা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে,' হাঁপ ছেড়ে বলল ও।

'হ্যাঁ,' বলল জুনেস্কি। 'তোমার মায়ের সাথে বোধহয় কথা বলতে হবে আমাদের। দৌড়ে গিয়ে তাকে একটা খবর দাও, কেমন?' এক

দৌড়ে ছেলেটা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। এগিয়ে গিয়ে রানার পাশে দাঁড়াল জুনেস্কি। 'খুনায়েভ কাজে গেছে। মিসেস খুনায়েভ কাপড় কিংবা বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে।'

'ঠিক আছে, চল,' জুনেস্কিকে পিছনে নিয়ে সদর দরজার সামনে আসতেই দরজাটা ভিতর থেকে খুলে গেল। রোগা পাতলা ক্লান্ত চেহারার এক মহিলা চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওদের সামনে।

'এটা কি···,' নোটবুকটা বের করে দেখে নিল একবার রানা। 'কমরেড খুনায়েভের বাড়ি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই।'

'আপনি তাহলে গ্রাজডানকে খুনায়েভা?'

ক্ষীণ একটু সতর্কতা ফুটে উঠল মহিলার চোখে। 'বলুন?'

হাসল রানা। 'তেমন কিছু নয়, কিছুদিনের মধ্যে এই এলাকার পুরানো সব বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হবে তো, তার আগে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে ফেলতে হচ্ছে। আমরা সেই রকম একটা কাজে এসেছি। ভাঙাচোরার ব্যাপারটা আপনার জানা আছে?'

'আছে,' সতর্কতার পরিবর্তে চেহারায় ক্ষীণ একটা আক্রমণাত্মক ভাব ফুটে উঠল মহিলার। 'কি জঘন্য ব্যাপার, ভেবে দেখুন! নতুন করে যেই সাজিয়েছি বাড়িটাকে, অমনি হুকুম এসেছে বাড়ি ছাড়তে হবে।'

'সেজন্যে বড়জোর আমি ব্যাক্তিগতভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে পারি,' গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'যাক, এখন ব্যাপার হল এই যে বাগানের ভিতর অসংখ্য পাইপ রয়েছে—গ্যাস, পানি, ইলেকট্রিসিটি এইসব। আমার মাথাব্যথা পানির পাইপ নিয়ে। ভাঙচুর করতে বুলডোজার আসবে, তারা তো আর আমাদের বিভাগের লোক নয়, তাই

কোথাও পানির পাইপ আছে কি নেই তা না দেখেই কাজ সেরে তাড়াতাড়ি কেটে পড়বে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন একটা পাইপ যদি ভাঙে, গোটা এলাকাটা সয়লাব হয়ে যাবে।'

'ভাঙচুর শুরু হবার আগে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই তো পারেন?'

হেসে ফেলল রানা, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়, গ্রাজডানকে খুনায়েভা।' দ্রুত বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা খুঁজছে ও 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সভেটোগোরস্কের এই শহরটা অনেক দিনের পুরানো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফিনরা এটা তৈরি করেছিল। প্রচুর রেকর্ড আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে নষ্ট হয়ে গেছে, তাই কিছু পাইপ কোথায় আছে জানা নেই আমাদের। শুধু তাই নয়, আমাদের বর্তমান ওয়াটার সিস্টেমের সাথে সেগুলোর যোগাযোগ আছে কিনা তাও জানা নেই। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে একটু নিচু গলায় বলল ও, 'এমনও হতে পারে, এখানে আমরা যে পানি পাচ্ছি তার একটা অংশ হয়ত এখনও আসছে সীমান্তের ওপার থেকে—ইমাত্রা থেকে।'

'আপনি বলতে চাইছেন বিনা পয়সায় ফিনদের কাছ থেকে পাচ্ছি?'

'এর অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আমি আগ্রহী নই,' গম্ভীর হল রানা। 'আমার এখনকার কাজ হল পাইপ খুঁজে বের করা।'

রানার কাঁধের উপর দিয়ে রুগ্না মহিলা জুনেস্কির দিকে তাকাল। কোদালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি। 'বুঝতে পারছি, বাগানে ঢুকতে চাইছেন আপনারা। ওই লোক কি গোটা বাগানটা খুঁড়বে?'

'আরে না,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। হাতের ডিটেকটরটা একটু উপরে তুলে দেখাল ও। 'সাথে যন্ত্র আছে, নতুন আবিষ্কার—এর

সাহায্যে মাটি না খুঁড়েও পাইপ কোথায় আছে জানতে পারব। কোথাও যদি জাংশন পাই তখন হয়ত ছোট্ট একটা গর্ত করতে হতে পারে, তবে পাব বলে মনে করি না।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল খুনায়েভা। 'কিন্তু সাবধান, ফ্লাওয়ার বেডে যেন পা ফেলবেন না। এ বছরই বাড়ি ছাড়তে হবে, জানি, কিন্তু ফুলগুলো যা সুন্দর ফুটেছে এবার, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—হয়ত চলে যাব বলেই মায়া বাড়াচ্ছে।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করব ফুল যাতে নষ্ট না হয়,' বলল রানা। জুনেস্কির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ও।

ছেলেটাকে অনুসরণ করে বাড়ির পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে ওরা। বাড়িটার কোণে পৌঁছে থামল রানা, দেখল বাগানের শেষ প্রান্তে একটা শেড রয়েছে। বার্চ গাছের কাঠ দিয়ে মজবুত করে তৈরি শেডটা, আকারে বেশ বড়। 'নকশায় নেই ওটা,' নিচু গলায় বলল রানা। 'যা খুঁজছি তা ওটার নিচে না থাকলেই হয় এখন।'

'দর্শক বাবাজীকে বিদায় করার কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'কোন সমস্যাই নয়,' বলল রানা। পাত্তা না দিলে এমনিই কেটে পড়বে।'

কোদালটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে একটা ফ্লাওয়ার বেডের কিনারায় কোপ মারল জুনেস্কি। হাতলটা ছেড়ে দিয়ে মাথায় মুছে নিল হাত দুটো।

বাগানের একটা নকশা বের করে ভাঁজ খুলল রানা। 'ওইটা অবশিষ্ট ডুমুর গাছ,' বলল ও। 'ওটার নিচে কিছু আছে কিনা চেক করে দেখব আগে।' এয়ারফোন দুটো কানে লাগিয়ে নিল, অন করল

ডিটেক্টর, এগোল গাছটার দিকে।

গাছটার চারপাশে কিছু সময় কাটাল রানা। ছায়ার মত ওর পিছু লেগে আছে ছেলেটা। 'কিছুই নেই এখানে,' হাঁক ছেড়ে বলল ও।

'পাইপটা হয়ত মাঝখান দিয়ে গেছে, বলল জুনেস্কি।

'সম্ভব। যদ্দূর মনে হচ্ছে, কপালে আজ বিস্তর খাটনি আছে। গোটা এলাকাটা চষতে হবে।'

কাজ শুরু করে দিল রানা। ছেলেটা থাকায় মাঝে মাঝেই মুখ তুলে একটা করে সংখ্যা বলছে ও, নিষ্ঠার সাথে তক্ষুণি তা নকশায় টুকে নিচ্ছে জুনেস্কি। আধঘণ্টা পর বিরক্ত হয়ে চলে গেল ছেলেটা। জুনেস্কির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল রানা, তারপর আবার কাজে মন দিল। গোটা বাগানটা চেক করতে এক ঘণ্টারও বেশি লেগে গেল ওর। রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে দ্রুত ফিরে এল ও জুনেস্কির কাছে। বলল, 'দুটো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। একটা শক্তিশালী রিডিং—খুব শক্তিশালী—ওখানে লনের কিনারায়, আরেকটা দুর্বল রিডিং, ওদিকের ফ্লাওয়ার বেডে। লনের মাটিই প্রথম খুঁড়বে তুমি।'

রানাকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল জুনেস্কির দৃষ্টি। 'খুনায়েভা আসছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ওদের দিকে এগিয়ে আসছে মহিলা, বলল, 'কিছু পেলেন নাকি?'

'সম্ভবত একটা জাংশন পেয়েছি,' হাত তুলে দেখিয়ে বলল রানা, 'ওখানে। ছোট্ট একটা গর্ত করতে হবে, গ্রাজডানকে খুনায়েভা। চিন্তার কিছু নেই, মাটি ফেলে ঘাসের চাপড়া আবার জায়গা মত বসিয়ে দেব।'

এবড়োখেবড়ো লনের দিকে ফিরল খুনায়েভা। 'কিছু এসে যায়

না,' ঠোঁট উল্টে বলল সে। 'আমাদের দক্ষিণের তুলনায়, মানে যেখান থেকে এসেছি আমরা, সে জায়গার তুলনায় এখানে ঘাস বলতে গেলে কিছুই জন্মায় না। আমার স্বামী তো বলেন···সে যাক, জানতে এসেছি, আপনাদেরকে কিছু খেতে দেব কি?'

'সাথে স্যাণ্ডউইচ আছে।'

'তাহলে চা বানিয়ে দিই,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, ফিরে গেল বাড়ির ভিতর।

'মানুষটা ভাল,' মন্তব্য করল রানা, রিস্টওয়াচ দেখল। 'এখন দুপুর, সব ভাল শ্রমিকরা আধঘণ্টা বিশ্রাম নেয় এই সময়।'

লনে বসে স্যাণ্ডউইচ আর লেবু চা খেল ওরা। মনে মনে খুনায়েভাকে ধন্যবাদ দিল রানা, চা খাওয়াবার বদলে গল্প জমাবার কোন চেষ্টা না করে ফিরে যাওয়ায়। পাশের বাড়িটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে জুনেস্কিকে বলল, 'ওই বাড়িটার একটা অংশ কিছুটা নতুন লাগছে। আমার মনে হয় ওখানেই পড়েছিল বোমাটা। তাতেই নিকোলাই আর তার ফ্যামিলি মারা যায়, ভাগ্যগুণে বেঁচে যায় আন্তন।'

'এদিকে বুঝি খুব বোমা পড়েছিল?'

'খুব মানে! এই এলাকা বেশ কিছুদিন ফ্রণ্ট লাইন হয়ে উঠেছিল। বোম্বারের ভিড়ে সে-সময়ে আকাশ ঢাকা পড়ে যেত।'

গরম চায়ে চুমুক দিল জুনেস্কি। 'বাক্সটা এখনও এখানে আছে কিনা তা আমরা জানছি কিভাবে? ভাল একজন গার্ডেনারের চোখে পড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। হয়ত খুনায়েভরাই পেয়ে গেছে!'

'মন খারাপ করে দিও না,' শাসাল রানা। 'যাও, মাটি খোঁড়ার সময় হয়েছে তোমার। দাঁড়াও, আরেকবার চেক করে রিডিংটা বুঝে নিই ভাল করে।' উঠে দাঁড়াল রানা। ডিটেকটরের সুইচ অন

করল। লনের উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল এক জায়গায়। কানে গোঁজা পেন্সিলটা নামিয়ে মাটিতে গাঁথল। 'এইখানে। আগে ঘাস-সহ ছাল তুলে নাও খানিকটা জায়গায়। পরে আবার যেমন আছে তেমনি সাজিয়ে দিতে হবে।'

কোদাল হাতে উঠে দাঁড়াল জুনেস্কি। এগিয়ে গিয়ে কাজ শুরু করে দিল।

গাছের নিচে ছায়ায় বসে জুনেস্কির কাজ লক্ষ্য করছে রানা। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। খানিক পরই মুখ তুলে তাকাল জুনেস্কি। জানতে চাইল, 'কতটা গভীর করতে হবে?'

'ফুট দুই।'

'আড়াই ফুট নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কই, এখনও তো দেখছি না কিছু।'

'আরও খোঁড়ো,' বলল রানা। 'প্রফেসর স্যানিকিনিন ভুল করে থাকতে পারেন।'

আবার খুঁড়তে শুরু করল জুনেস্কি খানিকপর বলল, 'আরও এক ফুট গভীর হয়েছে গর্তটা, কিছুই নেই।'

'যন্ত্রটা কি বলে দেখা যাক আবার,' এয়ারফোন কানে তুলে উঠে দাঁড়াল রানা। এগিয়ে গিয়ে ডিটেকটরটা নামাল গর্তে। সুইচ অন করতেই কান ঝালাপালা হয়ে গেল ওর। 'আছে, এখানেই আছে। বোধহয় আর কয়েক ইঞ্চি নিচেই।'

'দেখা যাক,' বলল জুনেস্কি। 'কিন্তু গর্তটাকে চওড়ায় আরও বড় না করলে কোদাল চালাতে পারছি না।' আবার সে কোদাল চালাল গর্তের ভিতর, অমনি ঠুন করে একটা মধুর আওয়াজ ঢুকল ওদের কর্ণকুহরে। 'পেয়েছি!' কোদাল দিয়ে যতটা সম্ভব মাটি

সরাল সে, তারপর হাত লাগাল। পাঁচ মিনিট পর মুখ তুলল সে।

'জানেন কি পেয়েছি?'

'কি?'

হঠাৎ হাসতে শুরু করল জুনেস্কি। 'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। সত্যি সত্যিই পানির একটা পাইপ।'

'হুঁ,' গম্ভীর হল রানা। 'ভাগ্য পরিহাস শুরু করেছে আমাদের সাথে। উঠে পড়, নামতে দাও আমাকে। দেখি।' জুনেস্কির জায়গায় নামল ও। হাত দিয়ে স্পর্শ করে অনুভব করল শক্ত ধাতবের গোল, কঠিন আকৃতি। আরও মাটি সরিয়ে বস্তুটাকে আরও খানিক উন্মুক্ত করল ও। তারপর অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে অতি সন্তর্পণে উঠে পড়ল গর্ত থেকে।

আপন মনে এখনও খিক্ খিক্ করে হাসছে জুনেস্কি।

'গর্তটা মাটি দিয়ে ভরো আবার,' বলল রানা। 'খুব সাবধানে। চাপ পড়ে না যেন। পানির পাইপ নয়, একটা তাজা বোমা। আকাশ থেকে পড়েছিল, কিন্তু ফাটেনি।'

বিষম খেল জুনেস্কি। ধীরে ধীরে মুখ থেকে মুছে যাচ্ছে হাসিটা।

'আড়াইশো কিলোগ্রামের কম হবে না,' বলল রানা। 'তার মানে পাঁচশো পাউণ্ডার।'

ইমাত্রা। ভি. আই. পি. ইনসের মস্ত খিলানের নিচে ঝকঝকে একটা স্পোর্টস কার এসে থামল। ড্রাইভিং সীট থেকে নামল মাথা কামানো টেনেটুনে পাঁচ ফুট লম্বা এক রাশান গরিলা। বেঁটে

হলেও চওড়ায় পুষিয়ে নিয়েছে লোকটা। মুখটা প্রকাণ্ড, ক্লিনশেভ, চেহারা দেখে মনে হয় দুনিয়ার সবাইকে এক হাত দেখে নেবার মতলব রয়েছে তার, তেমন শক্তিও রাখে। পা দুটো বাঁকা, হাঁটার সময় হাত দুটো শরীরের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে থাকে। আক্রোশের ভাব ফুটে আছে চোখে মুখে, এটাই তার স্বাভাবিক চেহারা।

এগিয়ে এসে গাড়ির ব্যাকডোর খুলে দিল সে। ছোটখাট একটা পাহাড় নামছে। জ্যাক জাস্টিস ওরফে গুস্তাফ তাতাভস্কি।

সসম্ভ্রমে স্যালুট করল লোকটা গুস্তাফ তাতাকে। ঠোঁট নেড়ে নিচু গলায় কি যেন বলল সে। একটা হাত নাড়ল। লোকটার ইঙ্গিত অনুসরণ করে খিলানের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে গেল গুস্তাফতাতার। পার্কিং লটটা দেখা যাচ্ছে। নীল ডাটসনটা দেখল সে। কার্ল পপকিনের গাড়ি ওটা, জানা আছে। মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না তার। 'পোর্টারের সাথে কথা বলো,' মৃদু গলায় নির্দেশ দিয়ে সামনে এগোল সে।

রিসেপশনে স্মার্ট এক ছোকরা বসে আছে। সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে সে, এমন সময় গুস্তাফ তাতাকে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। রাজকীয় ভঙ্গিতে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল গুস্তাফ তাতা। মুচকি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। কোটের পকেটে হাত ভরে দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। 'ইয়াং জেনারেশন তাদের সবচেয়ে বড় সম্পদটাকে কাজে লাগাতে জানে না। মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখে, নরম সিগারেট ফোঁকে, চশমা পরে। দুঃখ হয়, বুঝলে?' পকেট থেকে অত্যন্ত দামী হাভানা চুরুটের একটা বাক্স বের করে কাউন্টারে রাখল সে, তারপর স্মার্ট চেহারার রিসেপশনিস্টের দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'কেউ, কোন

মেয়ে তোমাকে বলেনি কিছু ?'

হতভম্ব হয়ে গেল রিসেপশনিস্ট। 'কি ?'

'তুমি সুদর্শন ?' গুস্তাফ হাসছে। 'তোমার চেহারার সাথে সিগারেট মানায় না ?' চুরুটের বাক্সটা খুলে সেটা সামনে ঠেলে দিল সে। 'এইটা অভ্যাস কর, তোমার দিকে মিছিল করে আসবে ঝাঁক ঝাঁক পরী।'

হেসে ফেলল রিসেপশনিস্ট। বাক্স থেকে একটা চুরুট নিয়ে ধরাল সে।

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ!'

'বাহ্, কী সুন্দর!' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল গুস্তাফ।

'আপনার কি খেদমত করতে পারি স্যার···?'

পকেট থেকে আমেরিকান পাসপোর্টটা বের করে কাউন্টারে রাখল গুস্তাফ। 'টুরিস্ট। ইমাত্রা ক'দিন যাদু করে রাখতে পারবে জানি না। তবে, সবচেয়ে সেরা কামরাটা চাই আমার।'

রেজিস্টার বুকটা শেলফ থেকে নামিয়ে কাউন্টারে রাখল রিসেপশনিস্ট। পাতা ওল্টাচ্ছে। 'স্যার, আমাদের সবগুলো কামরাই প্রথম শ্রেণীর···'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গুস্তাফ তাতা। 'আমি ভি. আই. পি. ইনসের ইতিহাস জানি। সব কামরাই ভাল, ঠিক বলেছ, কিন্তু স্পেশাল কামরাও আছে '

সবিনয়ে হাসল রিসেপশনিস্ট। রেজিস্টার বুক খুলে চোখ বুলাল একটা স্থায়। 'আপনি ঠিকই শুনেছেন, স্যার। কিন্তু স্পেশাল কামরাটা এই মুহূর্তে খালি নেই। মাত্র এক ঘণ্টা আগে ডক্টর ফিলাতভ নামে এক ভদ্রলোক···'

'হোয়াট? রিয়েলি? ডক্টর ফিলাতভ, আই মীন—সেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু ডক্টর ফিলাতভ এই হোটেলে উঠেছেন, তুমি এই কথা বলতে চাইছ?' আনন্দ আর বিস্ময়ের ভাবটা হঠাৎ চেহারা থেকে খসে পড়ল গুস্তাফের। 'নো, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, তুমি নিশ্চয়ই ভুল করছ...'

'ভুল করছি?' রিসেপশনিস্ট ড্রয়ার টেনে একটা পাসপোর্ট বের করে কাউন্টারে রাখল। 'এই দেখুন ডক্টর ফিলাতভের পাসপোর্ট।'

'দেখি, দেখি।' ব্যস্ত হাতে পাসপোর্টটা তুলে নিয়ে খুলল গুস্তাফ। ফটোটা দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। কাউন্টারে চাপড় মেরে বলল, 'তুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে এসে এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে বন্ধুর সাক্ষাৎ পাব ভাবতেও পারিনি! কি সৌভাগ্য আমার! ঠিক হ্যায়, আমার বন্ধু সবচেয়ে সেরা কামরা পেয়েছে, তাতেই আমি খুশি। আমার মনে আর কোন তুঃখ নেই। তাহলে, ওর ঠিক নিচের কামরাটাই আমাকে দাও। খালি আছে?'

খাতায় চোখ রেখে রিসেপশনিস্ট বলল, 'তা আছে, স্যার।' মুখ তুলল সে। 'আচ্ছা, ডক্টর ফিলাতভ তাহলে একজন বিজ্ঞানী! এই-বার বুঝেছি।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল গুস্তাফ। 'বোঝবার আবার আছে কিহে?'

'উনি সিরিয়াসলি নিষেধ করেছেন, কেউ যেন ওঁকে ডিসটার্ব না করে। খুব গুরুত্বপূর্ণ কি একটা কাজ করবেন নিজের কামরায়, বয় বেয়ারা পর্যন্ত ওদিকে যেতে পারবে না।'

'আচ্ছা! তাই নাকি?' গুস্তাফ গম্ভীর হল একটু। 'হুঁ। দেখা করার জন্যে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। তা ডক্টর ফিলাত-ভের সাথে আর কেউ আছে নাকি?'

'জ্বী, আছেন। মিঃ জুনেস্কি বলে এক ভদ্র…

'তাকেও চিনি।' রিসেপশনিস্ট খাতাটা উল্টো করে বাড়িয়ে দিল, তাতে সই করল গুস্তাফ তাতাভস্কি। আরও মিনিট দুই বকর-বকর করে পোর্টারের পিছু পিছু সদ্যবুক করা নিজের কামরায় গিয়ে ঢুকল সে।

পোর্টারকে মোটা বখশিশ দিয়ে বিদায় করল গুস্তাফ তাতাভস্কি। দরজা বন্ধ করে মেঝেতে দাঁড়িয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল। চলাফে-রার শব্দ পাচ্ছে সে। উপরের কামরায় ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি পায়চারি করছে বলে মনে হল তার। ইমাত্রায় এসে থেমে গেছে ওরা, ভাবছে সে, কেন? নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ যেন ওদেরকে বিরক্ত না করে। কেন?

ঠিক আছে, আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল গুস্তাফ—বন্ধু, কামরার ভিতর কতক্ষণ থাকো দেখা যাক। আমিও অপেক্ষা করছি। থিসিস-টা উদ্ধার করতে হলে সীমান্ত পেরিয়ে আমার দেশে যেতেই হবে তোমাদেরকে। আর ওখানে যদি একবার যাও, তারপর আমি কি করব তা আমার মনই জানে।

রুম সার্ভিসকে ডেকে পানীয়ের অর্ডার দিল সে। জানালার সামনে একটা ইজি চেয়ারে বসল। হোটেলের প্রবেশ পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আরে আরে! ওরা কারা! গাড়ি থেকে ওরা কারা…?

যেমন অবাক হল গুস্তাফ তাতা, তেমনি খুশিও হল পালের গোদা, স্বয়ং কার্ল পপকিন চারজন বডিগার্ডকে সাথে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঢুকছে হোটেলে। ডক্টর ফিলাতভ সীমান্তের ওপার থেকে থিসিসটা নিয়ে আসবে, তারপর তার কাছ থেকে সেটা নিয়ে উড়াল দেবে পপকিন, এই আশাতেই তৈরি হয়ে এসেছে সে।

কথাটা ভেবে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল গুস্তাফ। শেষ পরিণতির কথা ভেবে এখন থেকেই ওদের জন্যে দুঃখ হচ্ছে তার।

কিন্তু, তবু কেন যেন খুঁত খুঁত করছে মনটা। কোথায় যেন কি একটা গণ্ডগোল আছে। বেলা যত বাড়তে লাগল, মেজাজ ততই বিগড়ে যেতে শুরু করল তার। বন্ধ কামরায় করছে কি ওরা?

সন্ধ্যার দিকে তার সহকারীর কাছ থেকে একটা খবর শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। 'হোয়াট! কি বললে? ডক্টর ফিলাতভ বাইরে গেছে?'

ভয় পেয়ে গেল তুর্গেভ। 'না...হ্যাঁ...মানে, বাইরে বেরিয়েছিল, কিন্তু একটু পরই আবার ফিরে এসেছে।'

'ও, তাই বল!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল গুস্তাফ। কিন্তু রহস্যের সমাধান তাতে হল না। বন্ধ কামরায় করছে কি ওরা?

এগারো

আরেকটা গর্ত খুঁড়ছে জুনেস্কি।

প্রথম গর্তটা মাটি দিয়ে ভরে দিয়েছে সে। ঘাসের চাপড়াগুলো একটা একটা করে সাজিয়ে রাখছে এখন রানা। কাজটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও। জায়গাটা বেঢপ হয়ে আছে দেখে কাঁধ ঝাঁকাল। পা দিয়ে মাড়ালে হয়ত সমতল হয়ে যাবে, কিন্তু এতবড় ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়।

জুনস্কির দিকে তাকাল রানা। নিপুণভাবে একটা ফ্লাওয়ার

বেডের সর্বনাশ করছে সে। 'কিছু পেলে?'

'হেইয়ো,' বলে আবার কোপ মারল জুনেস্কি। 'এখনও পাইনি,' আর একবার কোদাল চালাল সে। 'দাঁড়ান। মনে হচ্ছে কিছু...' কথা শেষ হবার আগেই তার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, 'কি যেন ঠেকল কোদালে।' ঝুঁকে পড়ল সে।

'দেখতে দাও আমাকে,' গর্তের কিনারায় বসে ঝুঁকে পড়ল রানা। গর্তের মেঝেতে হাতড়াচ্ছে। সমতল কিছু একটা ঠেকল ওর হাতে। আঙুলে খরখরে একটা স্পর্শ। হাতটা তুলতেই দেখল আঙুলগুলো খয়েরী হয়ে গেছে। 'মরচে।' চাপা গলায় বলল ও। 'তার মানে এটাই। সাবধানে কোদাল চালাও। খুব সাবধানে।'

ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল রানা। ভাবছে, সৌভাগ্যই বলতে হবে যে খুনায়েভা তার ছেলেকে নিয়ে মার্কেটিং করতে বেরিয়েছে। প্রচুর ক্ষতি করে তবু যাই হোক এইটুকু উপকার করেছে। বিকেলের দিকে এক গাদা ধোয়া কাপড় রোদে শুকাতে দিতে এসে সেই যে রয়ে গেল, বিদায় নেবার নামটি পর্যন্ত নেয়নি পাঁচটা পর্যন্ত। দেশের ভবিষ্যৎ, চীনাদের গোঁয়ার্তুমি, সল্ট চুক্তির ভবিষ্যৎ—দুনিয়ার সব ব্যাপারে মহিলার কি সাংঘাতিক মাথাব্যথা। মূল্যবান কয়েকটা ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে শুধু শুধু।

'ট্রাঙ্কটায় খুব ভালভাবে যদি মরচে ধরে থাকে,' বলল রানা। 'উপরের ঢাকনিটা কেটে ফেলা কঠিন হবে না। মোটামুটি একটা গর্ত করতে পারলেও চলে, হাত গলিয়ে কাগজপত্র যা আছে বের করে নেয়া যাবে।

'কিন্তু কাটব কি দিয়ে?' বলল জুনেস্কি। পকেট থেকে ছোট্ট একটা ছুরি বের করল সে। 'এটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক।'

বেশ চওড়া পাতওয়ালা ছুড়ি। জুনেস্কির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে

পরীক্ষা করল রানা। 'বোধহয় এটা দিয়েই হবে। সরো, দেখতে দাও আমাকে।'

একটু ইতস্তত করে গর্ত থেকে উঠে পড়ল জুনেস্কি। তার জায়গায় হাতে ছুরিটা নিয়ে নামল রানা। ট্রাঙ্কের উপর থেকে মাটি সরাতে শুরু করল ও, যতক্ষণ এক বর্গ ফুটের মত মরচে ধরা ধাতব গা না বেরোল। তারপর ছুরির তীক্ষ্ণ মুখ জোরে গাঁথল উন্মুক্ত জায়গার ঠিক মাঝখানে। ক্ষয়ে গিয়ে রসুনের খোসার মত পাতলা হয়ে আছে ইস্পাতের পাত, খস্ করে ঢুকে গেল ছুরিটা।

এরপর গর্তটাকে বড় করতে তেমন বেগ পেতে হল না। হাত ঢোকাবার মত গর্ত করে সাবধানে ডান হাতটাকে সেঁধিয়ে দিল রানা, ট্রাঙ্কের ভিতর এদিক ওদিক হাতড়াতে শুরু করেছে। শক্তমত কিছুতে আঙ্গুল ঠেকল। জিনিসটা চারকোণা, অনুভব করল ও। হার্ড কাভারের বই হবে। কিন্তু সেটাকে ধরে উপরে তুলে বের করে আনতে গিয়ে দেখল ওর অবস্থা হয়েছে সেই বানরের মত যে বোতলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ধরে আছে বাদামটাকে। গর্তের তুলনায় বইটা বড়, সুতরাং সেটাকে ছেড়ে দিয়ে ফাঁকটাকে আরও বড় করার কাজে লেগে গেল সে। শেষ পর্যন্ত বের করল বইটা। হার্ড কাভারই বটে, তবে বই নয়, খাতা। পাতা উল্টে দেখল ম্যাথামেটিক্যাল সিম্বলে ঠাসা, আর কিছু নেই। 'ত্তোরী ছাই!' মাটির উপর একধারে ফেলে রাখল সেটাকে, তারপর আবার ট্রাঙ্কের গর্তে হাত ঢুকাল।

আলাউদ্দীনের যাদুর কলস থেকে এরপর বেরুল লম্বা গোল পাকানো কাগজের একটা বাণ্ডিল। ছোঁয়া পেয়েই রাবার ব্যাণ্ডটা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু কাগজগুলো তেমনি রইল। ভাঁজ খুলে সিধে করতে অসুবিধের সম্মুখীন হল রানা। ফিনিশ ভাষায় ক্ষুদে অক্ষরে হিজি-

বিজি করে কি সব লেখা রয়েছে প্রথম পাতাটায়। দুই এবং তিন নম্বর পাতাতেও তাই। চতুর্থ পাতায় দুর্বোধ্য অঙ্ক কষা হয়েছে।

'যা খুঁজছি তা পেলাম কিনা বুঝব কিভাবে?' জানতে চাইল জুনেস্কি।

'বুঝব,' বলল কিন্তু ব্যাখ্যা করল না রানা। আবার হাত গলিয়ে ট্রাঙ্ক থেকে একটা খাতা বের করল ও। বুকের ভিতর কাতলা মাছের মত ঝাপটা দিল হৃৎপিণ্ডটা। চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা খাতা—। চামড়ার গায়ে একটা কাগজ সাঁটা, তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'এক্স-রে।' লেখাটা অস্পষ্ট, কিন্তু পড়া যায়।

ফিস ফিস করে বলল জুনেস্কি। 'সব মাটি চাপা দিন। কুইক! কে যেন আসছে!'

তাকাল না রানা। জুনেস্কির কণ্ঠস্বরেই বিপদ টের পেয়ে গেছে ও। চারপাশ থেকে মাটি তুলে দ্রুত ঢেকে ফেলছে কাগজপত্র সহ ট্রাঙ্কের উন্মুক্ত ঢাকনি। অনুভব করছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে জুনেস্কি। পাঁচ সেকেণ্ড পর সে-ও উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘুরল।

বাড়ির উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে একজন লোক। তার হাবভাবে উৎকট সন্দেহ ফুটে আছে। 'কে তোমরা? আমার বাগানে কি করা হচ্ছে শুনি?' রাগী লোক, কণ্ঠস্বরেই টের পাওয়া যায়।

দু'পা সামনে বাড়াল রানা। 'গ্রাজডানিন্ খুনায়েভ?'

'হ্যাঁ। তুমি? কার হুকুমে···'

ট্রাফিক পুলিশের ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল রানা। তাই দেখে থমকে গেল খুনায়েভ। মৃদু হেসে তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও করমর্দন করল লোকটা। কথা বলতে যাচ্ছিল

আবার, কিন্তু কোন সুযোগ দিল না রানা। নিজের পরিচয় এবং উদ্দেশ্যের কথাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। সবশেষে বলল, 'তোমার স্ত্রী ব্যাপারটা জানেন। বাগানের বা লনের তেমন কোন ক্ষতি করিনি আমরা।'

'গর্ত করেছ?' চোখ পাকাল খুনায়েভ। 'কোথায়?'

'মাত্র দুটো,' বলল রানা। 'একটা ওই যে, লনে। ওটা মাটি দিয়ে ভরে দিয়েছি এরই মধ্যে। আরেক জায়গায় খুঁড়ছি, এখনও শেষ করিনি।' কথা শেষ করে লনের দিকে তাকাল রানা, যাতে সেদিকেই মনোযোগী হয় খুনায়েভ।

মনের আশা পূরণ হল রানার, কিন্তু অসম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গোটা ব্যাপারটা সাংঘাতিক বিপদের দিকে মোড় নিল।

রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে লনের দিকে তাকাল খুনায়েভ। দ্রুত এগোল সে। মাটি ফেলে গর্তটাকে ঢেকে দেয়া হলেও জায়গাটা উঁচু হয়ে আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াল খুনায়েভ। আলগা ঘাসের উপর গায়ের জোরে পা ঠুকছে। 'কোদালের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠুকে সমান করে দাওনি কেন!' বলেই বোমাটার উপর লাফাতে শুরু করল সে।

চোখ মুখ বিকৃত করে রানার দিকে তাকাল জুনেস্কি। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আশঙ্কায় ভয়ে নীল হয়ে গেছে তার চেহারা।

কোন উপায় না দেখে এক পা সামনে এগিয়ে বলল রানা, 'খুনায়েভ, এদিকে একটু আসবে?'

নেচে নেচে মাটি সমান করছে খুনায়েভ, মুখ তুলে বলল, 'যাও, যাও! আমার বাগানের ওপর যার দরদ নেই, তার সাথে আবার আলাপ কিসের? বাড়িটাও ভাঙবে তোমরা, জানি। কাল সকালেই

আবার তোমার ওই পোড়া মুখ দেখতে হবে, তাই না?'

ভুরু কুঁচকে বলল রানা, 'তার মানে?'

'ন্যাকামী করো না' প্রায় ভেঙচে দিল রানাকে খুনায়েভ। 'বুল-ডোজার নিয়ে কাল আসছ না তোমরা?'

'এ ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি, কমরেড,' বলল রানা। 'ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট নয়। স্রেফ পানির পাইপ নিয়ে যত মাথাব্যথা আমার।'

মাটি সমান হয়েছে কিনা দেখে নিয়ে মুখ তুলল খুনায়েভ। বাড়ি-টার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে। ফোঁস করে একটা হাঁপ ছাড়ল জুনেস্কি, শুনতে পেল রানা।

'বাড়িটার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে,' রানার সামনে এসে দাঁড়াল খুনায়েভ। 'ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতে কান্না পায় আমার। মেজাজ খারাপ করেছি বলে মনে কিছু করো না।' রানার কাঁধে হাত রাখল সে। 'কাজটা কি ভাল করছে ওরা, তুমিই বল তো, কমরেড?'

'প্রগতির স্বার্থে অনেক সময় আত্মত্যাগ করতেই হয়।'

'হায়রে আত্মত্যাগ!' এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে খুনায়েভ। 'ফিনদের তৈরি কিনা, বাড়িটা বড় সুন্দর। হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, এসব ব্যাপারে ওদের জুড়ি নেই।'

'সোভিয়েত কারিগররা নিকৃষ্ট, বলতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'না-না, তা বলব কেন!' ফ্লাওয়ার বেডের কাছে পড়ে থাকা ডিটেকটরের উপর চোখ পড়ল তার। 'আরে, ওটা আবার কি?' রানার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে এগিয়ে গেল সে। ঝুঁকে পড়ে তুলে

নিল যন্ত্রটা।

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। আসল কাজটাই বাকি এখনও। অস্থিরতা বোধ করছে রানা। যত দেরি হবে, লোকজনের চোখে পড়ে যাবার ততই ভয়। আর ভিড় বাড়লেই ভুয়া পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার আশঙ্কা। সংক্ষেপে উত্তর দিল ও, 'ওটা মেটাল ডিটেকটর।'

'যুদ্ধের সময় আমি যে মাইন ডিটেকটরটা ব্যবহার করতাম, ঠিক সেইরকম দেখতে,' যন্ত্রটা নেড়েচেড়ে দেখছে খুনায়েভ। 'স্ট্যালিন-গ্রাডে ছিলাম তখন আমি, কমরেড। মাত্র পনের বছর বয়স তখন আমার।' কথা বলতে বলতে পাশের বাড়ির অর্থাৎ নিকোলাই ফিলাতভের বাড়ির নিচু বেড়ার দিকে এগোল সে। 'বরিস ইভানো-ভিচ, বাড়ি আছ নাকি হে?'

'ফর গডস সেক!' ফিসফিস করে বলল জুনেস্কি। 'কি করব এখন আমরা?'

একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে এল পাশের বাড়ির বাগান থেকে। 'আপনার বন্ধু ডিউটিতে যাচ্ছে।'

'গুড আফটারনুন, ইরিনা অ্যালেমাণ্ড্রোভনা,' হাঁক ছাড়ছে খুনা-য়েভ। 'এখানে একটু আসতে বলুন ওকে। দেখবার মত একটা জিনিস রয়েছে আমার হাতে।'

'কিছু একটা করুন!' ব্যাকুল আবেদনের সুরে চাপা কণ্ঠে বলল জুনেস্কি। 'কোদালের একটা কোপ মেরে শালাকে···।'

'পাগল!' নিচু গলায় তিরস্কার করল রানা।

'থিসিস থাক, চলুন খালি হাতেই আপাততঃ কেটে পড়ি···'

'ডিটেকটরটা?' দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসছে রানার। 'ওটা রেখে গেলে সন্দেহ করবে ওরা। পুলিশে খবর দেবে। জানা-

জানি হয়ে যাবে সব।'

বেড়ার কাছ থেকে ফিরে এল খুনায়েভ। কানে এয়ারফোন ছুটো এঁটে নিয়েছে এর মধ্যে। 'কাজও তো করে মাইন ডিটেকটরের মত। অত বড় আর ভারি নয়, তা ঠিক। যাই বল, কমরেড, বিজ্ঞানীরা আজকাল ইলেকট্রোনিকসের কি খেলাই না দেখাচ্ছে!'

'ঠিক বলেছ,' বলল রানা। 'কমরেড, আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম। তোমাদের বন্ধুকে···'

'আরে, বসো!' খুনায়েভ একগাল হাসল। 'এত ব্যস্ততা কিসের? একদিন নাহয় একটু দেরি করেই বাড়ি ফিরলে।' ফ্লাওয়ার বেডের গর্তটার দিকে তাকাল সে। 'কি যেন বললে তখন? পানির পাইপ। পেয়েছ নাকি?'

'আশা করছি পাব।' মনে মনে লোকটার চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করছে রানা। লনের দিকে তাকাল ও। 'ওখানে একটা পাইপ জাংশন পেয়েছি।'

ডিটেকটরের সুইচ অন করে সেদিকে এগিয়ে গেল খুনায়েভ। আবার সে উঁচু মাটির উপর দাঁড়াল। 'বাহ্, কির কির করে বাজছে বেল। স্ট্রংরিডিং, কমরেড! চোখ বুঁজেও বলতে পারব কোথায় আছে জাংশনটা।' জায়গাটাকে ছাড়িয়ে খানিক দুর এগিয়ে গেল সে, 'দেখ, পারি কিনা।' বলে চোখ বুঁজল সে। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে শুরু করল। 'এসেছি?'

'হ্যাঁ,' নীরস গলায় বলল রানা।

চোখ খুলল খুনায়েভ। ওদের দু'জনকে ছাড়িয়ে চলে গেল তার দৃষ্টি। 'এই যে, বরিস ইভানোভিচ!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সে, 'দেখে বল তো, এটা কি জিনিস?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক।

দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশের পোশাক পরা বরিস ইভানোভিচ।

পালা করে জেগে রাতটা তো কোন রকমে কাটল, কিন্তু সকাল সাড়ে দশটায় ঘুম থেকে উঠে গুস্তাফ তাতাভস্কি যখন শুনল যে এখনও ডক্টর ফিলাতভের কামরা ভিতর থেকে বন্ধ, মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল তার। এমন হবার কথা নয়, এমন হতে পারে না। শাওয়ার সেরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসল সে, কিন্তু রুচি নেই বলে ওমলেট আর কফি ছাড়া কিছুই ছুঁলো না। কিছু একটা গণ্ডগোল চলছে, জানালার কাছে ইজিচেয়ারে বসে ভাবছে সে। ডক্টর ফিলাতভ উপস্থিত, কার্ল পপকিন উপস্থিত—অথচ তারা কি এক অজ্ঞাত কারণে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। কেন? সীমান্ত পেরিয়ে রাশিয়ায় যাচ্ছে না। কেন? রহস্যটা কি? বন্ধ কামরায় জুনেস্কিকে নিয়ে ডক্টর ফিলাতভ করছে কি?

মাথা ঠাণ্ডা কর, বাপধন, মাথা ঠাণ্ডা কর!—নিজেকে সুস্থির হতে পরামর্শ দিচ্ছে গুস্তাফ তাতা। একটা করে প্রশ্ন কর আমাকে, যথাসাধ্য চেষ্টা কর সঠিক উত্তরটা বের করে নিতে। এক নম্বর প্রশ্ন: ডক্টর ফিলাতভ এখন কোথায়? সহজ উত্তর, জানা কথা, ঠিক মাথার ওপরের কামরাতে রয়েছে সে···ওই তো, পায়ের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। বেশ। দু'নম্বর প্রশ্ন: বন্ধ কামরায় কি করছে সে? উত্তরটা জানা নেই, কিন্তু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটা সম্ভাব্য, যুক্তিসঙ্গত জবাব খুঁজে বের করা অসম্ভব নয়।

এমন হতে পারে, সীমান্ত টপকাবার জন্যে নির্দিষ্ট সময় স্থির করে দিয়েছে পপকিন। সেই নির্দিষ্ট সময় এখনও আসেনি। কিংবা,

হয়ত নির্দিষ্ট সময় এসে পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সীমান্ত টপকাবার ব্যবস্থাটা তেমন নিরাপদ বলে মনে হয়নি, তাই পা বাড়ায়নি সেদিকে, অপেক্ষা করছে নতুন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত। বাহ্, এই তো চমৎকার উত্তর পেয়ে গেছি! এবার যদি প্রশ্ন কর, ডক্টর ফিলাতভ মুখ লুকিয়ে আছে কেন? এর উত্তর পানির মত সহজ এখন। প্রতিপক্ষরা কে কোথায় আছে তার ঠিক নেই ভেবে সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে বাইরে বেরুচ্ছে না সে। সীমান্ত পেরোবার সময় পিছনে কেউ লাগুক তা চাইছে না। নিজের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হল বটে গুস্তাফ তাতা, কিন্তু সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা মনের এক কোণে হাত-পা খিঁচছে, তাকে কোনমতেই বাগে আনতে পারছে না সে। এই করতে করতে সারাটা দিন কেটে গেল।

পরদিন দুপুরে সহকারী খবর নিয়ে এল, কার্ল পপকিনের মধ্যে কোনরকম অস্থিরতা বা উত্তেজনার চিহ্নমাত্র দেখতে পাচ্ছে না সে। নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে হোটেলের বার-এ, রেস্তোরাঁয়, শপিং কর্নারে ঘন ঘন যাচ্ছে সে, দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, কেনাকাটা করছে, আর আয়েশ করে ঢেকুর তুলছে। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের ছায়া পর্যন্ত নেই তার হাবভাবে।

খবর শুনে আবার মাথায় রক্ত চড়ে গেল গুস্তাফ তাতার। রহস্যের সমাধান তাহলে তো হয়নি! ডক্টর ফিলাতভ এখনও সীমান্ত পেরোয়নি, অথচ সে ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা নেই কার্ল পপকিনের —এ কেমন কথা? উঁহুঁ, নিশ্চয়ই কোথাও সাংঘাতিক কোন গণ্ডগোল চলছে।

তাছাড়া, পুরোনো সেই খুঁতখুঁতে ভাবটাও জ্বালাতন করছে। কি যেন লক্ষ্য করার আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। চোখের সাম-

নেই ঘটে যাচ্ছে কি একটা মস্ত ত্রুটি, অথচ দেখতে পাচ্ছে না সে।

আজও রাত বারোটা পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে নাকানি-চোবানি খেল গুস্তাফ তাতা। নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে শুধু বাকি রাখল সে। উপরতালার কামরায় খুটখাট আওয়াজ, চলাফেরার শব্দ হচ্ছে বটে, কিন্তু এসব এখনও তাকে আশ্বস্ত করতে পারছে না, বরং মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে অপ্রত্যাশিতভাবে মাথাব্যথার আরও একটা কারণ দেখা দিয়েছে। টুরিস্টদের আসার সময় নয় এটা, অথচ হোটেলে প্রচুর নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন চেহারা আবার চেনা চেনা লাগছে, মনে হচ্ছে ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে কি যেন ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে, দ্রুত।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছে গুস্তাফ। সেই পুরোনো খুঁত খুঁতে ভাবটা ধারাল ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারছে তার মগজে। কি যেন একটা ত্রুটি আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না সে। টেবিলের পাশ ঘেঁষে পায়-চারি করার সময় চোখ পড়ল এঁটো বাসনকোসনের উপর। সাথে সাথে ছ্যাঁত করে উঠল বুক। 'তুর্গেভ!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল গুস্তাফ।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল গরিলা চেয়ার ছেড়ে! 'স্যার।'

'খাবার, খাবার! খাবার খাচ্ছে না।'

'জ্বী।' কিছুই বুঝতে পারছে না তুর্গেভ।

উত্তেজনায় কাঁপছে গুস্তাফ। 'খাবার। তোমারই রিপোর্ট, কাল থেকে ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি একবারও দরজা খোলেনি। তবে কি না খেয়ে আছে ওরা? না। খাবার এদের কামরাতেই আছে। কেন? খাবার নিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকার কি কারণ? একটু

বিরতি নিয়ে নিজেই উত্তরটা দিল সে। 'এর একটাই উত্তর : বাইরে মুখ দেখাতে চাইছে না ওরা। কেন? এরও উত্তর সহজ : মুখের চেহারায় কোন ঘাপলা আছে। তুর্গেভ!'

'জী, স্যার!'

'চারটের সময় সূর্য ডুববে, তখন ঘন ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাবে চারদিক। কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজটা সারতে হবে আমাদের। পাইপ বেয়ে উঠে যাবে তুমি, তোমার পিছনে আমিও থাকব⋯'

আবার পায়চারি শুরু করল গুস্তাফ। ইতিমধ্যে না জানি কি সর্বনাশ হয়ে গেছে। ডক্টর ফিলাতভ কামরাতেই আছে মনে করে এই যে সময়টা নষ্ট করলাম, কি বলা যায় একে। সত্যি যদি না থাকে⋯ এই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব? অস্থির ভাবে পায়চারি শুরু করল সে।

বারো

ডিটেকটরটা খুনায়েভকে ফিরিয়ে দিয়ে রানার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাল বরিস ইভানোভিচ। 'কি নাম তোমার, কমরেড?'

নাম বলল রানা।

'স্থানীয় পানি বিভাগের লোক তুমি?' কথাটা সে বিশ্বাস করে না বোঝাবার জন্যে গম্ভীর ভাবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ছে। 'সব বিভাগের সব লোককে চিনি আমি। তোমাকে তো কোথাও দেখছি বলে মনে পড়ছে না!'

তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার মাথার মধ্যে। হাড়-বদমাশ লোকের খপ্পরে পড়ে গেছে ওরা। বেফাঁস কিছু বলে বসলে খিসিসটা তো হাত ছাড়া হবেই, বাকি জীবন সাইবেরিয়ায় কাটাতে হবে বন্দী অবস্থায়। মাথা নামিয়ে নিল রানা। পায়ের নখ্ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে।

বরিস ইভানোভিচের সন্দেহ তড়াক করে তুঙ্গে উঠে গেল। এগিয়ে এল সে। রানার সামনে দাঁড়াল দু'কোমরে হাত রেখে। 'ব্যাপার কি, কমরেড? পরিচয় গোপন করছ নাকি? কোথাও থেকে পালিয়ে ?'

'আপনাকে আমি চিনি,' মাথা না তুলেই বলল রানা। 'কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না, বরিস ইভানোভিচ।'

'সে-কথাই তো জিজ্ঞেস করছি,' পুলিশী মেজাজ চড়ছে। 'কেন চিনি না তোমাকে আমি?'

'মুখ লুকিয়ে থাকি আমি, তাই চেনেন না,' একটু ঘুরে দাঁড়াল রানা, যেন আরও আড়াল করতে চায় মুখটাকে। 'ছেলেটা আমার বংশের কলঙ্ক। রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকে মদ খেয়ে, মারপিট করে, জুয়া খেলে লোকে আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, ওই যে, গুণ্ডা-টার বাপ যাচ্ছে। লজ্জায়, ঘৃণায় মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার···

'লুদভিল?' বিস্মিত বরিস ইভানোভিচ বলল, 'কমরেড, তুমি বখাটে লুদভিলের বাবা?'

'এই দেখেন, আপনিও ওকে বখাটে বলে আমাকে অপমান কর-ছেন '

মুখের চেহারা বদলে গেছে বরিস ইভানোভিচের। রানার কাঁধে সান্ত্বনার একটা হাত রাখল সে। 'না, কমরেড, তুমি ভুল বুঝছো। তোমাকে আমি অপমান করতে চাইনি। বিশ্বাস কর, তোমার দুঃখটা

আমি বুঝি। ঠিক আছে, হাতে সময় নিয়ে থানায় একদিন এস, ছোকরাকে কিভাবে সিধে করা যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। চিন্তা করো না, কমরেড, তুমি যদি আইনের সাথে সহযোগিতা কর...

লুদভিলের বাবাকে মিনিটখানেক ধরে উপদেশ খয়রাত করল বরিস ইভানোভিচ। তারপর বলল, 'যাক, কমরেড, তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশিই হলাম। কোন সমস্যা হলেই চলে আসবে আমার কাছে। ভাল কথা, আমার রান্নাঘরের পানির কলটা ঠিকমত কাজ করছে না। পানি তেমন পাই না। কোন পরামর্শ দিতে পার যাতে...'

'দেখতে হবে,' বলল রানা।

'তোমরা গল্প কর,' বলল খুনায়েভ। 'কাপড় চোপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিইগে আমি।' ডিটেকটরটা রেখে বাড়ির ভিতর চলে গেল সে।

'তোমাকে এ তল্লাটে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে,' জুনেস্কির নির্বিকার মুখের দিকে তাকাল বরিস ইভানোভিচ।

উপর নিচে মাথা দুলিয়ে জোর করে একগাল হাসল জুনেস্কি। 'জ্বী।'

'তোমরা অফিসের কাজে এসেছ, ব্যক্তিগত কাজ করতে বলা আমার উচিত নয়,' বরিস ইভানোভিচ একটু ইতস্তত করে বলল 'তবু অনুরোধ না করেও পারছি না...আমার কলটা একটু দেখে দিতে হবে।'

'দেখতে পারি, কিন্তু কাজ করা যাবে না আজ। যন্ত্রপাতি সাথে নিয়ে কাল না হয়...'

'বেশ তো কাল না হয় সেরে দিয়ো। আজ দেখিয়ে দিই কোন্ কলটা—যখন খুশি এসে কাজটা করে দিয়ো কাল এক সময়।'

'যাও,' বলল রানা জুনেস্কিকে। 'যন্ত্রের প্রয়োজন না থাকলে এক্ষুণি সেরে দিয়ে আসবে। একটু জিরিয়ে নিই আমি, তুমি ফিরে এলে

অফিসের দিকে রওনা হব।' ঘাসের উপর বসল রানা, তারপর শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে।

ঢোক গিলছে জুনেস্কি।

'পাঁচ মিনিটেরও কাজ নয়,' আশ্বাস দিয়ে বলল বরিস ইভানোভিচ। 'যন্ত্রপাতি যদি থাকত তাহলে আমি নিজেই···কই, এস!'

অগত্যা পুলিশ ইউনিফর্মের পিছু পিছু পাশের বাড়ির দিকে এগোল জুনেস্কি।

দশ মিনিট পর ত্রস্ত পায়ে ফিরে এসে জুনেস্কি দেখল সেই একই জায়গায় চোখ বুঁজে শুয়ে আছে রানা। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল তার। একা একাই ট্রাঙ্ক থেকে থিসিসটা উদ্ধার করার চেষ্টা করবে কিনা ভেবে সাংঘাতিক দুশ্চিন্তায় ছিল সে। অবশ্য, তার এই দুশ্চিন্তার সঙ্গত কোন কারণ নেই,···তবু বলা তো যায় না, ডাক্তাররা অমন বড় বড় কথা বলেই থাকে, হঠাৎ যদি স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে যায়!

পায়ের আওয়াজে চোখ মেলল রানা। কাছে চলে এসেছে জুনেস্কি।

'বরিস ?'

রানার কথা শেষ হল না, দ্রুত বলল জুনেস্কি 'আমাকে কলটা দেখিয়ে দিয়েই ডিউটিতে চলে গেছে সে! উঠুন। এই ফাঁকে কাজ সেরে কেটে পড়তে হবে।'

উঠে বসল রানা। ইতিমধ্যে ঘুড়ে দাঁড়িয়েছে জুনেস্কি। লাফ দিয়ে ফ্লাওয়ার বেডের মাঝখানে চলে গেল, তারপর ঝুপ করে নেমে পড়ল গর্তের ভিতর। হাঁটু গেড়ে বসে ব্যস্তভাবে দু'হাত দিয়ে মাটি সরাচ্ছে।

গর্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা, জুনেস্কির কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে।

চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা পেল জুনেস্কি। গুঁড়ো মাটি ঝেড়ে সাঁটা কাগজের উপর লেখাটা পড়তে চেষ্টা করছে। 'এটাই।' ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে ওভারঅলের নিচে, কোমরে গুঁজে ফেলল খাতাটা। চলুন, কেটে পড়া যাক।'

তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'গর্তটা মাটি দিয়ে আবার ভরে না দিলে খুনায়েভ ক্ষেপে গিয়ে টেলিফোন করবে না পানি বিভাগে? সে যখন শুনবে পানি বিভাগ কোন লোককে পাঠায়নি, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ভাবতে পার? পুলিশে খবর দেবে সে, পুলিশ খবর দেবে সীমান্ত রক্ষীদেরকে। কাল সকালে বাস যখন সীমান্তে পৌঁছবে, দেখতে পাবে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। তাই চাও?'

উত্তর না দিয়ে ছোঁ মেরে কোদালটা তুলে নিল জুনেস্কি। থিসিসটা মুঠোয় পেয়ে প্রাণশক্তি কয়েকশো গুণ বেড়ে গেছে তার। গর্তটাকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে দেড় মিনিটও লাগলো না। কোদালটা কাঁধে তুলে বলল, 'চলুন।'

'আরে, দৌড়ুতে চাইছ নাকি?' ধমকের সুরে বলল রানা। এমন উত্তেজিত হয়ে থাকলে প্রফেসরের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে না, তার আগেই কারও চোখে পড়ে যেতে হবে। সারাদিন খেটেছি, এখন আমরা ভীষণ ক্লান্ত, তাই ধীরে ধীরে হাঁটছি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছিয়ে পড়ল জুনেস্কি। পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। রাস্তায় উঠে এসে চাপা গলায় বলল, 'রাশিয়ায় রাতটা কাটাতে হবে, ভাবতেই মাথা ঘুরছে আমার। কোন উপায়ে এখনই যদি বর্ডার টপকানো যেত...'

'চেষ্টা করে দেখতে পার,' বলল রানা। তবে আমি তোমার

সাথে যাচ্ছি না। থিসিসটাও দেব না তোমাকে।'

'মানে!' রাস্তার উপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল জুনেস্কি।

'এখন বর্ডার টপকাবার চেষ্টা করা মানে অবজারভেশন টাওয়ার থেকে গুলি খেয়ে পটল তোলা,' বলল রানা। 'তোমার লাশ ওরা সার্চ করবেই, এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি। তুমি মরো তাতে আমার তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু থিসিসটা হারাবার ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। কার্ল পপকিনের হাতে ওটা তুলে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।'

'একটা সম্ভাবনার কথা আলোচনা করতে চাইছিলাম,' শান্ত ভাবে বলল জুনেস্কি। 'আমি কি আর সত্যি সত্যি এখনই বর্ডার টপ-কাতে যাচ্ছি?'

'তাহলে ওটা তোমার কাছে থাকতে পারে।'

বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। শ্রমিকরা ছোটখাট মিল থেকে কাজ শেষ করে বেরুচ্ছে, রাতের শিফটে কাজ করার জন্যে ঢুকছেও দলে দলে। সবাই ব্যস্ত, এদিক ওদিক তাকাবার অবসর নেই।

কোথাও দাঁড়াল না ওরা। মিল এলাকা ছাড়িয়ে কিছুদূর আস-তেই ফাঁকা রাস্তায় পড়ল।

প্রফেসর স্যানিকিনিনের বাড়িতে ঢোকার সময় মনে করিয়ে দিল রানা, 'তুমি বোবা, কথাটা যেন আবার ভুলে যেও না।'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না জুনেস্কি।

নক্ করতে হল না, ওরা বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল ব্যালেরিনা। প্রথমে রানা, ওর পিছু পিছু জুনেস্কি ঢুকল কামরায়। 'কে, রীনা?' ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন

প্রফেসর স্যানিকিনিন। রানা লক্ষ্য করল, স্যারের চোখে চমশাটা নেই।

প্রফেসর স্যানিকিনিন অধীরভাবে হুইল চেয়ারে বসে আছেন। সোজা এগিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। জীর্ণ, চামড়া ঝুলে পড়া হাতটা ধরল তাঁর, ঝুঁকে পড়ে চুমু খেল ও। 'স্যার, আপনার বন্ধু নিকোলাই ফিলাতভের আশা পূর্ণ হয়েছে, থিসিসটা পেয়েছি আমি।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রফেসরের মুখ। কি এক আবেগে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না তিনি। এক পা পিছিয়ে গিয়ে সোফায় বসল রানা। ওর কাছ থেকে ইঙ্গিত পায়নি এখনও, তাই দাঁড়িয়ে আছে জুনেস্কি।

'কই দেখি!' বাক শক্তি ফিরে পেয়ে প্রথমেই থিসিসটা দেখতে চাইলেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। তারপর বললেন, দেখব কি ছাই··· চশমা ছাড়া তো কিছুই দেখি না। ওটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল আজ।'

জুনেস্কির দিকে ফিরল রানা। বলল, 'স্যারের হাতে দাও।'

একটু ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল জুনেস্কি। ওভারঅলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—চিনতে পারছি।' উত্তেজনায় কাঁপছেন প্রফেসর। জুনেস্কি তাঁর বাড়ানো হাতে খাতাটা তুলে দিতে সেটার কিনারা স্পর্শ করে সাইজ অনুভব করলেন। খাতাটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাচ্ছেন, বহু কাল আগে হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন যেন। চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে তাঁর। বিড় বিড় করে কি বলছেন, জড়িয়ে যাচ্ছে কথা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ভুরু কুঁচকে দেখছে জুনেস্কি। এসব ভাল লাগছে না তার।।

'বসো,' জুনেস্কির দিকে ফিরে বলল রানা। তারপর প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'স্যার, থিসিসটার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

মুখ তুলে তাকালেন প্রফেসর রানার দিকে।

'জিনিসটা অমূল্য একটা সম্পদ,' বলল রানা। 'বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল, যতদুর শুনেছি, তাঁর এই থিসিস যেন ইহুদি জাতির কাজে লাগে। তাই নয় কি?'

পাকা ভুরু কুঁচকে প্রফেসর বললেন, 'বলে যাও।'

রানা, এবং জুনেস্কি লক্ষ্য করল, প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন প্রফেসর।

'তাই আমার বাবার আবিষ্কার হলেও, এর প্রকৃত মালিক আমি নই,' বলল রানা। 'এটা ইসরায়েল সরকারের প্রাপ্য।'

রানার কথা শেষ হয়নি এখনও বুঝতে পেরে চুপ করে অপেক্ষা করছেন বৃদ্ধ।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সীমান্ত পেরিয়ে প্রথম সুযোগেই আমার দেশের উচ্চপদস্থ একজন সরকারী অফিসারের হাতে থিসিসটা তুলে দেব। মাঝখানের এই সময়ে এটা যার কাছেই থাক, তাতে কিছু এসে যায় না, যদি খাতাটাকে গালা দিয়ে সীল করে তাতে আমাদের তিনজনের আঙ্গুলের ছাপ রাখি। আপনি কি বলেন, স্যার?'

'ভেরি গুড। উত্তম প্রস্তাব।' বৃদ্ধ প্রফেসর সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়লেন। 'রীনা, যাও তো মা, খানিকটা গালা, কিছু কাগজ আর একটা মোমবাতি নিয়ে এস ...'

সোফায় হেলান দিয়ে বসল রানা।

জুনেস্কি ওর পাশের সোফায় বসে আছে। খুশি দেখাচ্ছে তাকে। তবে, একবারে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারেনি এখনও। সীলকরার প্রস্তাবটা ভালই। কিন্তু খাতাটা কি রানা নিজের কাছে রাখতে চাইবে?

গালা, কাগজ আর মোম নিয়ে ফিরে এল রীনা। রানা জুনেস্কিকে ইঙ্গিত করতেই উঠে দাঁড়াল সে। প্রফেসরের কাছ থেকে চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতাটা আর রীনার কাছ থেকে গালা, কাগজ ও মোম নিয়ে ফিরে এল আবার সোফায়। নিচু টেবিলটা টেনে কাছে আনল সে। মোম জ্বালল। কাগজে মুড়ে প্যাকেট তৈরি করল একটা।

সীল করতে বেশ সময় লাগল। গালা একটু ঠাণ্ডা হতেই একে একে তিনজনই তার উপর বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ রাখল। সব শেষে রানার পালা। বুড়ো আঙ্গুল চেপে ছাপ দিল ও। সীল করা প্যাকেটটা টেবিল থেকে তুলে জুনেস্কির দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এখন আর কোন চিন্তা নাই। নাও, এটা তোমার কাছেই রাখ।'

খুব আগ্রহের সাথে প্যাকেটটা নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল জুনেস্কি

'একটা কথা,' একটু গম্ভীর হয়ে বললেন প্রফেসর স্যানিকিনিন। 'কথাটা হয়ত তোমার পছন্দ নাও হতে পারে আস্তন। আমার বন্ধু, তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তিনিও হয়ত কথাটা শুনে আমার ওপর বেজার হতেন। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে যা ভাল বুঝেছি, চিরকাল তাই করে এসেছি আমি, সুতরাং তুমি অসন্তুষ্ট হলেও কথাটা আমাকে বলতে হবে।'

'কেন অসন্তুষ্ট হব!' বলল রানা। 'আপনি বলুন, স্যার!'

'একটু আগে তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে তুমি যা বললে সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবে তুমি যখন কথাটা শুনেছ, সত্যি হতেও পারে। সে যাই হোক, আমার বক্তব্য হল···তোমার

বাবার আবিষ্কার, এক্স-রে প্রতিফলন এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, একথা তুমি তো জানই। কিন্তু, প্রশ্ন হল, এই আবিষ্কারটাকে কি কাজে লাগানো হবে?'

চুপ করে আছে রানা।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধের দিকে জুনেস্কি। ভাবছে শালা বুড়োর মতলবটা কি!

'এক্স-রে-র এই প্রতিফলনটাকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি মারণরশ্মি,' প্রফেসর বলে চলেছেন। 'যার হাতেই পড়ুক না কেন, এটা সে ব্যবহার করবে নিজের স্বার্থে, অর্থাৎ শত্রুদেশগুলোকে ধ্বংস করার কাজে। সুস্থ একজন মানবতাবাদী হিসাবে আমি তা চাই না।'

'স্যার, আপনার কোন প্রস্তাব আছে?'

'আছে,' বৃদ্ধ বললেন। 'কিন্তু সে প্রস্তাবের কথা বলা না বলা সমান। তুমি একজন দেশপ্রেমিক ইসরায়েলী, সুতরাং আমার প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে না, জানি।'

'দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করে যদি...'

'গোটা পৃথিবীটাই তো একজন বিবেকসম্পন্ন লোকের দেশ, আস্তন।'

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'দার্শনিক অর্থে কথাটা খাঁটি বটে। কিন্তু ...যাই হোক, আপনার প্রস্তাবটা শুনতে আমার আপত্তি নেই।'

বৃদ্ধের উপর চটেমটে লাল হয়ে উঠেছে জুনেস্কি। তীব্র গলায় প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সে কথা বলতে পারে না, বোবা।

'একদিন না একদিন বৃহৎ সব রাষ্ট্রই এক্স-রে-র প্রতিফলন আবিষ্কার করবে,' বৃদ্ধ বললেন। 'কিন্তু তার আগে এই মারণরশ্মি একা

যদি কেউ পায়, রাতারাতি বিশ্ব-সভ্যতা ইতিহাসের সবচেয়ে সংকট-ময় যুগে প্রবেশ করবে। এর কাছে সমস্ত মারণাস্ত্র তুচ্ছ, অসহায়। আণবিক বোমার গুদামগুলো, যে কোন দূরত্বেই থাকুক, শুধু অবস্থান জানা থাকলেই চলবে, এর সাহায্যে চোখের পলকে সব ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব।'

'অর্থাৎ…'

'অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। মাত্র একটা রাষ্ট্র যার হাতে পড়বে এই থিসিস, সেই বিকট আতঙ্কের মত মহাশক্তি নিয়ে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে। সেই মহা-শক্তির মাপ, ওজন ইত্যাদি আমার কল্পনার বাইরে। শুধু জানি, এমন প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করার মানসিক প্রস্তুতি বর্তমানে কারও নেই, তাই এই শক্তির অপব্যবহারই শুধু হবে। অর্থাৎ বিশ্ব-সভ্যতা বোধ-হয় ধ্বংসই হয়ে যাবে।' একটু বিরতি নিলেন অসুস্থ প্রফেসর। একটু একটু হাঁপাচ্ছেন তিনি। 'আসুন, বাবা, এখনও কি তুমি বুঝতে পারনি আমার প্রস্তাবটা কি?'

মুচকি একটু হাসল রানা। 'পেরেছি, স্যার। কিন্তু…'

'কোন প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে না, আমি তা চাইও না, বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললেন। 'তুমি যা ভাল মনে করবে, তাই করবে। বিবেকের কাছে যাতে অপরাধী না হই, তাই কথাগুলো বললাম। কিছু মনে করো না। রীনা, মা ওদেরকে কামরা দুটো দেখিয়ে দাও।' বৃদ্ধ রানার দিকে ফিরলেন। 'ভোরবেলা উঠেই বাস ধরতে হবে, তাই না? সুতরাং আর নয়, হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া কর, তার-পর ঘুমাবার চেষ্টা কর। আর হয়ত দেখা হচ্ছে না তোমার সাথে। অসুস্থ শরীর, ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে যায়। শেষ কথাটা তাই

জানিয়ে রাখি। ওপারে নিরাপদে পৌঁছুলে কিনা সম্ভব হলে হেইকী হুভিনেনের মাধ্যমে একটা খবর দিয়ে আমাকে জানিও। কেমন ?'

'অবশ্যই জানাব, স্যার।'

'রীনা,' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওদেরকে নিয়ে যাও।' তাঁর আচরণে পরিষ্কার হয়ে উঠল, রানার প্রতি বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। রানার হাবভাব দেখেই বুঝে নিয়েছেন, তাঁর প্রস্তাবটা পরিষ্কার বুঝলেও সেটা গ্রহণ করার ক্ষমতা রানার নেই, থিসিসটা সে ইসরায়েলের হাতেই তুলে দেবে।

তেরো

এনসো, রাশিয়া।

প্রফেসর স্যানিকিনিনের বাড়ি। রাত চারটে বেজে পাঁচ মিনিট।

দশ মিনিট আগে ডুবে গেছে সূর্য, এখন ঘন কালো ছায়ায় ঢাকা চারদিক। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানার উপর একা বসে আছে জুনেস্কি। সীল করা খাতাটা বালিশের তলায়, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা কোলের উপর। মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা, ওর সন্দেহ, এই রাশিয়াতেও নাকি প্রতিপক্ষদের কেউ থিসিসটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে। সে ভয় পেয়েছে বুঝতে পেরে রানা অবশ্য হালকা সুরে বলেছে, 'আক্রমণ হবেই এমন কোন কথা নেই। তবে সাবধান থাকা ভাল। কোন ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।

রাত জেগে পাহারা দিতে হবে। কিন্তু প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে আমার, এই শেষরাতটা তুমিই জাগো, ভাই।' বলে নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ও। দিব্যি ঘুমাচ্ছে।

মনে মনে খুশিই হয়েছে জুনেস্কি। রানা ভয় না দেখালেও ঘুম আসত না তার। থিসিসটার প্রভাব টের পাচ্ছে সে, যার কাছে থাকবে, ঘুম হারাম হয়ে যাবে তার। বন্ধ ঘরের ভিতর একা সে, তবু বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে মাঝে মাঝেই খাতাটার অস্তিত্ব অনুভব না করলে স্বস্তি বোধ করছে না।

হঠাৎ কান দুটো সজাগ হয়ে উঠল জুনেস্কির। খসখস আওয়াজ! সত্যিই কি প্রতিপক্ষ···ওই আবার!

পিস্তল হাতে নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল জুনেস্কি। অন্ধকারে চারকোণা একটা অস্পষ্ট কাঠামো দেখা যাচ্ছে। জানালা ওটা। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার একপাশে দাঁড়াল সে। রাস্তার আলো পড়ছে বারান্দায়। উঁকি দিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল জুনেস্কি। বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। রানার কামরার জানালা না ওটা? হ্যাঁ···ওটার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। অস্পষ্ট আলো, চেনা যাচ্ছে না। গায়ে কোট। হঠাৎ ওর দিকে ফিরতে শুরু করল লোকটা।

'কে?'

ঝট্ করে তাকাল লোকটা। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল উল্টোদিকে। ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে পিস্তল ধরা হাতটা বের করে দিয়েছে জুনেস্কি।

গুলি করার আগের মুহূর্তে আবিষ্কার করল জুনেস্কি, এর আগে

লোকটাকে সে দেখেছে ফিনল্যাণ্ডে। প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে সে, কোটের একটা হাত আগু পিছু করছে দ্রুত, কিন্তু অপর হাতটা স্থির, ঝুলছে শরীরের পাশে। কোটের হাতাটা ফাঁপা, হাত নেই ভিতরে।

ছুপ্ করে শব্দ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। গুলিটা লাগল কিনা বুঝতে পারল না জুনেস্কি। বারান্দা থেকে লাফ দিল, নাকি গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঠিক বোঝা গেল না।

যাই হোক, লোকটাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তার, ভাবল জুনেস্কি। ডক্টর ফিলাতভের কাছে থিসিসটা আছে মনে করে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা হচ্ছিল ভিতরে ঢোকার পথ করা যায় কিনা। শিক্ষা হয়ে গেছে বাছাধনের, মরতে না চাইলে আর ফিরে আসবে না।

রিস্টওয়াচ দেখল জুনেস্কি। রানাকে ঘুম থেকে জাগাবার সময় হয়েছে। সাড়ে চারটের দিকে বাস ধরতে হবে ওদেরকে।

ইমাত্রা, ফিনল্যাণ্ড।

ভি-আই-পি-ইনস। রাত চারটে দশ মিনিট।

সূর্য ডোবার একটু পরই ঘন ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল চারদিক। গুস্তাফ তাতার কামরা। বাগানের দিকের জানালাটা খোলা। নিঃশব্দে একটা মাথা বেরিয়ে এল জানালাটা দিয়ে। এক হাত দূরে পানির পাইপটা দেখল গুস্তাফ তাতা, সোজা উঠে গেছে উপর দিকে, ডক্টর ফিলাতভের জানালার পাশ ঘেঁষে। মাথা নামিয়ে তীক্ষ্ণচোখে বাগানটাও দেখল সে। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই টুঁ শব্দ নেই কোথাও।

পিছিয়ে এল গুস্তাফ। কান দুটো সজাগ। তাকিয়ে আছে

সিলিঙের দিকে। সেই রাত বারটা থেকে উপরের কামরার কোন শব্দ পায়নি সে। ঘুমিয়ে পড়েছে ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি—দু-জনেই। সহকারী তুর্গেভের দিকে তাকাল সে। 'যাও। জানালার শার্সি খুলেই সিগন্যাল দেবে আমাকে।'

এগিয়ে গিয়ে শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে শার্সি খোলা জানালার উপর উঠে বসল তুর্গেভ। অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে, এবং হুকুম পেলে দাবানলের ভিতর দৃঢ় পায়ে ঢুকে যেতে পারে, ভয় কাকে বলে জানে না। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সাথে জানালা থেকে লাফ দিয়ে পানির পাইপটা ধরল সে, এক সেকেণ্ড বিরতি না নিয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে।

জানালা দিয়ে গুস্তাফ মুখ বের করে উপরে তাকাবার আগেই তুর্গেভ পৌঁছে গেছে দোতালায়। এক হাত দিয়ে জানালাটা ধরে আছে সে, অপর হাতে স্ক্রু খুলছে। ঠিক দু'মিনিট পর হাতছানি দিয়ে বসকে সিগন্যাল দিল। কাঁচের শার্সি খুলে ফেলেছে সে। পর-মুহূর্তে তাকে দেখতে পেল গুস্তাফ তাতা। জানালা থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়েছে ডক্টর ফিলাতভের কামরায়।

হাতির মত মস্ত শরীর নিয়ে পাইপ বেয়ে উপরে ওঠা সহজ নয়। কিন্তু গুস্তাফ তাতার জন্যে কঠিনও নয়। তুর্গেভের চেয়ে পাঁচ সেকেণ্ড বেশি সময় নিল সে দোতালার জানালার কাছে পৌঁছুতে।

জানালা থেকে কামরায় নামার আগে গুস্তাফ তাতা দেখল এরই মধ্যে অর্ধেক কাজ সেরে ফেলেছে তুর্গেভ। আলো জ্বেলেছে সে। জুনেস্কির মুখে তুলো গুঁজে দিয়েছে। তার হাত-পা বাঁধার কাজও শেষ। মেঝেতে চার-পাঁচটা খালি মদের বোতল দেখে মুচকি হাসল সে। মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে ঘুমাচ্ছে ডক্টর ফিলাতভ আর জুনেস্কি।

জুনেস্কির দিকে ভাল করে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। কোথায় জুনেস্কি? এত অন্য লোক। চরকির মত আধ পাক ঘুরে অপর বিছানার দিকে তাকাল সে। কোথায় ডক্টর ফিলাতভ? এ-ও তো অন্য লোক।

বিদ্যুৎচমকের মত, নিমেষে সব বুঝে ফেলল গুস্তাফ তাতা। ডক্টর ফিলাতভ অনেক আগেই সীমান্ত পেরিয়ে রাশিয়ায় চলে গেছে জুনেস্কিকে নিয়ে। নিজেদের জায়গায় এদেরকে রেখে গেছে, বিশেষ করে তাকেই ধোকায় ফেলার জন্যে। মাথাটা ঘুরে গেল তার। এভাবে বোকা বানাল তাকে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্স!

দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে গুস্তাফ তাতা। 'ওই শালাকেও বাঁধো,' হিস হিস করে বলল সে। ঘুমন্ত লোকটাকে দেখিয়ে তুর্গেভকে নির্দেশ দিল। 'মুখে তুলো গুঁজতেও ভুলো না। তারপর রাম প্যাঁদানি দাও, ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও হাত পায়ের গাঁট। ডক্টর ফিলাতভ কখন এখান থেকে গেছে, কোথায় গেছে, কখন কোথায় ফেরার কথা,—এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত থেমো না।'

জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল গুস্তাফ তাতা। ধীরে-সুস্থে চুরুট ধরাল একটা। আধ মিনিট পর দুরমুজ করার আওয়াজ ঢুকল তার কানে। মুচকি হাসল সে। এ কাজে অত্যন্ত পাকা লোক তুর্গেভ। তার দুই হাতের কিনারা যেন দুটো ছোরা, সেগুলো দিয়ে মাংস কিমা করছে সে। আওয়াজ পাচ্ছে গুস্তাফ। খুবই হালকা আওয়াজ, কামরার বাইরে যাচ্ছে না। দ্রুত হচ্ছে আওয়াজটা। এখন প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। সেই জায়গায় অস্পষ্ট দু'টো গোঙানির শব্দ।

দু'মিনিট নিঃশব্দে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে

ঘুরল গুস্তাফ তাতা। দুই জোড়া চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। একজনের অবস্থা শোচনীয়, জ্ঞান হারাতে বেশি দেরি নাই। এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। তুর্গেভের তুলনা হয় না। কোথাও মারের একটু দাগ ফোটেনি। নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সে।

একজনের মুখের ভিতর থেকে তুলো বের করে নিল তুর্গেভ। হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল লোকটা, ধাঁই করে একটা ঘুসি মারল তার চিবুকে গুস্তাফ তাতা। 'একটু শব্দ হলেই খুন করে ফেলব। যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দে। ডক্টর ফিলাতভ···'

গড় গড় করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে এল লোকটার মুখ থেকে। দ্বিতীয় লোকটার দুই কান থেকে তুর্গেভের গুঁজে দেয়া তুলো বের করে নিয়ে তাকেও জেরা করল গুস্তাফ তাতা। প্রাণের ভয়ে এ-ও কিছু লুকাল না। দু'জনের বক্তব্য হুবহু এক।

সাঁই করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল একটা স্পোর্টস কার। তুর্গেভ চালাচ্ছে গাড়ি। পাশে গুস্তাফ। ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির দিকে ছুটছে গাড়িটা।

মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে গুস্তাফ তাতার। হাতে সময় নেই, থিসিসটা বুঝি আর পাওয়া হল না। শ্রমিকদের নিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে রওনা হয়ে গেছে বাস। চারটে বেজে চল্লিশ এখন, সীমান্ত পেরোচ্ছে ওরা এই মুহূর্তে। ইস্, যদি সীমান্তেই আটকানো যেত ওদেরকে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। শেষ সুযোগ একটা আছে এখনও। ডক্টর ফিলাতভ ক্যাসি ভারতানেনের বাড়িতে উঠবে পোশাক পাল্টাবার জন্যে। তখনই যা করার করতে হবে তাকে। পপকিনের কথা মনে পড়তে মুচকি হাসল সে। পপকিনের গাড়ি গ্যারেজেই আছে, দেখতে ভুল হয়নি তার। তার মানে ঘুমাচ্ছে। ঘুম থেকে

উঠে অপেক্ষা করবে ডক্টর ফিলাতভের আশায়। ততক্ষণে, ভাবছে গুস্তাফ তাতা, রাশিয়ার মাটিতে পৌঁছে যাব আমি থিসিস নিয়ে।

পাইপ বেয়ে ডক্টর ফিলাতভের কামরায় যখন উঠছিল গুস্তাফ তাতা, এর তিন মিনিট পরই সহকারীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে পপকিন ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির উদ্দেশে। হোটেলের পিছন দিয়ে বেরিয়েছে ওরা, হেঁটে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে বাড়িটার খিড়কি দরজায়।

গুস্তাফ তাতার তা জানার কথা নয়।

এনসো, রাশিয়া।

দিগন্তরেখার উপর দিয়ে উঁকি মারছে আধখানা সূর্য।

ভোর চারটে পঁয়ত্রিশ। মিল এলাকা থেকে আধ মাইল দূরে রাস্তার একটা বাঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রানা আর জুনেস্কি। বাসের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করার কথা ওদের।

পাইপে আগুন ধরাতে যাচ্ছে রানা, খুশিতে তড়পে উঠল জুনেস্কি। 'আসছে, বাস আসছে, শালা ড্রাইভার কি রকম আস্তে আস্তে চালাচ্ছে…!'

ধীরে সুস্থে পাইপটা ধরাল রানা। মুখ তুলে তাকাল।

ধীরে ধীরে ওদের সামনে এসে থামল বাসটা। জানালার পাশে বসা আরোহীদের মধ্যে একজন হেইকী হুভিনেন, তার সাথে রানার চোখাচোখি হতেই নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সে। বাসে উঠে পড়ল রানা। পিছু পিছু উঠল জুনেস্কি। ড্রাইভার ছেড়ে দিল বাস। পাশা-পাশি দুটো সীট খালি দেখে বসে পড়ল ওরা, কেউ তাকিয়ে নেই ওদের দিকে। কি ঘটে গেল কেউই যেন তা দেখেনি।

পাঁচ মিনিট পর সীমান্তে থামল বাস। এবার একজন নয়, ছ'জন সীমান্তরক্ষী চড়ল বাসে। এদের মধ্যে সেই কসাক সৈনিকটা নেই দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা। নিঃশব্দে শ্রমিকদের মাথা গুণে নেমে গেল সীমান্তরক্ষীরা। ড্রাইভার ছেড়ে দিল বাস।

পনের গজ দূরে আবার যখন থামল বাস, বুক ভরে বাতাস নিল জুনেস্কি। কি তাজা! সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে বাতাসটা।

ইমাত্রা, ফিনল্যাণ্ড।

ভোর পৌনে পাঁচটা। চৌরাস্তায় থামল বাস। কিছু শ্রমিক নামল। তাদের সাথে হেইকী হুভিনেন, রানা এবং জুনেস্কিও। বাস আবার ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত রাস্তার উপর দাড়িয়ে থাকল ওরা তিনজন। অন্যান্য শ্রমিকরা যে যার বাড়ির পথে দ্রুত রওনা হয়ে গেছে।

'ক্যাসির কাছ থেকে আমার পাওনাটা কাল সকালে নিয়ে আসব আমি,' বাজারের থলিটা হাতে ঝুলছে হেইকী হুভিনেনের। সেটা দোলাচ্ছে সে। 'পথ চিনে যেতে পারবেন তো? আমাকে আবার বাজার করে বাড়ি ফিরতে হবে কিনা, আপনাদের পৌছে—'

'কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'এই তো সিকি মাইল পথ, অসুবিধে হবে না।'

'তাহলে বিদায়।'

'হেইকী,' বলল রানা। 'বেশ ভাল কাজ দেখিয়েছো তুমি। আমি সন্তুষ্ট। ধন্যবাদ।'

একটু হেসে নিজের পথ ধরল হেইকী।

'পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল,' বলল রানা। 'মিঃ পপকিন অপেক্ষা

করছেন।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথে নামল একটু পর। দু'পাশে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়। ধনুকের মত বেঁকে গেছে পথটা। শ'খানেক গজ দূরে ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির কার্নিস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভোরের পাখিরা কিচির-মিচির করছে গাছের ডালে, তাদের মিলিত শোরগোলকে ছাপিয়ে উঠছে নাম-না জানা একটা পাখির তীক্ষ্ণ স্বর। কান পেতে শুনল রানা ডাকটা। কর্কশ বন মোরগের আওয়াজ যেন—কুক্কুরের কুক্ কুক্, কুক্কুরের কুক্। 'কি বলছে পাখিটা?'

রানাকে ছেড়ে এগিয়ে গেছে জুনেস্কি। তর সইছে না তার। পিছনে ফিরে তাকাল না, থামলও না, তবে উত্তরটা দিল। যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়: 'আগে গেলে বাঘে খায়, পিছে গেলে সোনা পায়।'

'বাঘে আজ দু'জনকেই খাবে!' তিন হাত সামনে অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা গেল গুস্তাফ তাতা এবং তুর্গেভকে। পাশের ঝোপটা এখনও দুলছে। দু'জনের হাতেই সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল।

বোধহয় একসেকেণ্ড আগেই ব্যাপারটা টের পেয়েছিল জুনেস্কি। শোল্ডার হোলস্টার থেকে বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করেই গুলি করল সে।

আগুনের ফুলকি দেখা গেল তুর্গেভের পিস্তলেও। দু'জনের কারও লক্ষ্য ব্যর্থ হবে না বুঝতে পেরেই সামনে লাফ দিয়েছে রানা। তখনও হাসি লেগে রয়েছে গুস্তাফ তাতার মুখে। কব্জির উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হল যেন। রানার আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে পিস্তল-

টাকে শক্ত করে ধরে ফেলেছে সে। কব্জিতে আঘাত লাগতেই দুপ্ করে শব্দ করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট রানার পাঁজর ঘেঁষে।

পিস্তল ছাড়েনি গুস্তাফ তাতা। বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ডক্টর ফিলাতভ তার পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ফেলেছে, এবং বিদ্যুৎচালিত হাতুড়ির মত অপর হাতটা দিয়ে তার প্রকাণ্ড মুখে একের পর এক ঘুসি মেরে যাচ্ছে। একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ব্যথার চেয়ে বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করতে কঠিন লাগছে তার। ডক্টর ফিলাতভ মারে! নিরীহ একজন বিজ্ঞানী মারে কেন!

'তবে রে,' হুঙ্কার ছেড়ে পাল্টা আক্রমণ চালাতে গেল গুস্তাফ তাতা। মাত্র দশ সেকেণ্ডের মধ্যে টের পেয়ে গেল, কপালে খারাবী আছে, আন-আর্মড কমব্যাটে তার চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ পারদর্শী ডক্টর ফিলাতভ। কব্জিটা এমন কায়দায় চেপে ধরেছে যে ব্যথায় পিস্তলটা আর ধরে রাখতে পারছে না সে। নাকের ফুটো দুটো বুঁজে গেছে রক্তে, মুখ দিয়ে শ্বাস টানছে। উপর্যুপরি আঘাত খেয়ে তুবড়ে গেছে বাঁ দিকের চোয়াল। এবার দুই হাতে গুস্তাফের পিস্তল ধরা হাতটাকে ধরে বাঁকা করে ফেলছে রানা। মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল গুস্তাফের হাত। ব্যথা পাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না পিস্তল। দুপ্ করে দ্বিতীয় গুলি হল। আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল গুস্তাফ তাতার কণ্ঠ থেকে। শরীরের সমস্ত পেশী নরম কাদার মত হয়ে গেল মুহূর্তে। তাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। গুস্তাফের তলপেটের বেশ অনেকটা নিচে লেখেছে বুলেট, কিন্তু ঠিক কোথায় তা পরিষ্কার বুঝতে পারল না রানা প্রথমে। মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করছে গুস্তফ আহত জায়গা-টাকে দু'হাতে চেপে ধরে। রানা দেখল, রক্তে ভিজে উঠছে প্যান্টের বোতাম লাগানোর জায়গাটা। কোথায় গুলি লেগেছে বুঝতে পেরে

কুঁচকে উঠল ওর গাল দুটো। গুলি লেগে কাটা পড়েছে গুস্তাফের যৌনাঙ্গ। খানিক ছটফট করেই জ্ঞান হারাল সে।

পায়ের কাছ থেকে পিস্তলটা খুলে নিল রানা। ঘুরে দাঁড়াল। তুর্গেভ আর জুনেস্কি পরস্পরের মাথায় মাথা ঠেকিয়ে দু'দিকে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, মজার কোন সার্কাসের খেলা দেখাতে যাচ্ছে যেন, এক্ষুণি লাফিয়ে উঠে চমকে দেবে। পা দিয়ে ঠেলে চিৎ করল রানা জুনেস্কির লাশটাকে। তারপর উবু হয়ে বসে পোশাকের নিচ থেকে সীল করা প্যাকেটটা বের করে উঠে দাঁড়াল।

দুটো লাশ এবং অজ্ঞান গুস্তাফকে টেনে ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিয়ে গেল রানা। তারপর এগোল ক্যাসি ভারতানেনের বাড়ির দিকে।

চোদ্দ

বাগানের ভেতর ছোট্ট বাড়িটা। কারও সাথে দেখা হল না রানার। উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল ও। শেষ প্রান্তে হল রুমের দরজার সামনে দাঁড়াল। নক্ না করে হাত দিয়ে ঠেলে উন্মুক্ত করল কবাট দুটো।

চারকোণা বড়সড় কামরা। একটা জানালার দিকে পিছন ফিরে

চেয়ারে বসে আছে কার্ল পপকিন। তার পাশের চেয়ারে আরেক লোক। পরিপাটি করে ব্যাক ব্রাশ করা চুল, পরনে দামী ট্রপিক্যাল

স্যুট, সামনের টেবিলে দুটো হাত লম্বা করে দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। বাঁ হাতের তিনটে আঙ্গুলে মূল্যবান পাথর বসান আঙটি। ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা চুরুট থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে। ছোটখাট চেহারা লোকটার, তবে আশ্চর্য তীক্ষ্ণ তার চোখের দৃষ্টি। ক্লিনশেভ। চেহারায় দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের ছাপ। ওদের দুই পাশে মর্মর মূর্তির মত নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের দুইজন গার্ড। কোমরে ঝুলান হোলস্টারের কাছে হাত।

রানাকে কামরায় ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কার্ল পপকিন। 'জুনেস্কি কোথায়?' চট্ করে রানার হাতে ধরা সীল করা প্যাকেটটা দেখে নিল সে, 'থিসিস?'

টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। গম্ভীর ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করল ও, 'গুস্তাফ জানল কিভাবে? অ্যামবুশ পেতে বসে ছিল সে এই বাড়ি থেকে গজ বিশেক দূরে। জুনেস্কিকে বাঁচাতে পারলাম না। অবশ্য তুর্গেভকে সাথে নিয়ে গেছে সে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল পপকিন, 'আর গুস্তাফ? সে কি পালিয়েছে?'

'না। আহত করেছি তাকে।'

'ব্যাপারটা জানাজানি হলে

'কোন চিন্তা নেই। কাকপক্ষীও টের পায়নি,' বলল রানা। 'লাশ দুটো লুকিয়ে রেখে এসেছি। গুস্তাফকেও। জ্ঞান ফিরতে ঘণ্টাখানেক লাগবে ওর।'

স্বস্তি বোধ করল পপকিন। এই শেষ মুহূর্তে কোন উটকো ঝামেলায় জড়াতে চায় না সে। হাতে একটা মাত্র কাজ বাকি, সেরেই কেটে পড়তে হবে।

'থিসিস ?' রানার হাতের প্যাকেটটার দিকে চোখ রেখে হাত পাতল পপকিন।

'এই যে,' বলল রানা। পপকিনের বাড়ান হাতে সীল করা প্যাকেটটা তুলে দিল। 'উফ্।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। "ঘাড় থেকে তুনিয়ার বোঝা নেমে গেল। আমি এখন মুক্ত। এবার তাড়াতাড়ি আমাকে লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। এই বুড়োর চেহারা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

পপকিনের কানে রানার একটা কথাও ঢুকছে না। সীল করা প্যাকেটটা উল্টেপাল্টে দেখছে সে। 'গালা দিয়ে সীল করেছ। তিনটে আঙ্গুলের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। কার কার ?'

'প্রফেসর স্যানিকিনিন, জুনেস্কি আর আমার,' বলল রানা। পকেট থেকে পাউচ আর টোবাকো পাইপ বের করে টেবিলে রাখল ও। একটা চেয়ার টেনে বসল।

'খুলে দেখনি ভিতরে কি আছে ?'

'কাভারেই লেখা আছে এক্স-রে এর প্রতিফলন,' পাইপে টোবাকো ভরছে রানা, বলল, 'তাই খুলে দেখার প্রয়োজন হয়নি।'

'ভেরি গুড,' গম্ভীর মুখে বলল পপকিন, কিন্তু তীব্র এক আনন্দের স্রোতে সারা শরীর-মন আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে তার, কণ্ঠস্বরেই সেটা প্রকাশ পেয়ে গেল। চেয়ারে বসে টান দিয়ে টেবিলের দেরাজটা খুলে প্যাকেটটা রাখল সে, পাশ থেকে তুলে নিল সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলটা। 'রানা ?'

পাইপে আগুন ধরাতে যাচ্ছিল রানা। পপকিনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, সাথে সাথে মুখ তুলে তাকাল ও।

'অত্যন্ত তুঃখের সাথে জানাচ্ছি,' রানার কপালের মাঝখানে

পিস্তল তাক করে ধরেছে পপকিন। নিঃশব্দে হাসছে সে। ঝক-ঝকে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। 'তোমাকে এবার বিদায় দিতে হচ্ছে।'

পাথর হয়ে গেছে রানা। এক হাতে টোবাকো পাইপ, অপর হাতে গ্যাস লাইটার, দুটোই মুখের কাছে স্থির হয়ে আছে।

'হাতে সময় নেই,' দ্রুত কথা বলছে পপকিন। 'তাই সব কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মৃত্যুর আগে তোমার প্রকৃত পরিচয়টা জেনে যাও। তুমি মাসুদ রানাই। কিন্তু ইহুদি নও। তুমি একজন বাংলাদেশী মুসলমান। ইসরায়েলের পরম শত্রু, বাংলা-দেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন প্রতিভাবান এজেন্ট। আর একটু জানা দরকার তোমার। একথা ভেব না যে তুমি নিরপরাধ, স্রেফ খুন করার জন্যেই তোমাকে খুন করছি আমরা। ইসরায়ে-লের দুশমন তুমি। অতীতে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছ। সুযোগ পেলে আরও অনেক ক্ষতি করতে।' পাশে বসা সুবেশী লোকটার দিকে তাকাল সে। ফিক ফিক করে হাসছে লোকটা। পপকিন বলল, 'ইনি আমার বস, তেল আবিবে তোমাকে পেয়ে ওঁর মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে। তোমাকে এই মরণফাঁদে ফেলে কাজ করিয়ে নেয়ার সমস্ত কৃতিত্ব ওঁর।' রিস্টওয়াচ দেখল পপকিন। 'গুড বাই, এখন তবে বিদায়...'

পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল চেপে বসছে পপকিনের। তাই দেখে মুচকি হাসল রানা। 'কিন্তু আমারও যে কিছু কথা আছে! আমি মরে গেলে সে-সব কার মুখে শুনবেন?'

'সময় নেই,' দ্রুত বলল পপকিন। 'এক্ষুণি আমাদেরকে নিতে আসবে...'

'সময় না থাকলে তাড়াহুড়ো তো করাই উচিত,' বলল রানা।

'তবু বলছি, গুলি করার আগে সীল করা প্যাকেটটা একবার পরীক্ষা করে নিলে হত না ?'

তিন সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল পপকিন, কথা বলতে পারল না। তারপর জানতে চাইল, 'মানে ?'

পপকিনের কথার জবাব দিল না রানা। এখন সে তার দিকে তাকিয়েও নেই, নিশ্চিত মনে পাইপে আগুন ধরাচ্ছে।

ছোঁ মেরে খোলা ড্রয়ার থেকে প্যাকেটটা তুলে নিল পপকিন। এক হাত দিয়েই কাগজ ছিঁড়ে চামড়া দিয়ে বাঁধান খাতাটা উন্মুক্ত করল। দ্রুত খাতার পাতা উল্টাচ্ছে। প্রায় সাথে সাথে আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার গলার ভিতর থেকে, 'এ কি। সব সাদা কাগজ! থিসিস কোথায় ?'

'ওটা বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে,' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা।

মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল কার্ল পপকিনের মুখের চেহারা। হাতে ধরা পিস্তলটা স্থির রাখতে পারছে না সে। 'তুমি তুমি স্মৃতি ফিরে পেয়েছ ?' অবিশ্বাসে বিকৃত শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'সে কি আজকের কথা ? ক...বে !' বলল রানা। 'অসলোয় থাকতেই।'

'কিন্তু। কিভাবে ? তার মানে তুমি হিপনোটাইজড হওনি ?'

'হয়েছিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু মোহজাল কেটে বেরিয়ে এসেছি।'

'অসম্ভব !'

সত্যিই অসম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন সিক্রেট সার্ভিসের নামী-দামী এজেন্টদেরকে পোস্ট-অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হয়ে থাকে,

তার ফলে তাদেরকে সম্মোহিত করা যায় না। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে হিপনোটিজমকে আশ্চর্য এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন মেজর জেনারেল রাহাত খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জিলানী, যাঁর সাহায্যে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন এজেন্টকে পোস্ট-অ্যান্টি হিপনোটিক সাজেশন দেয়া হলেও ইচ্ছা করলে যে কেউ আবার তাদেরকে সম্মোহিত করতে পারবে। পারবে বটে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে মূল্যবান কোন তথ্য আদায় করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আবার সম্মোহিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই সাজেশনটা দেয়া হয়ে থাকে এক একজনকে একেকটা আলাদা পদ্যের মাধ্যমে। যেমন রানাকে বাংলা ভাষার অতি মিষ্টি অতি পরিচিত একটা পদ্যের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল·· ইত্যাদি। এই বিশেষ পদ্ধতির আরেকটা সুবিধে হল, দ্বিতীয়বার সম্মোহিত হয়ে শত্রুপক্ষের শেখান সব কিছুই এজেন্টদের মনে থাকে, ফলে শত্রুপক্ষকে বোকা বানাতে কোন অসুবিধে হয় না। রানার যেমন হয়নি।

'দেখতেই তো পাচ্ছ, অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।'

'কিন্তু কিভাবে?'

মুচকি হেসে বলল রানা, 'তা বলব কেন?'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেছে পপকিনের বসের। ঘন ঘন ঢোক গিলছে সে।

বিপদ টের পেয়ে ঘুরে উঠল পপকিনের মাথা। হাতের কাঁপুনি বেড়ে গেল আরও।

'যেভাবে কাঁপছে তোমার হাত, গুলি বেরিয়ে যেতে পারে,'

বলল রানা, 'আমার গায়ে তো লাগবেই না, সাথে সাথেই মারা পড়বে তোমরা সব ক'জন।'

চমকে উঠল ওরা। কিন্তু ঠিক কি বলতে চাইল রানা বোঝেনি।

মৃদু হাসল রানা। 'নিজেদের চারপাশে তাকিয়ে দেখ।'

ঝট্ করে ফিরল পপকিন এবং তার বস। কামরার চারদিকের চারটে জানালা দিয়ে কমপক্ষে ত্রিশটা রাইফেলের নল ভিতরে ঢুকে পড়েছে। রাইফেলধারীদের এক এক জনের এক এক রকম চেহারা। কেউ আমেরিকান, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ জার্মান। চীনা, বৃটিশ, বাঙালী মুখও দেখা যাচ্ছে। পাথুরে কাঠিন্য ফুটে আছে সব ক'টা চেহারায়। এতগুলো লোক কখন নিঃশব্দে কামরাটাকে ঘিরে ফেলেছে, টেরই পায়নি কেউ।

পিস্তলটা পড়ে গেল পপকিনের হাত থেকে। অদম্য কাঁপুনি থামাতে পারছে না কিছুতেই। তার বস অত্যন্ত সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল রানার দিকে।

'কেমন বুঝছ?' টিটকারীর সুরে বলল রানা। 'জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের ধুরন্ধর চীফ, ডোগা ওরহ্যাম?'

চোয়াল দুটো উঁচু হয়ে উঠল ডোগা ওরহ্যামের! নীরস গলায় এই প্রথম কথা বলল সে, 'যোগাযোগ করলে কিভাবে?'

সাথে সাথে প্রতিধ্বনি তুলল পপকিন, কিভাবে? প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে আমাদের এজেন্ট ছিল তোমার সাথে।'

'যা করার তাদের সামনেই করেছি,' বলল রানা। 'একটা লাইব্রেরীতে গিয়ে মুন রেকার নাইনথ এডিশন চেয়েছি, অর্থাৎ এম, আর নাইন, আমার কোড নাম্বার। সেই সাথে আরেকটা বই খোঁজ করেছি, Salmaguni or Salmagundy. অর্থাৎ বিপদ সঙ্কেত

SOS.জ্যাক জাস্টিস ওরফে গুস্তাফকে ফাঁকি দেবার জন্যে অসলোর এক হোটেলে খবরের কাগজে কিছু হিজিবিজি লিখে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। ওতে ছিল মেসেজ। এরপর থেকে গোপনে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে আসছি আমরা। তোমাদেরকে ফাঁকি দিয়ে অনেক আগেই কেটে পড়তে পারতাম আমি, কিন্তু যাইনি এক্স-রের থিসিসটা উদ্ধার করব বলে।'

হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে কামরায় ঢুকল হাত-কাটা সোহেল, বিশাল ছাতি রাশেদ, এবং পরমা সুন্দরী সোহানা। বাকি সবাই টপাটপ জানালা দিয়ে লাফিয়ে নামল কামরার ভিতরে।

'ডক্টর ফিলাতভকে সিঁড়ি থেকে তাহলে ফেলে দিয়েছিলে তোমরাই? বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল ডোগা ওরহ্যাম।

'নিশ্চয়ই!' বলল রানা। 'তা নাহলে থিসিস আনতে আমি যাব কিভাবে? তবে মৃত্যুটা দুর্ঘটনা। সিঁড়িতে কর্ড বেঁধে রাখা হয়েছিল, চেয়েছিলাম হাসপাতালে বিশ্রাম নিক কিছুদিন।'

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে ডোগা ওরহ্যাম। 'কিন্তু ডাইভারশানে যদি মারা পড়তে?'

'কই, মরলাম তো না,' হাসছে রানা। 'তবে, স্বীকার করছি, চেষ্টার কোন ত্রুটি করনি তোমরা।'

'তুমি···তুমি তাও জানতে? বাট হাউ?'

'হাউ-মাউ কর না,' বলল রানা। পকেট থেকে ছোট্ট মিনি সাইজ টেপ রেকর্ডার বের করল একটা। টিক্ করে শব্দ হল বোতাম টেপার। অমনি চিকন একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সবাই। যান্ত্রিক বলেই বিকৃত শোনাচ্ছে, কিন্তু পপকিনের গলা চেনা যাচ্ছে

পরিষ্কার।

'...রানাকে শুধু খুন করলেই চলবে না, সেই সাথে শত্রুদের ক'টা দলকে কৌশলে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে, ফিলাতভ খুন হয়েছে তাদেরই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের হাতে...'

রানার আশপাশে দাঁড়ান প্রত্যেকের চেহারা থেকে খসে পড়ল গাম্ভীর্যের মুখোশ। সবাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতে পপকিনের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। বোতাম টিপে সেটটা অফ করল রানা। ডোগা ওরহ্যামের দিকে তাকাল, সেই প্রশ্নটা করল আবার, 'কেমন বুঝছ?'

এবার প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সবাই।

হাসি থামতে ম্লান মুখে জিজ্ঞেস করল ডোগা ওরহ্যাম, 'থিসিস সরালে কিভাবে তুমি?'

'পানির কল দেখতে পাশের বাড়িতে যেতে হয়েছিল জুনেস্কিকে, সেই সুযোগে।'

এমন সময় মাথার উপর আওয়াজ পাওয়া গেল হেলিকপ্টারের। কাছেই কোথাও নামছে।

'সোহেল...,' কথা শেষ হল না রানার, কামরা থেকে বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের বিশজন এজেন্ট ছুটে বেরিয়ে গেল সোহেলের পিছু পিছু।

দশ মিনিট পর ফিরে এল সোহেল। 'ভাড়া করা হেলিকপ্টার। পাইলট ছাড়া কেউ নেই। সার্চ করা হচ্ছে।'

'চমৎকার,' বলল রানা। 'ওতে করেই ফিরব আমি হেলসিঙ্কিতে।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল চৈনিক গুপ্তচর, 'ডক্টর ফিল...সরি, মিঃ রানা, আপনি আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছেন। কেন,

তা আমরা এখনও জানি না।'

'এক্ষুণি জানতে পারবেন,' বলল রানা। 'তার আগে ছোট্ট একটা ভাষণ দিতে চাই আমি।'

অমনি পনের-বিশ জোড়া হাত প্রচণ্ড শব্দে তালি মারতে শুরু করল।

নেতাসুলভ গাম্ভীর্য ফুটে উঠল রানার চেহারায়। দু'হাত তুলে সবাইকে থামতে ইঙ্গিত করল ও। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল কামরার পরিবেশ।

'উপস্থিত স্পাইয়েরা আমার।' ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানী বক্তৃতার ভঙ্গিতে শুরু করল রানা, 'আপনারা এত ঝড়ঝাপটা আর কষ্ট স্বীকার করে আমার ডাকে আজ এখানে এসেছেন বলে প্রথমেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' একটু বিরতি নিল রানা। তারপর আবার যখন কথা শুরু করল তখন ওর কণ্ঠস্বরে হালকা সুর নেই। শব্দ নির্বাচনে সময় নিচ্ছে, অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ধীর ভঙ্গিতে বলছে, 'নিকোলাই কিলাভভের এক্স-রে থিসিস সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন নেই আপনাদেরকে। এক কথায় এটাকে আমরা মারণরশ্মির ফর্মুলা বলতে পারি। পৃথিবীর সব বৃহৎ শক্তি এটা আবিষ্কারের জন্যে চালাচ্ছে গবেষণা, যে-দেশ প্রথম আবিষ্কার করবে, সে-দেশ হবে গোটা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় কোন একটি রাষ্ট্র যদি আর সব রাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে অগাধ, সীমাহীন মারণ তথা ধ্বংসকারী ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক হয়ে ওঠে, অবশিষ্ট পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য।' আবার একটু বিরতি নিল ও। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, 'ভাল-মন্দ মেশান এই দুনিয়াটাকে আমরা সবাই ভালবাসি। আমরা

কেউই চিরকাল থাকব না, কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের জন্যে দুনিয়াটাকে যথাসম্ভব নিষ্কণ্টক অবস্থায় রেখে যেতে চাই। সেজন্যেই কোন একটি মাত্র রাষ্ট্রকে ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠে যেতে দিতে আমাদের আপত্তি।'

এবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সি. আই. এ-র একজন এজেন্ট। বলল, 'আপত্তি আপনি করতে পারেন, কিন্তু আপনার আপত্তি শুনছে কে? আমরা যদি শুনি রাশিয়া শুনবে না, চীন মানবে না। কেউ না কেউ এটা আবিষ্কার করে ফেলবেই।'

'এ সমস্যার সমাধান আমি করেছি,' বলল রানা। পকেট থেকে একমুঠো মাইক্রোফিল্মের কারট্রিজ বের করল ও। 'ক্যামেরা সরবরাহ করেছিল ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদ। প্রফেসর স্যানিকিনিনের বাসায় রাত জেগে মূল থিসিসের কয়েকটা মাইক্রোফিল্ম কপি তৈরি করেছি আমি। আপনারা সবাই একটা করে কপি আমার কাছ থেকে পাবেন। আমার ধারণা, শুধু এভাবেই আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। আমি আশা করি আমার দেশের সরকার আমার এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।'

প্রথমে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল সবাই। তারপর রানার কথার যৌক্তিকতা বুঝতে পেরে হাসি ফুটে উঠল সবার মুখে। শুধু মুখ চুন করে বসে আছে পপকিন আর ডোগা ওরহ্যাম।

ভিড় থেকে নির্বাচিত হল কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক। তারা আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে রাশেদ, একজন আমেরিকান, একজন নাক বোঁচা চীনাকেও দেখা গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কামরার ভিতর সুশৃংখল একটা লাইনে দাঁড়াল সবাই। কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই

পপকিন এবং ডোগা ওরহ্যাম অনুভব করল স্বেচ্ছাসেবকদের কয়েক জোড়া হাত তাদেরকে চেয়ার থেকে শূন্যে তুলে কামরার মাঝখানে, মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বডিগার্ড দু'জন ওদের দু'পাশে বসে আছে। রাশেদের কড়া ধমক খেয়ে তারা ভঙ্গি বদল করে বসল। পরস্পরের মুখোমুখি বসে একজন আরেকজনের কান ধরে আছে এখন।

অত্যন্ত সমীহ আর শ্রদ্ধার সাথে রানার পাশে এসে দাঁড়াল ফ্রেঞ্চ অ্যাকশন সার্ভিসের একজন এজেন্ট। 'মেজর রানা,' সবিনয়ে বলল সে। 'প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের এই অনুষ্ঠানে আপনি আমাদের সভাপতি। আসুন, সভাপতির আসন গ্রহণ করে আমাদেরকে ধন্য করুন।'

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়াল রানা। টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেল ও। একটু আগে ডোগা ওরহ্যাম যে চেয়ারটায় বসে ছিল সেটায় বসল ও। কারট্রিজগুলো রাখল টেবিলে।

ইতিমধ্যে একটা তালিকা তৈরি করে ফেলেছে সোহেল। সেটা বিবেচনার জন্যে টেবিলে রানার সামনে পেশ করা হল। একটা কলম তুলে নিয়ে তালিকাটা একটু সংশোধন করল রানা। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিল সোহেলকে।

রানা উঠে দাঁড়াতেই চুপ করে গেল সবাই।

রানার পাশ থেকে সোহেল আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে ঘোষণা করল, 'আপনারা সবাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছেন।' তারপরই হাঁক ছাড়ল সে, 'মিঃ রেড চায়না।'

চৈনিক গুপ্তচর লাইন থেকে বেরিয়ে এল। সোজা হেঁটে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। টেবিল থেকে একটা মাইক্রোফিল্ম তুলে নিয়ে রানার হাতে দিল সোহেল। রানা সেটা মিঃ চায়নার

বুক পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

প্রচণ্ড করতালিতে মুখর হয়ে উঠল চারদিক।

সসম্ভ্রমে বো করল চীনা এজেন্ট, তারপর মুখে একগাল হাসি নিয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

গম্ভীর গলায় পরবর্তী পুরস্কার বিজেতার নাম ঘোষণা করল সোহেল, 'মিঃ আমেরিকা।'

ছয় ফিট লম্বা সি. আই. এ-র অফিসার এগিয়ে এসে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে পা ঠুকে স্যালুট করল রানাকে। প্রাইজ নিল শার্টের বুক পকেটে, তারপর হ্যাণ্ডশেক করে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে আরেকবার স্যালুট ঠুকল।

সবশেষে প্রাইজ গ্রহণ করল ব্রিটিশ-সুইডিশ দলের নেতা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের সেকেণ্ড ম্যান জ্যাক লেমন।

'সবাইকে দেয়া হয়েছে,' বলল রানা, 'শুধু একজনকে ছাড়া। সোভিয়েত রাশিয়ার কোন প্রতিনিধি এখানে নেই।' একটু থামল রানা, তারপর মুচকি হেসে বলল, 'তবে, সরাসরি তারা আমার কাছ থেকে না পেলেও, আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে কেউ একজন আছে যার কাছ থেকে একটা কপি পেয়ে যাবে সে, কোন অসুবিধে হবে না। আরেকটা কথা। তাড়াহুড়ো করে তুলেছি ছবিগুলো, দু'একটা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানালেই একটা কপি পেয়ে যাবেন আপনারা। অতিরিক্ত কারট্রিজটা নিজের পকেটে রেখে দিল ও। আমাদের আজকের এই বিশেষ অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।'

তুমুল করতালি তখনও থামেনি, হাসিমুখে দরজার দিকে পা

বাড়াল রানা।

নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ডোগা ওরহ্যাম বলল, 'আমাদের···?'

'তোমাদেরকে এখানে বেঁধে রেখে যাওয়া হবে। ভারতানেনদেরকে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেছ, দুপুরের দিকে ফিরে এসে তোমাদের মুক্ত করবে ওরা। পাশের কামরায় তোমাদের আরও দু'জন গার্ড আছে, তাদের কথা ভুলে যেও না আবার।' ডোগা ওরহ্যামের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'মুক্ত হয়ে যে-কোন চুলোয় চলে যেও, আমার আপত্তি নেই। থিসিসের একটা কপি হয়ত তোমরাও পেতে, কিন্তু যে নীচতার আশ্রয় নিয়েছিলে তার শাস্তি হিসেবে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা হল। এমনিতেও অনেক শাস্তি কপালে ঝুলছে তোমার। দেশে গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আমি উপদেশ দেব, দেশের মাটিতে পা ফেলার আগে পিঠে ছালা বেঁধে নিয়ো।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সবাই।

অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে কার্ল পপকিন। ডোগা ওরহ্যামের আঁধার মুখেও ফুটে উঠেছে পরাজয়ের গ্লানি।

'আমার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করে বি. সি. আই.-এর বিরাগ-ভাজন হয়েছ,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়া হবে, তৈরি থেক। তখন তোমাদের যে অকল্পনীয় ক্ষতি হবে, তার জন্যে দায়ী করা হবে তোমাকেই। এছাড়া, তোমার প্রতি আমার একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে,' বলল রানা। 'কেননা, তোমার জন্যেই আজ আমার এই কদাকার চেহারা,' কথা শেষ করেই প্রচণ্ড শক্তিতে ডোগা ওরহ্যামের গালে একটা চড় মারল

রানা।

ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল ডোগা ওরহ্যাম। 'আহা, শুয়ে পড়ছেন কেন!' বলতে বলতে লোহার মত শক্ত মুটো হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিল বিশাল-ছাতি রাশেদ। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে ডোগা ওরহ্যামের। থোঃ করে থুতু ফেলল সে। চারটে দাঁত ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

নিজের মাথার টাকটা দেখাল রানা। 'মাথায় যদি চুল না গজায়, আরেক চড়ে মুখের আরেক পাশের সব ক'টা দাঁত ফেলে দেব আমি তোমার।'

রাগে, অপমানে ব্যথায় থরথর করে কাঁপছে জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের চীফ।

একটু পিছিয়ে এসে সকলের দিকে একবার করে তাকাল রানা। একে একে এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই।

কামরা প্রায় খালি হয়ে গেছে। জিওনিস্ট ইন্টেলিজেন্সের বন্দীরা ছাড়া বাকি চব্বিশজন সবাই বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের লোক।

সোহেলের সাথে কথা বলতে বলতে কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। 'তোদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?' জানতে চাইল ও।

'আমাদের কথা ভাবতে হবে না তোকে.' কোটের পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল সোহেল। 'লণ্ডনের একজন বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেনের ঠিকানা এটা। সব ব্যবস্থা করা আছে, ওখানে গেলেই চিকিৎসা শুরু হবে তোর। তিনি আশ্বাস

দিয়েছেন, চেহারা চুল সব ফিরে পাবি তুই পনের দিনের মধ্যে। চান্স পেয়েছিস, হেলিকপ্টার নিয়ে হেলসিঙ্কি হয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি।' পকেটে হাত ভরে পাউচ আর টোবাকো পাইপ বের করল সোহেল।

চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল রানার! 'এ কিরে! আমার পাউচ, আমার পাইপ, তোর কাছে কেন?'

মুচকি হাসল সোহেল, পাইপটা চোখের সামনে তুলে দেখছে। বলল, 'ভারি সুন্দর জিনিস, বুঝলি। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। খুব দামী, তাই না রে?'

পাইপে টোবাকো ভরে দাঁতের ফাঁকে চেপে ম্যাচ খুঁজছে সোহেল, নিজের পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে দিল রানা। তারপর পকেট থেকে এক প্যাকেট বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস আর একটা দামী গ্যাস লাইটার বের করল সে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে সোহেলের চোখ জোড়া। 'আরে! আমার সিগারেট···

সিগারেট ধরিয়ে সোহেলের মুখের দিকে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ল রানা, 'প্যাকেটে দুটো সিগারেট কম ছিল, কিন্তু পুষিয়ে গেছে সাথে গ্যাস লাইটারটা পেয়ে। ভারি সুন্দর জিনিস, বুঝলি। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। খুব দামী তাই না রে?'

'শালা চোট্টা! ভেবেছিলাম অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই অভ্যাস বদলেছে··· কামরার দিকে ইঙ্গিত করল সোহেল, চোখ টিপল, 'কিরে, কথা বলবি না?'

উত্তর দিল না রানা। ঘুরে দাঁড়াল।

'এই শোন্।' পিছু ডাকল সোহেল। 'শুনে যা

থামল না রানা। ধাপ ক'টা টপকে বারান্দা থেকে নেমে সোজা হেলিকপ্টারের দিকে এগোচ্ছে ও। হঠাৎ কানে এল রাশেদের চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'ও ভাবি! যায় গা তো! যান···কথা কইবেন না?' চলার গতি শ্লথ হয়ে আসছিল, আবার বাড়িয়ে দিল রানা।

হেলিকপ্টারের সাথে পৌঁছে গেছে সে, হঠাৎ পায়ের শব্দ পেল পিছনে। ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। সামনেই সোহানাকে দেখে মুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল মুখের চেহারা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিতে পারল ও। একটু হাসল।

'তোমার সাথে কথা আছে আমার,' মৃদু গলায় বলল সোহানা।

অদ্ভুত সুন্দর সোহানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। বুকের ভিতর প্রচণ্ড একটা ভাগাবেগ মোচড় দিয়ে ধরল, 'কিন্তু চেহারায় তা প্রকাশ পেতে দিল না। বলল, 'কেমন আছেন, মিসেস সোহানা চৌধুরী? স্বামী ভাল তো? শুনেছি আমার নিখোঁজ সংবাদ শুনে আপনি নাকি বি. সি. আই হেডকোয়ার্টারটাকে চোখের পানিতে প্রায় ডুবিয়ে ফেলেছিলেন আরেকটু হলে। তারপর আরও শুনেছি, সাথে কোন্ দেওরকে নিয়ে আমাকে পাগলের মত খোঁজাখুঁজি করছেন তেলআবিবে। খুবই কষ্ট করেছেন, বোঝা যাচ্ছে। সেজন্যে আপনাকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত···'

মুখটা লাল হয়ে উঠেছে সোহানার। রানাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমার কথা তুমি শুনবে, নাকি···!'

'শুনব না মানে?' বলল রানা, 'অবশ্যই শুনব। সব শুনব। বলুন, মিসেস চৌধুরী, আপনার স্বামীটি দেখতে কেমন? ভদ্রলোক কি করেন? আপনার ব্যক্তিগত কথা শোনারও আগ্রহ রয়েছে আমার। যেমন, জনাব রাশেদকে নিয়েই তো বেশ খেলা জমে উঠেছিল, তিনি

স্বামী না হয়ে হঠাৎ দেওর হয়ে গেলেন কিভাবে ? দেখছি, আপনাদের পক্ষে সবই সম্ভব ! বলুন, বলুন, আপনার সব কথা শুনব আমি—ঘেন্না লাগলেও তা প্রকাশ করব না।'

কাল হয়ে গেল সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর মুখটা। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ছুটে চলে যাচ্ছে।

মুখের বাঁকা হাসি মুছে গেল রানার ঠোঁট থেকে। লক্ষ্য করল কাঁপছে ও থির থির করে। দাঁতে দাঁত চেপে কি যেন সহ্য করল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

তিন মিনিট পর আকাশে উঠল, 'কপ্টার।

— ঃশেষঃ—